NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ জাডেজা, সুন্দরের করে দেওয়া সুবিধা কাজে লাগাতে ব্যর্থ ভারত

লুইস-ঝড়ে উড়ে গেল ইংল্যান্ড ৭

কলকাতা ২ নভেম্বর ২০২৪ ১৬ কার্তিক ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৪১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 02.11.2024, Vol.18, Issue No. 141, 8 Pages, Price 3.00

দীপাবলির রাতে দূষণে রাজধানী দিল্লিকে টেক্কা দিল শহর কলকাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীপুজোর রাতে বাজির আলোর খেলা দেখতে গিয়ে একটু হলেও ঠোক্কর খেতে হয়েছে কলকাতাবাসীকে। কারণ দূষণেই ঢেকেছিল আকাশ। বাতাস হয়ে উঠেছিল বিষবাষ্প। কালীপুজোর দিন সন্ধ্যা থেকেই শুরু হয় শব্দ দানবের তাণ্ডব। এরপর রাত যত বেড়েছে, ততই দাপটও বেড়েছে শব্দদানবের। এদিকে আবার রাজধানীর হালও অত্যন্ত খারাপ। প্রতি বছরই দীপাবলির পর বিষিয়ে ওঠে রাজধানী দিল্লির বাতাস। তবে এবারের দীপাবলিতে দূষণে দিল্লিকে সমানে সমানে টেক্কা দিল দেশের পূর্বতন রাজধানী কলকাতা। নিয়মের কড়াকড়ি, পুলিশি নজরদারি কোনওটাই কোনও কাজে আসেনি। রাতভর চলে শব্দবাজির দাপট। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তার সঙ্গে বেড়েছে বাতাসে দূষণের মাত্রাও। উত্তর থেকে দক্ষিণ, এমনকী মধ্য কলকাতার কোনও অংশই বাদ গেল না এই দূষণের থাবা থেকে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, রাত ১১ টায় গোটা কলকাতায় বাতাসের মান সূচক ছিল ১৭০। এরপর তা আরও ঊর্ধ্বমুখী হয় রাত গড়াতে।

তথ্য অনুযায়ী, রাত ১০৪৫ মিনিটে রবীন্দ্র সরোবরে বাতাসে মানসূচক ছিল ১৯০। ফোর্ট উইলিয়াম চত্বরে এই সূচক ছিল ১৮৩, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ১৮২। অন্যদিকে, বিধাননগরেও এই মানসূচক ১৮২- তে পৌঁছয় রাত ১১ টা নাগাদ। যেখানে রাত ৯টার সময়ই এই মান ছিল ১৭০। যাদবপুরেও ধরা পড়ে দূষণের ভয়াবহ চিত্র। বাতাসের মানসূচক ছিল ১৮৪। ঢাকুরিয়াতে ১৬৪, চেতলায় ১৭৮। বালিগঞ্জে সূচক ছিল ১৪২। এছাড়া কুলিয়াতে ১৬৫, ট্যাংরায় ১৬৩, ওয়াটগঞ্জে ১৬৯, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ১৫৮ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের আশেপাশে বাতাসের মানসূচক ছিল ১৩৮। রাত ১১টার হিসাবে, কলকাতার বালিগঞ্জে বাতাসে দূষণের সূচক ছিল ৪৮৮। দুর্গাপুরের মহিষকাপুরে সেই সূচক ছিল ৩৮৫। হাওড়ার ঘুষুরিতে ৩০৪। যাদবপুরে ২২৭। রাতের দিকে হাওড়ার পরিস্থিতিও খারাপ হয়। বালি, বেলুড় মঠ, ঘুসুড়ি-সহ বিভিন্ন অংশ যেগুলি দূষণে 'কুখ্যাত' এলাকা হিসেবে পরিচিত, সেই জায়গাগুলিতে বাতাসের মানসূচক ১৫০- থেকে ১৬০-র মধ্যে থাকল রাত ১১ টার হিসাবে। পিছিয়ে থাকল না রাজধানী দিল্লিও। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, রাত ১১টায় দিল্লির আনন্দ বিহারে বাতাসের মান ছিল ৫০০। আইটিও, এয়ারপোর্ট এলাকাতেও দূষণের সূচক ৫০০ ছোঁয়। তুলনায় রোহিনীতে সামান্য কম ছিল দূষণের পরিমাণ। বাতাসের মান ছিল ৪৮৫।

উত্তরপত্র হারালো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগের ১২০ জন পড়ুয়ার উত্তরপত্র উধাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তর পরীক্ষার উত্তরপত্রই হারিয়ে ফেলল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, অন্তত ১২০ জন পড়ুয়ার উত্তরপত্র হারিয়ে গিয়েছে। যার জেরে প্রশ্নের মুখে সেই সব পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য শান্তা দত্তর কথায়, 'বিশ্ববিদ্যালয় খাতা হারায়নি। খাতা হারিয়েছে কলেজগুলি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৬ বিভাগ রয়েছে। কোনও দিন এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। ইউজি কলেজগুলিতে বাম আমলে পিজি কোর্স খোলা হয়েছিল। সেখানে অতিথি শিক্ষকেরা স্নাতকোত্তরের শিক্ষকদের মতো কর্তব্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নন। এর ফলেই যত দুর্গতি।'

উপাচার্য বলেন, 'এক কলেজ থেকে খাতা অন্য কলেজে যায়। সেখান থেকেই খাতা হারিয়ে গিয়েছে। শিক্ষকদের গাফিলতির জন্যই এটা হয়েছে। শিক্ষকরা যে কাজ করেছেন, সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শিক্ষকদের মূলত তিনটি কাজ; পড়ানো ,পরীক্ষা নেওয়া এবং খাতা দেখে নম্বর জমা দেওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট কলেজের প্রিন্সিপালকে জানানো হবে, তাঁরা যেন তদন্ত কমিটি করে এ বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে এবং তার রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জমা দেয়। সেখানে কী শাস্তি নেওয়া হচ্ছে, সেটাও উল্লেখ করে। এই শাস্তি যদি পছন্দ না হয়, তা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে আরও কঠোর শাস্তির কথা সংশ্লিষ্ট কলেজগুলিকে জানানো হবে। একটি কলেজের পরীক্ষক ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁর কাছ থেকে খাতা হারিয়ে গিয়েছে। আর একটি কলেজের পরীক্ষক এবং পিজি কো-অর্ডিনেটর সঠিক উত্তর দিতে পারছে না।'

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ১৯টি কলেজে বাংলা স্নাতকোত্তরের কোর্স পড়ানো হয়। গত এপ্রিল মাসে পরীক্ষা হয়েছিল। যে ১২০ জন পড়ুয়ার উত্তরপত্র খোয়া গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই দক্ষিণ ২৪ পরগনার কলেজের ছাত্রছাত্রী। কলকাতার দু'টি কলেজের পড়ুয়ারাও রয়েছেন সেই তালিকায়। প্রত্যেকেই প্রথম বর্ষের পড়ুয়া।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, উত্তরপত্র হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে সিন্ডিকেটের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, যাঁদের উত্তরপত্র হারিয়েছে, তাঁদের দু'টি বিকল্প দেওয়া হবে। প্রথম বিকল্প; ওই পড়ুয়ারা যদি চান, আবার পরীক্ষায় বসতে পারেন। দ্বিতীয় বিকল্প; তাঁরা যদি নতুন করে পরীক্ষায় বসতে না চান, তবে প্রথম সেমিস্টারের যে বিষয় সবচেয়ে বেশি নম্বর থাকবে, তা সেই হারিয়ে যাওয়া খাতার নম্বর হিসাবে গণ্য হবে। যদিও এই সিদ্ধান্তে উপাচার্যের অনুমোদন মেলেনি।

উত্তরপত্র হারানোর বিষয়টি নিয়ে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি)। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অভিরূপ চক্রবর্তী বলেন, 'রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের নিয়োগ করা অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যস্ত। উনি ছাত্রছাত্রীদের কথা ভাববেন কখন? এই খাতা হারানোর নেপথ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় গাফিলতি রয়েছে। কলেজ খুললেই আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব।'

কালীপুজোর রাতে গ্রেপ্তার ২৯২, উদ্ধার ৫০০ কেজির বেশি বাজি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীপুজোর রাতে দেদার ফাটল নিষিদ্ধ বাজি। তার জেরে গ্রেপ্তার হয়েছে একাধিক। এদিকে কালীপুজোর আগেই বিবৃতি প্রকাশ করে কলকাতা পুলিশ জানিয়ে দিয়েছিল, সুপ্রিম কোর্ট এবং কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সবুজ বাজি ফাটাতে হবে। বাজি ফাটানোর সময়সীমাও উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত ৮টা পর্যন্ত ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল। তাদের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ বাজি ফাটানো এবং অভব্য আচরণ করার অভিযোগ রয়েছে। তবে রাত ১২টায় সেই গ্রেপ্তারির সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ২৯২-এ। পুলিশ জানিয়েছে, খারাপ আচরণের জন্য ১৭৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে তাঁরা। বাকি ১১৭ জন গ্রেপ্তার নিষিদ্ধ বাজি ফাটানোর কারণে। এছাড়া কালীপুজোর রাতে মোট ৫১৯.৭ কিলো নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কালীপুজো বা দীপাবলির রাতে শুধু ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত বাজি ফাটানো যাবে বলে জানিয়েছিল পুলিশ।

এদিকে বৃহস্পতিবার দেখা যায় নির্দিষ্ট সময়সীমার পরও বাজি ফেটেছে। তার মধ্যে সবুজ বাজি ছাড়াও যে নিষিদ্ধ বাজি ছিল তাও হলফ করে বলা যায়। বিভিন্ন আবাসন থেকে শুরু করে বড় রাস্তা, সব এলাকাতেই বাজির বাড়বাড়ন্ত দেখা গেছে প্রতিবারের মতো। তবে এবার পুলিশি নজরদারিও অনেক বেশি ছিল। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, চলতি বছর কালীপুজোর আগের সপ্তাহে নিষিদ্ধ বাজি রাখায় ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয় প্রায় চার হাজার কেজি নিষিদ্ধ বাজি। তারপর পুজোর দিন আবার এতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ছটপুজো এবং বড়দিনের আগের রাত ও নববর্ষের রাতেও কতক্ষণ বাজি ফাটানো যাবে, তার সময়সীমাও ইতিমধ্যে জানিয়েছে পুলিশ। ছট পুজোয় শুধু ভোর ৬টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত এবং বাকি দুই রাতে ১১.৫৫টা থেকে রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত বাজি ফাটানো যাবে।

বাজি ফেটে মৃত তিন শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার সন্ধ্যায় হাওড়ার উলুবেড়িয়ার বাণী তবলায় একটি পরিবারে বাজি পোড়াতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে তিনজন শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতদের নাম শ্রাবন্তিকা মিস্ত্রি (১১), ইশান ধারা (৩) ওমমতাজ খাতুন (৫)। জানা গিয়েছে, এদিন এই তিন জন শিশু এক সঙ্গে একটি বাড়ির উঠানে বাজি পোড়াচ্ছিল। হঠাৎ একজনের গায়ে ফুলঝুরি থেকে আগুন লেগে যায়। বাকি দুই জন আগুন নেভাতে গেলে তাদের গায়েও আগুন লাগে। যন্ত্রণায় তারা ছুটোছুটি করতে থাকায় বাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন। আগুন নেভাতে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়।

পাটুলিতে বোমা বিস্ফোরণ, জখম কিশোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীপুজোর মধ্যে কলকাতার পাটুলিতে বোমা বিস্ফোরণ। বল ভেবে বোমা নিয়ে খেলতে গিয়ে জখম এক কিশোর। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। পাটুলি থানার অদূরে একটি মাঠে বিস্ফোরণ হয়। বোমাটি মাঠেই পড়ে ছিল। বল ভেবে সেটি নিয়ে খেলতে গিয়ে ঘটনাটি ঘটেছে। জখম কিশোর নবম শ্রেণির ছাত্র বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। স্থানীয় এক যুবক বলেন, 'সাড়ে ১১টা নাগাদ বিস্ফোরণ হয়। আমরা কয়েক জন তখন মাঠের দিকেই যাচ্ছিলাম আড্ডা দিতে। হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দে গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে। আমরা দৌড়ে যাই। গিয়ে দেখি ছেলেটার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। কয়েক জন ওর চোখে-মুখে জল দিচ্ছে। তার পরেই ছেলেটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল।'

বিস্ফোরণের ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুজোর মধ্যে কে বা কারা মাঠে বোমা রেখে গেলেন, সেই প্রশ্ন উঠছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পাটুলি থানার পুলিশ।

চালু সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শুক্রবার থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে রোগী রেফার করার ব্যবস্থা চালু হলো। পরীক্ষামূলকভাবে বুধবার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে রোগী রেফারের প্রক্রিয়াটি হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখা হয়। এরপরে এদিন থেকে পুরোদমে শহরের পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কেন্দ্রীয় ভাবে রোগী রেফার করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

পাহাড়চূড়ায় পদপিষ্ট ১২

বেঙ্গালুরু, ১ নভেম্বর: দুর্গম পাহাড়ি পথে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মন্দিরে যাওয়ার পথে পদপিষ্ট হলেন পুণ্যার্থীরা। জানা গিয়েছে, কর্নাটকের চিকমাগালুরে দেবীরাম্মা হিল টেম্পলে যাওয়ার পথে অন্তত ১২ জন পুণ্যার্থী। উল্লেখ্য, সারা বছরে কেবলমাত্র দীপাবলির সময়েই খোলা থাকে পাহাড়চূড়োর এই মন্দির। ফলে উৎসবের মরশুমে ভক্তদের ঢল নামে সেখানে। জানা গিয়েছে, গত দুদিন ধরে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে চিকমাগালুরে। তবে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই মন্দিরে ভিড় জমান পুণ্যার্থীরা। তাদের মধ্যে ছিল বহু শিশুও। কিন্তু মন্দিরে যাওয়ার পথেই প্রবল ভিড়ের মধ্যে পুণ্যার্থীদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি লেগে যায়। তার জেরে পদপিষ্ট হন অন্তত ১২ জন।

-বিস্তারিত দেশের পাতায়

ধাক্কা খাচ্ছে শীত

নভেম্বরেও ঘামছে শহরবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গা পুজো, কালী পুজো চলে গেলেও শীতের আমেজ নেই শহর কলকাতায়। শীতের তো পাত্তাই নেই, উল্টে রাজধানী দিল্লি যখন উষ্ণতম অক্টোবরের সাক্ষী রইল, তখন কলকাতার তাপমাত্রাও নেহাত কম নয়। শুক্রবার ছিল নভেম্বর মাসের প্রথম দিন। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের রিপোর্ট বলেছে, এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। নভেম্বরে এত বেশি তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা।

অক্টোবর শেষে রেকর্ড বলছে, ৭৩ বছরে উষ্ণতম অক্টোবর দিল্লিতে। এবার অক্টোবরে দিল্লির সর্বোচ্চ তাপমাত্রার গড় ৩৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গড় ২১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দুই তাপমাত্রার নিরিখেই ১৯৫১ সালের পর উষ্ণতম অক্টোবরের সাক্ষী থাকল রাজধানী।

শুক্রবার কলকাতার যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, তা স্বাভাবিকের তুলনায় ৪ ডিগ্রি বেশি। এই সময় ২০ ডিগ্রির এর আশপাশে থাকার কথা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। শুধু নভেম্বর নয়, অক্টোবরে ২৪ ডিগ্রির নীচে নামেইনি কলকাতার তাপমাত্রা। এটাও খুব একটা স্বাভাবিক নয়। রেকর্ড বলছে, ২০২২ সালে ১৯.৬ ডিগ্রিতে নেমেছিল অক্টোবরের তাপমাত্রা।

আবহাওয়াবিদরা বলছেন, বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি, তাই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থেকেই যাচ্ছে। যেহেতু বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে এখনও জলীয় বাষ্প ঢুকছে, তাই হালকা মেঘ থাকছে। আর তার জেরেই রাতে তাপমাত্রা নামতে পারছে না। অন্যদিকে, উত্তর-পশ্চিম হাওয়াও সেভাবে ঢুকছে না। দিল্লির তাপমাত্রাই বলে দিচ্ছে, উত্তর ভারতে এবার সেভাবে ঠান্ডা পড়েনি এখনও। তাই হাওয়ার অভাবে শীতের আমেজ অনুভব করা যাচ্ছে না।

রেকর্ড ৩২০টি অগ্নিকাণ্ড

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর: আলোর উৎসবে পুড়ল রাজধানী। উৎসবে, আনন্দে যখন সবাই মুখর, সেই সময় রাতভর আগুন নেভাতেই ব্যস্ত দমকলকর্মীরা। দীপাবলির রাত ব্যস্ততায় ভরপুর রইল দিল্লির দমকল বিভাগের জন্য। ঘনঘন বাজল ফোন। আগুন লাগার খবর পেয়েই ইতিউতি ছুটলেন দমকলকর্মীরা। দীপাবলির রাতে দিল্লির ৩২০টি জায়গায় আগুন লেগে যায়। এতগুলো অগ্নিকাণ্ডের নজির নেই গত ১০ বছরে।

সাংবাদিককে কুপিয়ে খুন: মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশে ধর্মীয় বিদ্বেষ এতটাই চরমে পৌঁছেছে যে, তা থেকে রক্ষা নেই শাসক বিজেপির সংখ্যালঘু নেতারও। আর সেই বিদ্বেষের বলি হলেন এক নিরীহ সাংবাদিক। বাড়িতে ঢুকে কুপিয়ে খুন করা হল তাঁকে। চলল গুলি। বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে জখম হলেন বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের ওই নেতা।

প্রয়াত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বিবেক দেবরায়

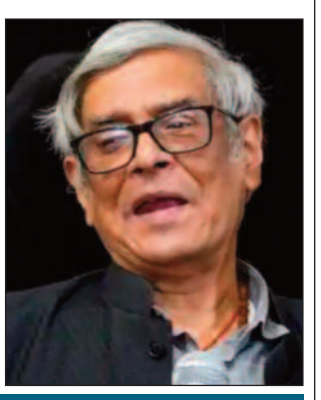

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর: প্রয়াত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বিবেক দেবরায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আর্থিক উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁর মৃত্যু বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। বিবেক দেবরায়ের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করে এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করেছেন মোদি। তিনি লিখেছেন, 'ড. বিবেক দেবরায় অত্যন্ত বিদ্বান মানুষ ছিলেন। অর্থনীতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ছিল তাঁর। কাজের মাধ্যমে তিনি ভারতের বুদ্ধিজীবী সমাজে বিশেষ রেখাপাত করেছেন।' প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেছেন, বিবেক দেবরায় শুধুমাত্র বিভিন্ন নীতি নিয়ে কাজ করেছেন তাই নয়, প্রাচীন বই নিয়েও তাঁর অনেক কাজ রয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন, যাতে যুবসমাজের হাতে সহজেই পৌঁছে যায় সেই সব প্রাচীন গ্রন্থ।

শোকপ্রকাশ মোদির

ফাঁসির সাজা

আগ্রা, ১ নভেম্বর: সাত বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর মাথা থেঁতলে খুনের অভিযোগ গ্রামের পাহারাদারের বিরুদ্ধে। আগ্রার এতমাদপুরের সেই ঘটনায় ১১ মাসের মধ্যে দোষীর ফাঁসির সাজা শোনাল পকসো আদালত। সঙ্গে এক লক্ষ ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। যা মৃত শিশুর পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হবে।

-বিস্তারিত দেশের পাতায়

কপিল শর্মার শোয়ের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি শ্রীজাতর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কপিল শর্মার শোয়ের বিরুদ্ধে মামলা করার হুঁশিয়ারি শ্রীজাতের। কবিগুরুর 'একলা চলো রে' গানটির কথা ব্যঙ্গাত্মক অঙ্গভঙ্গিতে প্রদর্শনের জন্য বেজায় ক্ষুব্ধ শ্রীজাত। সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভপ্রকাশ করে দীর্ঘ পোস্টও করেছেন তিনি। সেখানেই সাফ হুঁশিয়ারি দিয়ে দিলেন যে, দিন সাতেক সময় দিলাম। ক্ষমা না চাইলে কপিলের শোয়ের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করব। ইতিমধ্যেই বিশিষ্ট আইনজীবীর সঙ্গে কথা হয়েছে।

বলিউডের পর্দায় বাংলা ভাষা কিংবা সংস্কৃতিকে খাটো করে দেখানো নতুন নয়! সম্প্রতি 'ভুলভুলাইয়া ৩' তে বাঙালি ভূত 'মঞ্জুলিকা'র চরিত্র নিয়েও আপত্তি তুলে নেটপাড়ার একাংশ প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'বাঙালিরা তুকতাক, কালাজাদু করে, এই ভাবনা কবে যাবে?' এবার কাঠগড়ায় 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো'। হাস্যরসের উদ্রেক করতে গিয়ে তাল-জ্ঞান, কাল-পাত্র বিবেক বিসর্জন দিয়ে রীতিমতো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে মশকরা! আর যে ঠাট্টা-রসিকতায় মেতে ওঠেন শোয়ের সঞ্চালক তো বটেই এমনকী উপস্থিত তারকারাও। সেই প্রেক্ষিতেই কপিল শর্মার শোয়ের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দাগলেন শ্রীজাত। ফেসবুকে শ্রীজাত লেখেন, দিনপাঁচেক আগে নেটফ্লিক্সে 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো'-এর একটি নতুন পর্ব সংযোজিত হয়, যেখানে অতিথিদের মধ্যে অভিনেত্রী কাজল ও কৃতী স্যানন উপস্থিত ছিলেন। সেই পর্বের মাঝামাঝি সময়ে কপিলের এক সহকারী শিল্পী বা কৌতুকাভিনেতা কৃষ্ণা অভিষেক উপস্থিত হন এবং সম্ভবত কাজলকে বাঙালি বংশোদ্ভুত হিসেবে পেয়েই রবীন্দ্রনাথের একটি গানকে মশকরার সরঞ্জাম হিসেবে বেছে নেন। হঠাৎ তো বেছে নেননি, সেভাবেই চিত্রনাট্য সাজানো ছিল। ঠিক কী হয়েছে, কেমনভাবে হয়েছে, এখানে বিস্তারিত বলছি না। কিন্তু 'একলা চলো রে' গানটি নিয়ে কৃষ্ণা অভিষেক যে ব্যাঙ্গাত্মক অঙ্গভঙ্গি ও কথাবার্তার উদ্রেক করেছেন, তা সম্মান ও শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে বহুদূর চলে গেছে, অন্তত আমার চোখে। পর্বটি যথাস্থানে আছে, কেউ চাইলে দেখে নিতে পারেন, আর যাঁরা ইতিমধ্যেই দেখেছেন, তাঁরা ভালোই জানেন। এই কদর্য উপস্থাপনার বিরুদ্ধে আমি আমার লিখিত অভিযোগ ও আপত্তি জানালাম।

পুনরায় শুরু আবাস যোজনায় বাদ যাওয়া উপভোক্তাদের নামের তথ্যাদি যাচাই

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা আবাস যোজনা প্রকল্পে সমীক্ষায় যে সব উপভোক্তার নাম বাদ গিয়েছে রাজ্য সরকার পুনরায় তাদের তথ্যাদি যাচাই করার কাজ শুরু করেছে। এইজন্যে জেলা প্রশাসনের তরফে আধিকারিকদের প্রয়োজনে ওই উপভোক্তাদের বাড়িতে গিয়ে সরেজমিনে সব কিছু খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী তালিকায় যাদের নাম রয়েছে বর্তমানে তাদের অবস্থার কোনও পরিবর্তন না হলে বাড়ি তৈরির জন্যে প্রত্যেকে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা করে পাবেন বলে রাজ্য সরকার আগেই জানিয়েছে। এছাড়াও সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্তদেরও এই প্রকল্পে সহায়তা করা হবে।

ডিসেম্বর মাসে আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরির টাকা দেবে রাজ্য। তার আগে তালিকায় নাম থাকা সম্ভাব্য উপভোক্তাদের বর্তমান পরিস্থিতি সমীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করছে নবান্ন। প্রাথমিক তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের আবেদন পুনর্যাচাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মোট ১১টি কারণে বাতিল হয়েছে আবেদন। জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেল পর্যন্ত যাচাই পর্বের পরেও নাম বাদ পড়েছে প্রায় ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৪৫ জনের। তাঁদের মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষেরই আবেদন বাতিলের কারণ একটাই, পাকা বাড়ি। ইটের দেওয়াল ও পাকা ছাদ তৈরির জন্য নিয়ম অনুযায়ী তাঁরা আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরির টাকা পাওয়ার যোগ্য নন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টিকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার পক্ষপাতী। আবেদনকারীরা অযোগ্য কি না তা ফের সমীক্ষা করা হবে। অনেক ক্ষেত্রে কাঁচা বাড়িতে ইটের আংশিক গাঁথুনি বা ভিত থাকে। তাঁদের ছাড় দেওয়া হবে।

জানা গিয়েছে, শুধু পাকা ছাদ নয়, বাড়িতে তিন বা চার চাকার গাড়ি, তিন বা চার চাকার কৃষি সরঞ্জাম, পরিবারের কারও সরকারি চাকরি, মাসে ১৫ হাজার টাকা উপার্জন, আড়াই একরের বেশি চাষযোগ্য জমি থাকার কারণেও আবেদন বাতিল হয়েছে। পরিবারের কোনও সদস্য আয়কর দিলে সেজন্যও নাম বাদ গিয়েছে। ৩৬ লক্ষেরও বেশি আবেদন পুনর্যাচাই করা হবে। পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের তালিকা পুনর্যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেটা করা হচ্ছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF SURNAME

I, Miss SWATI JHANWAR, D/O Mr. Ajit Kumar Agrawal residing at 27, P.C. Ghosh Road, Panchanantalla Laketown, Block A, Kolkata-700048 have changed my name and shall henceforth be known as SWATI AGRAWAL as declared vide affidavit filed before the Notary Public at Bidhannagar dated 23.10.2024. SWATI JHANWAR and SWATI AGRAWAL, both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

সীমা ঘোষ, স্বামী অসীম ঘোষ, সাং ও পোষ্ট- দাদুপুর, থানা নাকাশীপাড়া, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১১৬২, A.D.S.R Bethuadahari Book-I Val No 1307-2024 Power No 4714 Page No 336789 to 336797 ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার রঘুনাথ ঘোষ, পিতা মৃত হেবল চন্দ্র ঘোষ সাং ও পোষ্ট - দাদুপুর, থানা নাকাশীপাড়া, জেলা নদীয়া, পিন ৭৪১১৬২, তপশীল মৌজা ৪৭ নং কাঁঠালবেরিয়া, খতিয়ান নং - এলআর ৭০১০ কুঃ, দাগ নং R.S ও L.R ৫৭, ৫৮, পরিমান ১৫০ শতকের মধ্যে ০১ শতক, ১১০ শতকের মধ্যে ০২ শতক, মোট ০৩ শতক জমি বিক্রয় করেন বাসুদেব সেন, পিতা মোহন সেন সাং ও পোষ্ট ঝাউডাঙ্গা, থানা পূর্বস্থলী, জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন ৭১৩৫১২, উক্ত জমির বিষয়ে কারো আপত্তি থাকলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে Bethuadahari A.D.S.R অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মতাবেক কার্য্য হইবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২রা নভেম্বর। ১৬ই কার্তিক। শনি বার। প্রতিপদ তিথী। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের র মহাদশা বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখবর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। । আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যোটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন। বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

(আজ শ্রী শ্রী অন্নকূট পুজো। গো পুজন।
শ্রী বালীদৈত্যরাজ পুজো। মহাবীর নির্বানন্দ ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একই পরিবারের তিন সদস্য নিখোঁজ, রহস্যময় ঘটনা হাওড়াতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: একই দিনে একই পরিবারের ননদ, বৌদি ও তার ৪ বছরের শিশু পুত্র রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হওয়াকে কেন্দ্র করে রহস্য তৈরি হল হাওড়ায়। ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার জগাছা থানা এলাকার উনসানির নতুন পাড়াতে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, গত ২৯ অক্টোবর থেকে রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়েছেন ননদ, মাসতুতো বৌদি ও তার ৪ বছরের শিশু পুত্র। নিখোঁজ সকলেই হাওড়ার জগাছা থানার অন্তর্গত উনসানি নতুন সানা পাড়া এলাকার বাসিন্দা। ননদ ইয়াসমীনা বেগম (১৫) নবম শ্রেণিতে পড়ে। ঘটনার দিন ওই নাবালিকার মা ডাক্তার দেখাতে কলকাতার একটি হাসপাতালে যান। বাড়িতে ফিরে দেখেন বাড়ির উনুনে ভাতের হাড়ি বসানো আছে, তাই দেখে তার প্রথমে মনে করেন মেয়ে হয়তো স্কুলে গেছে। যদিও মেয়ের বাড়ি ফেরার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও সে ফেরেনি। এরপর বিভিন্ন স্থানে তার খোঁজ না পেয়ে অবশেষে জগাছা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। ওই দিনই ওই নাবালিকার মাসতুতো বৌদি জমিলা বেগম (২৪) ও তার ৪ বছরের শিশু পুত্র নিখোঁজ হন বলেই পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে। জমিলার স্বামী শেখ মফিজউদ্দিন জানান, একই দিনে তার মাসতুত বোন ও তার স্ত্রী ও শিশু পুত্র নিখোঁজ হন। থানায় গিয়ে নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। এমনিতে তার স্ত্রীর সঙ্গে মাসতুতো বোনের ভালো সম্পর্ক ছিল, বাড়িতেও আসা যাওয়া করতো। প্রতিবেশী শেখ আহম্মদ হোসেন জানান, অনেকেই নাবালিকাকে স্কুলের পোশাকে দেখেছেন একই সঙ্গে, তাই কি ভাবে নিখোঁজ হল তাই নিয়েও ধন্দে পরিবারের সদস্যরা। ইয়াসমীনার পরিবার এই এলাকায় ভাড়া ঘরে থাকেন। বাড়ির বড় মেয়ে, তার একটি পুত্র সন্তান আছে। দর্জির সেলাইয়ের কাজ করেন মেয়েটির মা, বাবা রঙের কাজ করেন, তাদের আসল বাড়ি হাওড়ার আমতায়। এভাবে একইদিনে একই পরিবারের তিন সদস্যের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়ায়। গোটা ঘটনার তদন্ত ইতিমধ্যে শুরু করেছে জগাছা থানার পুলিশ।

২৮ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত 'সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ' পালন করছে মেট্রো রেলওয়ে। থিম হল 'জাতির সমৃদ্ধির জন্য অখণ্ডতার সংস্কৃতি'। সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সপ্তাহজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

'প্রতিটি অবলা জীব হোক দীর্ঘজীবী'

সারমেয়দের ফোঁটা দিলেন কবি ও সাহিত্যিক ঝর্ণা ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা :

ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা।
যম দুয়ারে পড়লো কাঁটা।।
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা।
আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।।

যমুনার হাতে ফোঁটা খেয়ে যম হল চিরজীবী। আমার হাতে ফোঁটা পেয়ে প্রতিটি অবলা জীব হোক দীর্ঘজীবী। মন্ত্রটা একটু অন্যরকম লাগল না? আসলে একরকম ভাই ফোঁটার সাক্ষী থাকল উত্তর কলকাতাবাসী। ভাই ফোঁটার আগেই পথের অবলা জীবদের ভাই ফোঁটা দিলেন কবি, সাহিত্যিক, গীতিকার ঝর্ণা ভট্টাচার্য। কিন্তু এমনতর ভাই ভাই ফোঁটার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, স্কন্দপুরাণে লেখা আছে যে এই দিনে যমরাজকে প্রসন্ন করলে উপাসক কাঙ্খিত ফল লাভ করেন। আমার যমরাজের কাছে প্রার্থনা আসন্ন কালী পুজো দীপাবলিতে এই অবলা জীবদের যেন কোনও বড় ক্ষতি না হয়। এরা সমাজের ভারসাম্য বজায় রেখেছে তা আমরা বার বার ভুলে যাই। তাই কালীপুজোর আগেই ওদের জন্য যমরাজের কাছে প্রার্থনা করলাম। গত বুধবার তিনি ৫০ জন পথের সারমেয় এবং বিড়ালের খাবারের ব্যবস্থা করেন এবং শব্দ বাজি আতস বাজিতে পশু পাখিদের কি ক্ষতি হয় তার জন্য সচেতনতা মূলক লিফলেট বিলি করেন।

আজ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: খরিফ মরশুমে চাষিদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহের কাজ শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে। এজন্য সব জেলাতেই কেন্দ্রীয় ক্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এবার খাদ্য দপ্তর ৭০ লক্ষ টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। স্থায়ী ক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় গাড়ি পাঠিয়ে ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্রের মাধ্যমেও ধান সংগ্রহ করা হবে। এর পাশাপাশি খাদ্য দপ্তর গ্রামীণ কৃষি সমবায় সংস্থা ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে অস্থায়ী শিবির খুলে চাষিদের কাছ থেকে ধান কিনবে বলে খাদ্য দপ্তর জানিয়েছে । চাষিদের কাছ থেকে ধান কেনার পর তা সরাসরি নথিভুক্ত রাইস মিলগুলির কাছে চাল উৎপাদনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে। খরিফ মরশুমে চাষিদের কাছ থেকে নভেম্বর মাস থেকে ধান কেনা শুরু করলেও কেনার কাজে গতি আসে ডিসেম্বর থেকে। কারণ নতুন ধান তখন বেশি পরিমাণে উঠতে শুরু করে। নভেম্বর মাসে নতুন ধান খুব কম পরিমাণে ওঠে। ধান কেনার বেশিরভাগটাই হয় ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে। প্রকৃত চাষির কাছ থেকে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ধান কেনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এবারও থাকছে। নাম নথিভুক্ত করা ও ধান বিক্রির সময় চাষির আধার বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে যাচাই করা হবে। নথিভুক্ত চাষিদের অনলাইনে আগাম বুকিং করে ধান বেচতে আসতে হবে।

আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার, ফের পদ্মাপাড়ে চাল রপ্তানি শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এ রাজ্যের চাল কল মালিকেরা ফের বাংলাদেশে চাল রপ্তানি শুরু করেছেন। মূলত এ রাজ্য থেকেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রে মোটা চাল রপ্তানি করা হয়। সেদেশে ক্ষমতা পালাবদলের পর নতুন সরকার চালের উপর ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ধার্য করে। যার ফলে চালের রপ্তানি বাণিজ্য পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে বসেছিল। বেঙ্গল রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী সভাপতি আব্দুল মালেক জানান, এই বিষয়টি নিয়ে তারা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। গত মাসে নবান্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকেও বাংলাদেশের সঙ্গে রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়। অবশেষে বহু আলাপ আলোচনা করার পর বাংলাদেশের তদারকি সরকার ওই আমদানি শুল্ক পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

কালীপুজো উপলক্ষে শতাধিক মানুষের হাতে চারাগাছ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা: প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের শিবরামপুর গ্রামের প্রিয়দর্শিনী ক্লাবের এবছরও শ্যামা পুজো অনুষ্ঠিত হল। ২৫ বছরের এই শ্যামা পুজো উপলক্ষে বিশেষ আকর্ষণ ছিল এলাকার মানুষদের হাতে চারা গাছ তুলে দেওয়া। তাই নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন ব্যবস্থাপনায় প্রায় শতাধিক মানুষের হাতে বিভিন্ন প্রজাতির চারা গাছ তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশনের অন্যতম সদস্য বিদ্যুৎ তিওয়ারি, উপস্থিত ছিলেন অমিত মান্না, সমীর সাহা, পুজো কমিটির সম্পাদক শুভেন্দু দাস, গৌরহরি, পাটলা সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। সুন্দরবন ক্রমশ তার মাধুর্য হারাচ্ছে। আয়লা থেকে শুরু করে আমফান, বুলবুল, যশ, ফনী এইসব সুপার সাইক্লোন সুন্দরবনের গাছপালা যেভাবে নষ্ট করেছে তার আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন এনজিও থেকে শুরু করে সরকারি ভাবেও প্রতিবছর হাজার হাজার গাছ লাগানো হচ্ছে। তাই ব্যতিক্রমী নয় এই শিবরামপুরের প্রিয়দর্শিনী ক্লাব।

বাঘের হাত থেকে বাঁচতে পুলিশের হাতে ধরা দিল নাবালককে যৌন নিগ্রহে অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গলের হাত থেকে বাঁচতে পুলিশের হাতেই ধরা দেওয়া শ্রেয় মনে করল পলাতক অভিযুক্ত। পলাতক এই অভিযুক্ত অলোক ঘরামির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল নাবালককে যৌন নিগ্রহের। সূত্রে খবর, অলোক ঘরামি পেশায় এক নাচের শিক্ষক। তবে গ্রেপ্তারি এড়াতে কলকাতা থেকে পালিয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনে। কিন্তু পুলিশের তাড়া খেয়ে শেষমেশ সুন্দরবন থেকে সোজা কলকাতায় ফের ফিরে আসেন। এরপরই দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরের গোপালনগর থেকে গ্রেফতার করা হয় অলোক ঘরামি ওরফে অলোক দে নামে ওই ব্যক্তিকে।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় কিশোর, কিশোরীদের নাচ শেখাত শিক্ষক অলোক। লেক এলাকার গোবিন্দপুর রোডের বাসিন্দা অলোক ওই অঞ্চলেরই একটি জায়গায় নাচ শেখানোর সময় দশ বছরের বালককে 'টার্গেট' করে। অভিযোগ, অলোক ওই নাবালক ছাত্রকে নিজের এক বান্ধবীর বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানেই তার যৌন নিগ্রহ করে। এখানে শেষ নয়। পরবর্তী সময়ে যৌন নিগ্রহের জন্য ওই ছাত্রকে অলোক বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যায়। একইসঙ্গে সে হুমকি দেয় বলেও অভিযোগ। এসব ঘটনার জেরে বাড়িতে ফেরার পর থেকে আতঙ্কে ছিল ওই নাবালক। বেশ কিছুদিন ধরে ছেলের মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখে মায়ের সন্দেহ হয়। তিনি বার বার জিজ্ঞাসা করার পর ওই নাবালক ভেঙে পড়ে পুরো ঘটনাটি মাকে জানায়। তিনি দক্ষিণ কলকাতার লেক থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পকসোয় মামলা দায়ের হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করে। কিন্তু বেগতিক বুঝে কলকাতা থেকে পালায় অলোক। বন্ধ করে দেয় মোবাইল। শুধু মাঝেমধ্যে মোবাইল থেকে টাকার লেনদেন করতে থাকে সে। অলোক তার কুকুর এক মহিলাকে রাখতে দেয়। সেই কারণে তাঁকে টাকা পাঠায় সে। ওই লেনদেনের সূত্র ধরে পুলিশ জানতে পারে যে, সুন্দরবন এলাকায় পরিচিতদের বাড়িতে থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে। এরপর সুন্দরবন অঞ্চলে পৌঁছে যায় পুলিশ। কিন্তু এক বা দু'দিনের বেশি কোথাও থাকেনি অলোক। সম্প্রতি তার পরিচিত নাচের একটি দল সুন্দরবনের সজনেখালিতে পৌঁছে যায়। ওই টিমের সঙ্গে সজনেখালিতেও কয়েকদিন গিয়ে থাকে অলোক। পরে সে পুলিশকে জানায়, সুন্দরবনের বাঘের জঙ্গলের কাছে গ্রামে থাকার সময় একাধিকবার বাঘের হুঙ্কার শুনতে পেয়েছিল। সেই আতঙ্কে রাতে ঘুমোতেই পারত না। অলোক জানত, পুলিশ তাকে খুঁজছে। তাই ভেবেচিন্তে বাঘের থাবার চেয়ে পুলিশের হাতে দেওয়াই শ্রেয় বলে মেনে নেয় সে। শেষে পুলিশের তাড়া খেয়ে কলকাতায় পালিয়ে আসে। এরপরই কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২ নভেম্বর ২০২৪, ১৪ কার্তিক, শনিবার

জোড়াবাগান খুনের রহস্যের কিনারা

মায়ের সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্ক মানতে-না পেরে খুন, আটক নাবালক হত্যাকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জোড়াবাগানে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুনের কিনারা করল পুলিশ। ঘটনায় আটক করা হয়েছে এক নাবালককে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এলাকায় অভিজিৎবাবু পরিচিত ছিলেন এলআইসি এজেন্ট এবরং 'পায়রাবাবু' নামে। এই নাবালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, মৃত অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মায়ের 'পরকীয়া'র সম্পর্ক মেনে নিতে না পেরে সে একাই খুনের পরিকল্পনা করে। সেইমতো কালীপুজোর দিন জোড়াবাগানে তাঁর বাড়িতে গিয়ে ছুরি দিয়ে ১১ বার কুপিয়ে খুন করে বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পারে পুলিশ। তার পর ওই ব্যক্তির হার, আংটি, মোবাইল ছিনতাই করে নিয়ে পালিয়ে যায় নাবালক। সেই মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন দেখেই তাকে নদিয়া থেকে আটক করে পুলিশ। তার কীর্তিতে রীতিমতো তাজ্জব দুঁদে তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে জানা

যাচ্ছে, 'পায়রাবাবু' ওরফে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এলআইসি-র কাজের সূত্রে আলাপ হয় নদিয়ার চাপড়ার বাসিন্দা এক মহিলার। ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন এজেন্ট। মাঝেমধ্যে ওই মহিলা জোড়াবাগানে তাঁর বাড়িতে আসতেন। কখনও অভিজিৎবাবুও চাপড়ায় মহিলার বাড়িতে যেতেন। এই যাতায়াত নজরে পড়ে মহিলার নাবালক পুত্রের। মায়ের হাবভাব নিয়ে সে আপত্তি জানায়। কিন্তু মা ছেলেকে গুরুত্ব দেননি। অভিজিৎবাবুর সঙ্গে 'পরকীয়া' চালিয়ে যান।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, ছেলে হুমকি দিয়েছিল যে এর বদলা সে নেবে। সেইমতো একাই পরিকল্পনা করে বৃহস্পতিবার নাবালক চাপড়া থেকে কলকাতায় আসে। সঙ্গে ছিল একটি ছুরি। এরপর অভিজিৎবাবুর বাড়িতে ঢুকে তাঁর উপর হামলা চালায়। বাড়িতে আরও একটি ছুরি সে কোপানোর কাজে লাগায় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন দেখে নাবালককে আটক করার পর পুলিশ জানতে পারে, মৃতের মাথায় ৯ বার কোপ মারা হয়। তিনি তা আটকাতে গেলে দুই হাতেও দু'বার কোপানো হয়।

এসবের জেরে ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। তা বুঝতে পেরে নাবালক তাঁর শরীর থেকে হার, আংটি খুলে নিয়ে যায়। সঙ্গে মোবাইলটিও হাতিয়ে নেয়। আর এই মোবাইলই ছিল পুলিশি তদন্তের মূল সূত্র। নদিয়ায় ফিরে নাবালক মোবাইল অন করার সঙ্গে সঙ্গে টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে পুলিশ তার অবস্থান জানতে পারে। শুক্রবার চাপড়া থেকে তাকে আটক করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না, তা জানতে নাবালককে জেরা করছে পুলিশ।

মানুষের সমস্যা জানতে রাজভবন থেকে শুরু 'আপনা ভারত-জাগতা বেঙ্গল' কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'দুয়ারে সরকার'-এর আদলে এবার রাজভবন থেকে চালু হচ্ছে 'আপনা ভারত, জাগতা বেঙ্গল'। যদিও একে কোনওভাবেই দুয়ারে সরকারের 'কপি-পেস্ট' বলতে রাজি নন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।। এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল স্পষ্ট করেই জানান, 'মানুষ নিজের সমস্যার সম্পর্কে আমাকে জানাবেন। সেই কারণেই মানুষের পাশে যাচ্ছি, মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছি। আমি অন্য কারও কোনও প্রকল্পের কপি করছি না।'

একইসঙ্গে এদিন বোস আরও বলেন, 'আমার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই।' এদিকে সাম্প্রতিক অতীতে উপাচার্য নিয়োগ থেকে শুরু করে রাজ্যে নারী সুরক্ষার প্রশ্নে রাজভবন-নবান্ন দড়ি টানাটানি দেখেছে বাংলা। সেখানে তাঁর এই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যে নতুন করে চর্চা রাজনৈতিক মহলে। তবে এদিনও ফের একবার বাংলার প্রতি তাঁর আনুগত্য, টান, ভালবাসার কথা বলতে দেখা যায় বোসকে। বলেন, 'শেষ দু'বছরে বাংলার মানুষের কাছ থেকে আমরা অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। আমি অনেক কিছু শিখেছি। কিন্তু দিতে পেরেছি অল্প। আমার যতটুকু করার ছিল, তার তুলনায় অল্প করেছি। এটা আমাকে আরও অনেক কিছু করতে উদ্বুত করেছে। আমাকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার শিক্ষাও দিয়েছে।'

রাজভবন সূত্রে খবর, এক মাস ধরে চলবে রাজ্যপালের এই নয়া কর্মসূচি। রাজ্যপালের নয়া এই কর্মসূচিতে দৈনন্দিন জীবনে নানা সমস্যা, সেগুলির মোকাবিলা করে বাংলার বিকাশের লক্ষ্যেই এই নয়া উদ্যোগ বলে রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে। এই নয়া কর্মসূচি থেকে মানবপাচার বিরোধী, মাদকের অপব্যবহার বিরোধী, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশুদের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা, যুবদের অংশগ্রহণ, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক উদ্যোগের উপর জোর দিতে চাইছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

সূত্রের খবর, রাজ্যজুড়ে মোট ২৫০টি জায়গা পরিদর্শন করবেন রাজপাল। রাজ্যের বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া এলাকায় যাবেন। একইসঙ্গে বিভিন্ন কলেজ এবং স্কুল ক্যাম্পাস পরিদর্শন করবেন। মত বিনিময় করবেন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে। এছাড়াও, গভর্নরের গোল্ডেন গ্রুপ, গভর্নরের স্কলারশিপ স্কিম, গভর্নর'স অ্যাওয়ার্ড স্কিম চালু করতে চলেছেন রাজ্যপাল বোস। 'অভয়া প্লাস' নামে মেয়েদের জন্য আত্মরক্ষামূলক কোর্সও চালু করতে চলেছেন বোস।

অন্যদিকে, বঙ্গ রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে আবাস যোজনা নিয়ে। কারণ, একাধিক জায়গা থেকে নানা অনিয়মের অভিযোগও উঠেছে। রাজনৈতিক মহলেও চলছে চাপানউতোর। এ প্রসঙ্গে এদিন বোস বলেন, 'এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার পর বিষয়টি আমি খতিয়ে দেখব। আমি তো অনেক কিছু বিষয় নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিই।'

পাঁচ মেডিক্যাল কলেজে পরীক্ষামূলক ভাবে চালু সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার থেকে কলকাতার পাঁচটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হল সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম। পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে শুক্রবার থেকে পরীক্ষামূলকভাবে দেখা হবে কয়েকটি বেড কী ভাবে রেফারেন্স সিস্টেমে কাজ করে।

এদিকে সূত্রে খবর, তবে এখনই সবকটি মেডিক্যাল কলেজে ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড প্রকাশ্যে আনা হচ্ছে না। সাধারণত প্রত্যেকটি মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সি বিভাগের পাশেই এই ডিসপ্লে বোর্ড লাগানো থাকবে, যেখানে কোনও হাসপাতালে কত বেড খালি আছে সেটা জানা যাবে।

ষষ্ঠদ্বশ অর্থ কমিশনের স্বাস্থ্য খ াতে আর্থিক অনুদান পেতে ন্যাশানাল হেল্‌থ মিশন জেলাশাসকদের পরিকাঠামোগত বাজেট প্রস্তাব তৈরির নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য। কেন্দ্রের নির্দেশ মেনেই স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকদের কনসালটেশন রুম, বিশ্রাম কক্ষ,

শৌচালয়, অপারেশন থিয়েটর, লিফট, হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসা প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের জন্য উপযুক্ত র‍্যাম্প ও অন্যান্য সুবিধার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠাতে বলা হয়েছে।

রাজ্য সরকার কমিউনিটি হেল্‌থ সেন্টারের পাশাপাশি সেন্ট্রাল রেফারেল ইউনিটের পরিকাঠামো তৈরির জন্য উপযুক্ত প্রস্তাব দিতে বলা হয়েছে জেলা শাসক ও জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিকদের।

এই ধরনের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চব্বিশ ঘণ্টা চিকিৎসা পরিষেবা চালু রাখতে ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সহায়কদের জন্য কোয়ার্টার তৈরির বাজেট সহ বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে জানাতে হবে এই ধরনের কোয়ার্টার কতগুলি তৈরি করতে হবে।

পুরনিয়োগ মামলার অন্যতম সাক্ষীর মৃত্যু, ধাক্কা ইডি-সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড় ধাক্কা দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের। কারণ, এই মামলায় মৃত্যু হল অন্যতম প্রধান সাক্ষীর। সূত্রে খবর, মৃত্যু হয়েছে পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে অন্যতম অভিযুক্ত অয়ন শীলের ঘনিষ্ঠ প্রমোটার শমীক চৌধুরীর। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সল্টলেকের বাড়িতেই মৃত্যু হয় অয়নের। শমীক অয়ন শীলের ব্যবসার অংশীদারও ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ইডি ও সিবিআই-এর কাছে এই শমীক-ই ছিলেন অন্যতম প্রধান সাক্ষী।সিবিআই-এর চার্জশিটেও নাম ছিল শমীকের। চার্জশিটের ২১ নম্বর পাতায় শমীক চৌধুরীর উল্লেখ করা হয়েছে। সিবিআই-এর দাবি, পুর নিয়োগ মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত অয়ন শীলের দুই এজেন্টের মাধ্যমে বেশ কয়েক জন চাকরি পেয়েছিলেন। অয়নের বন্ধু এবং এজেন্ট ছিলেন শমীক। ১০-১২ জনকে বিভিন্ন পুরসভায় চাকরি দিয়েছেন। শমীক 'মিডলম্যান' হিসাবেও কাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে। গত বছরের ২০ মার্চ ইডির হাতে গ্রেপ্তার হন নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত প্রাক্তন তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ প্রোমোটার অয়ন।

মৃত্যু হয়েছে পুরনিয়োগ দুর্নীতিতে অন্যতম অভিযুক্ত অয়ন শীলের ঘনিষ্ঠ প্রমোটার শমীক চৌধুরীর। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সল্টলেকের বাড়িতেই মৃত্যু হয় অয়নের। শমীক অয়ন শীলের ব্যবসার অংশীদারও ছিলেন।

প্রসঙ্গত, অয়নের গ্রেপ্তারের পর থেকেই 'গায়েব' হয়ে যান শমীক চৌধুরী ওরফে বাপ্পা। 'এবিএস ইনফ্রাজোন' নামে অয়নের একটি সংস্থার ডিরেক্টর পদে নাম ছিল শমীকের। ইডি-র দাবি, চাকরির নামে টাকা তোলার যে অভিযোগ উঠেছে অয়নের বিরুদ্ধে, এই কারবারে তাঁর সঙ্গী ছিলেন শমীক।

তন্ময়ের পাশে দাঁড়ালেন বাড়ির এক মহিলা সদস্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মহিলা সাংবাদিকের আনা 'হেনস্তা'-র অভিযোগে ইতিমধ্যেই তন্ময় ভট্টাচার্যকে সাসপেন্ড করেছে সিপিএম। তাঁর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে তৃণমূলও। 'ঘরে-বাইরে' তিনি যখন চাপের মুখে সেই সময় পাশে পেলেন নিজের বড় বউদি দীপিকা ভট্টাচার্যকে। দীপিকা দেবী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, মহিলা সাংবাদিক সাক্ষাৎকার নিতে আসার দিন তিনি সেই ঘরেই ছিলেন এবং তন্ময়ের বিরুদ্ধে তোলা যাবতীয় অভিযোগ মিথ্যে বলেও জানান তিনি। এরই পাশাপাশি তন্ময়ের বড় বউদি দীপিকা ভট্টাচার্য 'ওই ইন্টারভিউয়ের জন্য আমিই তন্ময়কে ঘুম থেকে তুলেছিলাম। ওই সাংবাদিককে চা দিয়েছিলাম। ওই তরুণী অসম্ভব কথা বলছেন। মুখে কোনও কথা ইয়ার্কির মতো করে বলা আলাদা বিষয়। কিন্তু কোলে বসা নিয়ে তিনি যে দাবি করেছেন তা অসত্য।' পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, ওই দিন ওঁরা আমার চোখের সামনেই ছিলেন। ওই সাংবাদিক এর আগেও বহুবার আমাদের বাড়িতে এসেছেন তন্ময়ের ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য। বড় কথা ওই তরুণী সাংবাদিকের সঙ্গে তাঁর ক্যামেরাম্যান ছিলেন। যদি সত্যিই এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটে থাকে তখন তিনি

কী করছিলেন তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। আমাদের বাড়ির জানালা দরজা সবটাই খোলা ছিল। রাস্তার উপর আমাদের বাড়ি। কোনও কিছুই গোপন রাখার নেই।'

উল্লেখ্য, বর্ষীয়ান বাম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ এনেছিলেন এক মহিলা সাংবাদিক। তাঁর অভিযোগ ছিল, সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে তন্ময় তাঁর কোলে বসে পড়েছিলেন। ফেসবুক লাইভে এই গোটা ঘটনাটি জানানোর পর বরাহনগর থানায় অভিযোগও দায়ের করেন তিনি। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে তন্ময়কে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে পুলিশ।

ইতিমধ্যেই তাঁকে দল সাসপেন্ড করেছে, সেই কথা রবিবারই জানিয়েছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তন্ময়ের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ খ তিয়ে দেখছে সিপিএম-এর ইন্টারনাল কমপ্লেন কমিটি (আইসিসি)। এই কমিটির উপরেই নির্ভর করছে সিপিএম-এ তন্ময়ের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। রাজনৈতিক মহলের একাংশের কথায়, 'এই ঘটনায় দলের পদক্ষেপ এবং বিরোধীদের নিশানায় জোড়া চাপের মুখে পড়েছেন তন্ময়।' এই প্রেক্ষাপটে দাড়িয়ে তাঁর হয়ে এবার সওয়াল করতে শোনা গেল পরিবারের প্রবীণ সদস্যাকেই।

বাজিবাজারের শেষদিনে মন্দা ব্যবসা, আক্ষেপ আতসবাজির ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাজিবাজারের শেষদিনে মন্দা ব্যবসার আক্ষেপ। গত বছর ৮ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করা সম্ভব হয়েছিল। এবছর ওই টার্গেট দ্বিগুণ ছিল। কমপক্ষে ১৫ হাজার কোটি টাকা। এ পর্যন্ত হিসেব না হলে ও অন্তত ১২ হাজার কোটি টাকায় গিয়ে পৌঁছবে

বলে ধারণা ব্যবসায়ীদের।

সারা বাংলা আতসবাজি ব্যবসায়ী সমিতির চেয়ারম্যান বাবলা রায় এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, প্রথমত, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব এবং দ্বিতীয়ত তিনদিন পর মেলা শুরু হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যবসাতে এবছর মন্দা রয়েছে। ১২৫ ডেসিবেল এর নিচে এমন আতসবাজি বেচাকেনা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ৬৯ শতাংশ তামিলনাড়ু থেকে আমদানি করা হয়ে থাকে। বাংলার উৎপাদন ২০ শতাংশ রয়েছে। শিবকাশি, হরিয়ানা, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ বিহার থেকেও তো আতসবাজি এ রাজ্যে নিয়মিত সরবরাহ হয়। তবে, বাংলাতে সবুজবাজি তৈরি হয়। তুবড়ি, রঙ মশাল, ইলেকট্রিক ওয়্যার ও চরকি তো রয়েছেই। গত বছর এ সব কিনতে খরিদ্দারদের ৬০০ টাকা খরচ হলে এবছর তা বেড়ে হয়েছে ৭০০ টাকার মতো। তবে, মনে রাখা দরকার কালী পটকার চেন ও দোদমা বন্ধ। চকলেট বোমা পাওয়া যায় ১২৫ ডেসিবেল এর নিচে।

তাঁদের লড়াই শেষ হবে না বা শ্লথ হবে না, জানালেন আন্দোলনের প্রতিবাদী এক মুখ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যে লড়াই তাঁরা শুরু করেছেন তা যে শ্লথ হয়ে পড়বে না, এটাও স্পষ্টত জানালেন আরজি কর কাণ্ডের আন্দোলনের অন্যতম প্রতিবাদী মুখ আসফাকুল্লা নাইয়া। একইসঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি এও বলেন, পড়তে বসতে হবে, না হলে যে অনেকটা পিছিয়ে পড়তে হবে! জীবনের পথ থেকেও, আন্দোলনের অভিমুখ থেকেও। তাই কিছুদিন দেখ া মিলবে না তাঁদের কয়েকজনের। প্রসঙ্গত, গত ৩ মাস ধরে অন্য কলকাতাকে দেখা গেছে এই জুনিয়র ডাক্তারদের জন্য। ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতালে যে নৃশংস ঘটনা ঘটেছিল তারপর থেকে তাঁরা রাস্তায়। ক্রমাগত লড়াই করে চলেছে একটা গোটা সিস্টেমের বিরুদ্ধে। দফায় দফায় সরকারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তাও সুরাহা মেলেনি। পথে নেমে হেঁটেছেন, ধর্না করেছেন, লালবাজার, স্বাস্থ্যভবন, নবান্ন অভিযান করেছেন, সবশেষে আমরণ অনশন কিন্তু থামানো যায়নি তাঁদের। তবে এবার অল্প কয়েকদিনের জন্য প্রতিবাদের লাইনের সামনের সারি

থেকে সরে আসছেন মাত্র কয়েকজন। কারণ পরীক্ষা আসছে, পড়তে হবে। আসফাকুল্লা তাঁর ফেসবুক পোস্টে লেখেন, 'সামনে এমএস, এমডি পরীক্ষা। আমাদের কয়েকজনকে পড়াশোনা করতে বসে পড়তে হল। হয়তো বেশ কয়েকজনকে বেশ কয়েকদিন দেখ তে পাবেন না কিন্তু আন্দোলন চলছে এবং চলবে এটা ভুলে যাবেন না। যাদের পরীক্ষা এখনই নেই তারা এবং আপনারা মিলে এ যুদ্ধ এগিয়ে নিয়ে যাবেন আশা রেখে পড়তে বসলাম।' জুনিয়র ডাক্তারের কথায়, সঠিক শিক্ষা না থাকলে সঠিক প্রতিবাদ করা যায় না।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছিলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। সেই বৈঠকের পর কিছু দাবি সরকারের কাছে মান্যতা পেলেও অনেক দাবিই পায়নি। তবে হাল না ছেড়ে আন্দোলনের আরও ঝাঁঝ বাড়িয়ে 'দ্রোহ কার্নিভাল' থেকে শুরু করে অনশন সবকিছু করেছেন ডাক্তাররা। এই সময়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের আন্দোলন বা অনশন থেকে সরে আসার বার্তা দিয়েছিলেন। মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের পরীক্ষার কথা। কিন্তু ডাক্তাররা তখন নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসেননি। এখন কয়েকজন আন্দোলনে অনড় থাকলেও পরীক্ষার জন্য আগামী কয়েকদিন প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবাদে থাকতে পারবেন না। আসফাকুল্লা সোশ্যাল পোস্টে এও উল্লেখ করেন, অনেকে তাঁদের নিয়ে অনেক ব্যঙ্গ, তামাশা করেছেন। কিন্তু তাঁরা তাতে পাত্তা দেননি। অনেকে অনেক বড় বড় অভিযোগও এনেছেন, তাঁরা গুরুত্ব দেননি। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, কোনও চেয়ারের ভয়ে কেউ তাঁদের বিচারের পথ থেকে নড়াতে পারেনি, পারবে না। কিন্তু সামনে যেহেতু পরীক্ষা এবং তাতে ভালো ফল করে বিচারের দাবিকেই আরও জোরাল করতে হবে, সেই কারণে কয়েকজন কিছুদিনের জন্য কার্যত আন্দোলনের পথ থেকে একটু সরছেন। পরীক্ষা মিটলেই ফের গর্জে উঠবেন তাঁরা।

তিলোত্তমাদের নিরাপত্তায় ফ্রি ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবির

উদ্যোগে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মামলা পুনর্বিচার মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ফ্রী ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবির চালু করেছে 'ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মামলা পুনর্বিচার মঞ্চ'। প্রাথমিকভাবে এই প্রশিক্ষণ স্কুল, কলেজ এবং বিভিন্ন ক্যারাটে অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মঞ্চের কনভেনর ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী জানান, নারীদের আত্মরক্ষা শিক্ষার এই প্রয়াস রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নয়, বরং এটি একটি সামাজিক সমস্যার সমাধান হিসেবে দেখা হচ্ছে। চন্দ্রচূড় গোস্বামীর বক্তব্য, আমরা ডক্টর তিলোত্তমা ও অন্যান্য নির্যাতিতাদের বিচার চাইছি। তবে শুধুমাত্র দোষারোপের রাজনীতির মাধ্যমে নয়, মহিলাদের আত্মবিশ্বাস ও প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের এই উদ্যোগ।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন ক্যারাটে প্রশিক্ষক হ্যান্সি বিজয় সাও, সেন্সি অ্যাডভোকেট পারিজাত দাস এবং সমাজসেবী অনামিকা মণ্ডল। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের 'তেজস্বিনী প্রজেক্ট' এবং কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের 'নেহেরু যুব কেন্দ্রের' সহযোগিতা চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছে। ডক্টর গোস্বামী বলেন, আমরা মহিলাদের এমনভাবে প্রশিক্ষিত করতে চাই যাতে তারা নিজেরাই আত্মরক্ষায় সক্ষম হয় এবং আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করতে পারে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য অপরাধহীন সমাজ ব্যবস্থা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। মঞ্চের এই উদ্যোগ রাজ্যের বিভিন্ন স্তরে প্রশংসা কুড়িয়েছে, এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছে যাতে কলকাতায় আরও বেশি সংখ্যক মহিলা আত্মরক্ষার জন্য ক্যারাটে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন।

সম্পাদকীয়

শব্দমাত্রা ৯০ থেকে বেড়ে ১২৫ ডেসিবেল হলেও চলছে দৌরাত্ম্য

পুজোর আগে নিয়মমাফিক ধরপাকড় সত্ত্বেও নিষিদ্ধ বাজির ব্যবহারে রাশ টানা যাচ্ছে না, বুঝতে হলে রাজপথ ছেড়ে গলিঘুঁজির দিকে চোখ ফেরানো জরুরি। কখনও অস্থায়ী দোকানে, কখনও বৈধ দোকানের আড়ালে, এমনকি সাধারণ মনিহারি দোকানের পিছনেও নিষিদ্ধ বাজি বিক্রি হয়। এই বাজি রোধে উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলিতে কড়া নজর রাখা প্রয়োজন ছিল। সেই কাজ বিশেষ এগোয়নি। বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, সবুজ বাজির পাশাপাশি চটজলদি লাভের লক্ষ্যে নিষিদ্ধ বাজি উৎপাদনও চালিয়ে যাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। এই কুচক্রের মূলে আঘাত না করলে কোনও দিনও শব্দতাণ্ডব হ্রাস পাবে না। প্রশ্ন হল, এ কাজ করবে কে? দীর্ঘ দিন ধরে চলা এই চক্রের হদিস পুলিশ-প্রশাসন জানে না, এমনটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তা সত্ত্বেও কার অঙ্গুলিহেলনে তারা সারা বছর যথেষ্ট তৎপর থাকে না, খুঁজে বার করা জরুরি। আরও জরুরি বাজি বৈধ কি না, তা জানার জন্য যে সংস্থাগুলি দায়িত্বপ্রাপ্ত, উৎসবের পর্বটিতে তারা অদৃশ্য হয়ে যায় কোন মন্ত্রবলে? যাঁরা নিষিদ্ধ বাজির পক্ষে অর্থনীতির যুক্তি তুলে আনেন, তাঁদের জানানো প্রয়োজন, অসংখ্য জীবন বাজি রেখে কোনও আর্থিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া বাস্তববুদ্ধির পরিচায়ক নয়। আলোর উৎসবের পিছনে থাকা অন্ধকার ঘাঁটলে দেখা যায় অবৈধ বাজি প্রস্তুত করতে গিয়ে বিস্ফোরণে বহু প্রাণ অকালে ঝরেছে, অঙ্গহানি হয়েছে, অসুস্থ অবস্থায় কর্মহীন হয়েছেন আরও অনেকে। অথচ, বাজি ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আনা দূর, গত বছর বাজির শব্দমাত্রা ৯০ ডেসিবেল থেকে বাড়িয়ে ১২৫ ডেসিবেল করে দেওয়া হল। বাজি, বিশেষত শব্দবাজি ব্যবহারে কিছু সংখ্যক মানুষের উৎকট আনন্দ লাভ ভিন্ন কারও কোনও কল্যাণ সাধিত হয় না। বরং, অগণিত মানুষের হার্টের, ফুসফুসের সমস্যা বাড়ে, পশু-পাখিদের সীমাহীন অস্বস্তির সৃষ্টি হয় এবং দূষিত পরিবেশ আরও খানিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য যে রাজ্যে প্রশাসন স্বয়ং নিষিদ্ধ বাজির ব্যবসাকে কিছু জনের 'দুষ্টামি' ভিন্ন অন্য কিছু ভাবে না, সেই রাজ্যের কাছে এর চেয়ে অধিক কিছু আশা করা বৃথা।

শব্দবাণ-৮৯

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সমিতি ৩. রোগ, ব্যাধি ৫. ওগো কাজল —হরিণী ৬. বিষ, গরল ৭. আবদার ৯.ইঞ্জিনিয়ার ক্রিকেটার ১১. অমঙ্গল, উৎপাত ১২. ঢেউ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. জনসমাজ ২.ব্যাপার, যা ঘটে ৩. শূদ্র ৪. সংবাদ, বার্তা ৭. ভালো কাজে জানাতেই হয় ৮. অনাদায়ী ৯.বাচাল, বখাটে ১০. সমাধি।

সমাধান: শব্দবাণ-৮৮

পাশাপাশি: ২. কেদারনাথ ৩. কুমতলব ৬. মণিকাঞ্চন ৭.পাহারাদার।

উপর-নীচ: ১. সরগরম ২. কেলিকুঞ্চিকা ৪. তখনকার ৫. বলবত্তর।

জন্মদিন

আজকের দিন

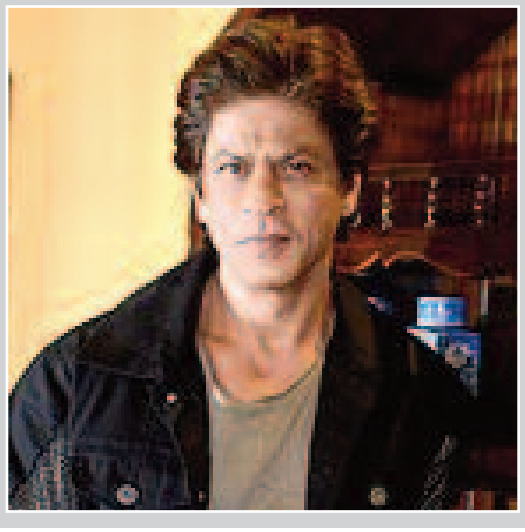

শাহরুখ খান

১৯৪১ *বিশিষ্ট সাংবাদিক অরুণ শৌরীর জন্মদিন।*
১৯৬৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শাহরুখ খানের জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ঈশা দেওলের জন্মদিন।*

জয় কালী কলকাত্তাওয়ালি

তন্ময় সিংহ

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ , এই তেরো পার্বণের অন্যতম বড় পার্বণ এবং বাঙালির দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব হলো কালী পূজা। সারা বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে কালীপূজো হলেও, বছরের এই সময় দুর্গা পূজার পরের অমাবস্যায় মূলত প্রধান উৎসবটি হয়। দুর্গাপূজা তার ব্যাপকতার কারণে বিপুল খরচের কারণে কিছুদিন আগে পর্যন্তও মূলত কিছু বড় এলাকা নিয়ে হলেও, কালী পূজো হতো পাড়া কে কেন্দ্র করে। প্রত্যেক পাড়ার সাথে প্রত্যেক পাড়ার কালীপূজাকে ঘিরে লড়াই ছিল দেখার মত। বাঙালির সমস্ত মহাপুরুষেরা সাধক থেকে বিপ্লবীরা মা কালীর আরাধনায় বিভিন্ন সময়ে ব্রত থেকেছেন। রামপ্রসাদ ,বামাক্ষ্যাপা থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণদেব তাদের জীবনে মা কালীর মহিমা সারা ভারতে বিশেষত সমস্ত বাঙালিদের মধ্যে প্রচার করেছেন। কলকাতা জুড়ে শ্যামা কালী আর কালো কালীর পূজার এই ব্যাপক প্রচলনের জন্যই কবে রসিক জনেরা বলে গেছে 'জয় কালী কলকাত্তাওয়ালি, জোরসে বোলো আর বাজাও তালি'।

অসীম শক্তির প্রতীক মা কালী, সেই শক্তিকে আবদ্ধ রাখার সাধ্য কোনো বস্ত্রের মধ্যে নেই, তাই তিনি দিগম্বরী। এই ত্রিনয়না দেবী মা কালী আসলে দেবী মহামায়ার চন্ড রূপ। অসুর রক্তবীজের সেনাবাহিনীকে প্রচন্ড যুদ্ধে পরাজিত করে, দেবতাদের স্বর্গরাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে প্রচন্ড বিজয় নৃত্য শুরু করেন মা কালী। তখন সৃষ্টি স্থিতিকে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে স্বয়ং মহাদেব শুয়ে পড়েন মা কালীর পায়ের নিচে। পায়ের নিচে স্বামীকে পড়ে থাকতে দেখে লজ্জিত হন দেবী এবং জিভ কাটেন তিনি। গলায় চারদিকে অসুরদের কাটা মুন্ডি সহ এলোকেশী দিগম্বরী রূপে পায়ের নিচে শিবকে নিয়েই পূজিত হন বাংলায় মা কালী। দেবী কালীর মোট আটটি রূপ থাকলেও, যেহেতু রামকৃষ্ণদেব কৃষ্ণ কালী রূপে দেবীর আরাধনা করেছিলেন, তাই সারা বাংলায় এর ব্যাপক প্রসার আছে। কলকাতার মধ্যে মূলত বড় কালী মন্দির গুলির মধ্যে মা সতীর একান্ন পীঠের অন্যতম কালীঘাট এখানে দেবীর চারটি আঙ্গুল পড়েছিল এবং কালী পূজার দিন দেবীর লক্ষ্মী রূপের আরাধনা করা হয়। অন্যদিকে রানী রাসমনির প্রতিষ্ঠা করা ভবতারিণীর মন্দির অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির ছিল রামকৃষ্ণদেবের লীলাক্ষেত্র। এছাড়াও বিখ্যাত কবিয়াল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির প্রতিষ্ঠা করা বউবাজারের কালী, বিখ্যাত তান্ত্রিক উদয়নারায়ণের প্রতিষ্ঠা করা ঠনঠনিয়া কালি এবং রঘু ডাকাতের প্রতিষ্ঠা করা কাশিপুরের কৃপাময়ী কালী মন্দির এবং চিত্তেশ্বর রায় অর্থাৎ চিতু ডাকাতের চিৎপুরের চিত্তেশ্বরী কালী মন্দির, করুনাময়ী কালী মন্দির কলকাতার প্রাচীনতম পূজো গুলির মধ্যে অন্যতম। এছাড়াও মা সতীর অন্যতম সতী পীঠ তারাপীঠ কে নিয়ে সাধক বামাক্ষ্যাপার আরাধনা সারা বাংলা জুড়ে কালী পূজার ব্যাপক প্রচলন করেছে। হালিশহরের সাধক রামপ্রসাদের কালী সাধনা এবং তার শ্যামা সংগীত গুলি আমাদের আজও মুগ্ধতা জাগায়। বাঙ্গালীদের কালী পূজার ইতিহাস জানতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হয় নবদ্বীপের তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দের সময়ে যিনি প্রথম প্রতিমা তৈরি করে কালীপূজা করেন তার আগে আম্রপটে কালী পূজা হতো। এই অষ্টাদশ শতকেই নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কালীপূজাকে জনপ্রিয়তা দেন। উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার বড় বড় জমিদার বাড়িতে কালী পূজার প্রচলন হয় এবং সাধক রামকৃষ্ণদেব, বামাক্ষ্যাপা, কমলাকান্ত ও রামপ্রসাদের জন্য বাংলাতে কালী পূজা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

'মন রে কৃষিকাজ জানো না। এমন মানব-জমিন রইলো পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা।। কালীনামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না। সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না।।'

সাধক রামপ্রসাদ আর তার শ্যামা সংগীত বাংলার কালী পূজার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তান্ত্রিকদের ও ডাকাতদের পূজিত দেবীকে বাংলার ঘরে ঘরে মা ও মেয়ে রূপে পৌঁছে দেয়ার জন্য এই শ্যামা সংগীত গুলির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। রঘু ডাকাতের নরবলি দিতে যেয়ে রামপ্রসাদের জায়গায় মা কালীকে দেখা এবং ভক্তিপথে পরিবর্তিত হওয়া রামপ্রসাদের মহিমার অন্যতম কীর্তি। হিসেবের খাতায় শ্যামা সংগীত লেখা রামপ্রসাদ নিজের গ্রামে ফিরে এসে পঞ্চমুন্ডির আসনে দেবীর সাধনা করে দর্শন পান তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রসহ, নবাব সিরাজদৌল্লা সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন বলে শোনা যায়। মা কালী কে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে গিয়ে তার সাথে গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়া রামপ্রসাদের শ্যামা সংগীত গুলি আজও কালী পূজার অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে আপামর বাঙালিকে মুগ্ধ করে।

'মানুষই দেবতা গড়ে তাহার কৃপার পরে করে দেব মহিমা নির্ভর'

আমাদের জীবনে আমরা সব সময়ই মহিমান্বিত আরাধ্যদের আরাধনা করতে ভালোবাসি। সব সময় মনে হয় তাদের আশীর্বাদ আমাদের জীবনে মঙ্গল নিয়ে আসবে। সাধক বামাক্ষ্যাপা তারাপীঠের মা তারা কে নিয়ে আরাধনা করেছিলেন। তারাপীঠের মহা শ্মশানে কখনো বামাচরন জ্বলন্ত চিতার কাছে বসে থাকতেন, কখনো বাতাসে কথা বলতেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ মনে করত ক্ষ্যাপা আস্তে আস্তে তার নাম বামাচরণ থেকে হয়ে যায় বামাক্ষ্যাপা। প্রচলিত ধ্যানধারণের বাইরে মায়ের পূজা করার জন্য তাকে তৎকালীন পুরোহিত সমাজের বিরোধিতার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু মায়ের অপার মহিমা এবং বারবার তার ডাকে আবির্ভূত হয়ে সেখানকার রানীকে নির্দেশ দিয়ে, তিনি বামাকে স্বাধীন করেছিলেন তার পূজো করার জন্য। বামাক্ষ্যাপা কখনো মায়ের প্রসাদ নিজে খেয়ে কখনো আবার মায়ের মালা নিজে পরে, আরাধনা করতেন এবং তারই মহিমায় দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে তারাপীঠের কথা। আজও মৃত্যুর একশ বছর পরেও তারাপীঠে বছরে কোটি কোটি মানুষের সমাগম হয় এবং এই তীর্থক্ষেত্রটি মহিমান্বিত হয়ে আছে সাধক বামাক্ষ্যাপার সাথে।

'যদি তুমি মনের মধ্যে অহংকার কালো মেঘ পুষে রাখো, স্বয়ং ঈশ্বরও আলোর পথ দেখাতে পারবে না।'

ওই সময়ই হুগলির কামারপুকুর থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছয় বিখ্যাত সাধক রামকৃষ্ণ দেব। জাগতিক শিক্ষায় তার কোন আগ্রহ না থাকলেও সাধন মার্গে তার ছিল অপার ভক্তি। মাত্র উনিশ বছর বয়সে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের পূজারী নিযুক্ত হয়ে তিনি দীক্ষিত হন। গদাধরের নাম বদলে হয়ে যায় সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংস। প্রচলিত পথের পরিবর্তে তিনি তার মত করে দেবীর পূজা করতে থাকেন এবং দেবীর সাথে তার সাক্ষাতের কথা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে এবং জীবদ্দশায় তিনি সাক্ষাৎ কিংবদন্তিতে পরিণত হন। অল্পদিনের মধ্যেই প্রচলিত ধর্মীয় পথ ছেড়ে তিনি সহজে মানুষের কাছে প্রচার করতে থাকেন দেবীর মাহাত্ম্য। স্ত্রী সারদা দেবীকে তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করেন এবং জগদম্বা রূপে পূজা করেন। সরল সাধারণভাবে ধর্মকে সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি লোকগুরু হিসেবে বিখ্যাত হন। নাটকের জগৎ থেকে ধর্মীয় জগত এবং স্বামী বিবেকানন্দের মত বিখ্যাত শিষ্যদের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জগতে তিনি হিন্দু ধর্মকে নতুন দিশা দেখান। ক্ষ্মযত মত তত পথক্ষ্ম মা কালী সাধকের অন্যতম সহজ জীবন যাপনের উপাদান আজও আমাদের পথ দেখায়।

'সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র আমরা তন্ত্রে চলি।
তুমি যেমন রাখো তেমনি থাকি, যেমন বলাও তেমনি বলি।'

মৃন্ময়ী কালী মূর্তিতে বেল কাঁটা দেওয়ার সাথে সাথেই রক্ত বেরোতে দেখিয়েছিলেন সাধক কমলাকান্ত। বর্ধমানের বোরহাটের মন্দির সেই থেকেই কমলাকান্তের কালীমন্দির নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। কথিত আছে মৃত্যুর আগে গঙ্গা দেখতে চান বলে মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল গঙ্গার জল সেই জল এখনো বাধা আছে এই কালীবাড়িতে। রাজাকে সুরাপাত্র থেকে ঢেলে দুধ পান করার কথা এবং অমাবস্যায় চান দেখানোর কথাও প্রচলিত আছে এই সাধক কমলাকান্ত কে ঘিরে এবং মন্দিরটিকে ঘিরে।

কলকাতার পাথুরিঘাটার বিখ্যাত কালীবাড়ি, যেখানে সাবেকি মেজাজে আজও দেবীর আরাধনা হয়ে আসছে, এই পূজার উদ্যোক্তা ও প্রথম সভাপতি ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। বাঙালি বিপ্লবীদের আনাগোনা এবং গোপন মিটিং এর জায়গা ছিল এই কালীবাড়ির ব্যায়াম সমিতি। ইংরেজ বাজারে পতিত হয় দশভুজা কালী, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজিতে বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য দেবীর শক্তিরূপের আরাধনা করেন বিপ্লবী কমল কৃষ্ণ চৌধুরী। পুরুলিয়ার ঝলদার শিলফোড় পাহাড়ের কালী আরাধনার সাথেও জড়িত আছে বিপ্লবীদের ইতিহাস। আবার বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর সাথে সম্পর্ক থাকার কথা শোনা যায়, মেদিনীপুর শহরের কর্নেলগোলার কালী মন্দিরের। এই শহরের লালদিঘির কেওড়াতলা কালীমন্দির বিপ্লবীদের চারণভূমি ছিল। মা কালীর পূজোর মাধ্যমে শৌর্য আর সাধনা ও বীরত্বের পাঠ নেয় অগ্নিযুগের বিপ্লবী থেকে একবিংশ শতাব্দীর সামাজিক মাধ্যমে থাকতে অভ্যস্ত বাঙালি। পূজার উপাচার ও উৎসবে যুক্ত হয়েছে হরেক নতুনত্ব

সাধনার পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই আজকের দিনে কালীপূজাকে ঘিরে মূলত আলো এবং বাজির রোশনাই। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে কালী পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বাজি। যদিও আমরা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কালীপূজা উপলক্ষে বাজির ব্যবহার বা বাংলা জীবনে বাজির ব্যবহারের খুব একটা ব্যবহার দেখা যায় না। বাজির প্রদর্শনের দিকে মূলত বাঙালির ঝোঁক আসে কালীপুজোর সাথে আলোর সম্পর্কের জন্যই। বুড়িমার চকলেট বোমা ফাটায়নি এমন বাঙালি সত্যিকারের বিরল। তবে বর্তমানে পরিবেশ দূষণ ও বিভিন্ন কারণে শব্দবাজি ছেড়ে সবুজ বাজি র নজর দিচ্ছে হুজুগে বাঙালিরা। কালীপূজার সঙ্গে পাঁঠা বলি, পটকা ফোটানো আর মদ্য পানের কোনো শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা নেই। তবে অনেক সময় মাংসাহার নিয়ন্ত্রণের জন্য এই পাঁঠাবলি প্রথা চালু হয়েছে বলে অনেকে ব্যাখ্যা করেন। তবে মূলত ভোজনবিলাসী, আওয়াজসর্বস্ব বাবুরা নিজ গরজে এমন প্রথা চালু করেছেন বলে মনে হয়। তবে কালী পূজার সাথে জবা ফুলের সম্পর্ক গভীর। মা কালী স্বয়ং শক্তির প্রতি এবং জবার লাল রং শক্তি ও শৌর্যের প্রতীক। তাই কালী পূজা জবা ফুল ছাড়া হয় না।

'বল্ রে জবা বল্-
কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল'

এই শ্যামা সঙ্গীতের রচয়িতা কোন হিন্দু মহাপুরুষ কিম্বা সাধক নন। এরকম অসংখ্য শ্যামা সংগীত রচনা করেছিলেন নজরুল ইসলাম। মা কালীর পূজাতে শুধুমাত্র যে হিন্দু ধর্মের মানুষে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা নয় মুসলমান সমাজের মধ্যেও মা কালীর প্রভাব আমরা দেখতে পাই। মুসলমানদের সুফি সাধকদের মধ্যেও কালী পূজার ব্যাপক প্রভাব আমরা দেখতে পাই, যেমন পাভাগড়ে সাদন শাহ এবং ইটাওয়াতে সৈয়দ বাবার মাজার। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের সময় কালীঘাটে কালী মায়ের সামনে স্বদেশী আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার শপথ নেওয়া হাজার হাজার মানুষ তৎকালীন ইংরেজ ভাইসরয় লর্ড কার্জন কে ভীত করেছিল। পাশ্চাত্য বিভিন্ন দেশে আমরা তাই কালীপূজার ভয়াল রূপটি দেখতে পাই। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া জুড়ে কালী পূজার প্রভাব আছে, সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ও কালীপূজা ও তন্ত্র সাধনা হয় কিন্তু তারপরেও পশ্চিমবঙ্গের কালীপূজা সারা বিশ্বে অনন্য।বিশেষত শহর কলকাতায় নামে দর্শনার্থীর ঢল। 'কালী কলকাত্তাওয়ালি'র নানা অবতারেরই যে দেশজোড়া খ্যাতি!

বাংলাদেশের ভবিষ্যত কি?

সুবল সরদার

বাংলাদেশ আমাদের ভ্রাতৃপ্রতীম প্রতিবেশী রাষ্ট্র । এই পরিচিত প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে এখন কত অপরিচিত লাগে! রাষ্ট্র আছে, জনগণ আছে কিন্তু আইন নেই। আইনের অনুশাসন না থাকলে কেমন রাষ্ট্র হয় বর্তমান বাংলাদেশকে দেখে তাই মনে হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন দিয়ে শুরু হয় পরে হাসিনা খেদাও আন্দোলন। দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাধ্য হয় দেশ ত্যাগ করতে এবং ভারতে আশ্রয় নিতে। আন্দোলনের রূপ-রেখায় কোন গণতান্ত্রিক চেতনা বোধ নেই তাদের মধ্যে, অথচ তারা ছাত্র। ছাত্র আন্দোলনের নামে চূড়ান্ত অরাজকতা , নৈরাজ্যের শাসন যাকে বলে।

শেখ হাসিনা দেশ ত্যাগের পর তদারকি সরকারের মাথায় বসেন প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মহম্মদ ইউনুস। ছাত্ররা ছাত্র আন্দোলন জানেন কিন্তু রাষ্ট্রবাদী কি করে হবেন? সে অভিজ্ঞতা তাদের কোথায়? তাই ক্ষমতার অলিন্দে থেকে মনে যা আসছে তাই বলতে শুরু করছেন। এমন আবোল-তাবোল বক্তব্যে ভারত সরকার কখনো প্রতিক্রিয়া জানায় না। তদারকি সরকারের পরিচালিত সদস্যদের নানা বিভ্রান্তিকর মন্তব্য এবং সর্বপরি ভারত বিরোধিতা করা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এমন দিশেহারা সরকারকে ভারত কখনো স্বীকৃতি দেয় না। ভারত বিরোধী শ্লোগান , ভারতীয় দ্রব্য বয়কট করার ফলে দ্রব্যমূল্য এখন আকাশ ছোঁয়া। জনগণ সীমাহীন দুঃখ ,কষ্ট ,জ্বালা ,যন্ত্রণার মধ্যে বেঁচে আছে। আমাদের সহোদর রাষ্টের এমন দুর্দশা দেখে ভারতীয় হিসাবে দুঃখ লাগে। ভারত বিরোধীতার কোন কারণ না থাকলেও ধর্মীয় কারণ আছে যা অন্ধ করে তুলেছে। ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়ে তেমন কোন বিরোধ নেই তবুও হুমকি দেয় তারা সেভেন সিস্টারের অস্তিত্ব বিলীন করে দেবে। আমেরিকার এই পুতুল সরকারের হাত থেকে বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিন দ্বীপ নিয়ে তারা সামরিক বাহিনীর ঘাঁটি গড়তে চায় । তাদের অস্তিত্ব এখন চ্যালেঞ্জের মুখে।

তাদের নিজেদের মধ্যে মুষল পর্ব শুরু হয়েছে। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায়, উন্মাদনায় উন্মত্ত। একটা মলিন কাপড়ের শত ছিন্নর মতো বর্তমান বাংলাদেশের সরকার। এখন এই জাতি বাঙালির ভাবতে লজ্জা লাগে। এরা কখনো আমাদের প্রতিবেশী হয়! ভাবি এমন সোনার বাংলা কেমন করে এমন একটা বিশৃঙ্খলা জাতির জন্ম দেয়?

এখন ল এন্ড অর্ডার কখনো প্রতিষ্ঠা করা যায়? বাংলাদেশর বিচারপতিগণ এখন কয়েদখানায়। কে বিচার করবেন? গণভবনে আক্রমণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্তি ভাঙচুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি ভাঙচুর- পুলিশের কোন ভূমিকা নেই। থানায় কোন কেস রেজিষ্টার হয় নি। কোন মামলা হয়নি। আইন শৃঙ্খলা নেই, কোর্ট নেই এমন একটা দেশে পরিণত হয়েছে। আমাদের রাজ্যে নেতা নেত্রীদের দ্বন্দ্ব মেটাতে কোর্ট আছে কিন্তু সেদেশের কোর্টের ভূমিকা এখন শূন্য। খন্ডযুদ্ধ, মারপিট, অগ্নিসংযোগ, গোলাগুলি, হিন্দু নিধন একটা বর্বরতা বিরাজ করছে সর্বত্র। সংবিধান বলে কোন বস্তু আছে বলে মনে হয় না। তদারকি সরকার প্রশ্ন তুলছেন কীসের স্বাধীনতা, কীসের সংবিধান? তাই তারা মুক্তি যুদ্ধের কথা ভুলে যায়।

এমন একটা দিশাহারা জাতির নেতৃত্ব দেবে কে? ইতিহাস ভুলো এই জাতি কেউ কারোর নেতৃত্ব মেনে নিতে চায় না।

বর্তমানে ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ হয়েছে। তারা কোন ছাত্র আন্দোলন, সমাবেশ করতে পারবেনা। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর পদ ত্যাগ চাই বলে জল্পনা চলছে। অন্যদিকে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন এমন কোন পদত্যাগ পত্র পাওয়া যাচ্ছে না। সেনা প্রধান ওয়াকার উজ্জামান বলেছেন কোন ছাত্র আন্দোলনে কেউ গুলিবিদ্ধ হোক তিনি চান না বলে দেশ ত্যাগ করেছেন। আওয়ামীলীগের বক্তব্য ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস সরকার অবৈধ। কে কার বিচার করবে? বিচারপতি থেকে আমজনতা এখন ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এখানে এখন কারোর নিরাপত্তা নেই।

এমন ডামাডোল পরিস্থিতি থেকে ভারত পারে বাংলাদেশকে বাঁচাতে যেমন করে ভারতের সহযোগিতায় বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ একটা বাফার স্টেট। দুটো বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র রাষ্ট্র । সেখানে এখন ব্যানানা সরকার চলছে। স্বাধীনতা চাই কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষার্থে তাদের কূটনৈতিক কৌশলী নীতি দেখা যায় না। ভারতের পূর্ণ সহযোগিতা চাই, বিরোধিতা নয় তবে বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা আগের মতো ফিরে আসবে।

বাংলাদেশে এখন তিনটে সম্ভবনা আছে (১) সম্রাজ্যবাদের হাত ধরে আমেরিকার পুতুল সরকার হয়ে নৈরাজ্যবাদে বিলীন হবে? (২) সেনার হাতে ক্ষমতা যাবে? সেনাপ্রধান এরশাদের শাসনকালের ভয়ঙ্কর দিনের কথা স্মরণ করা যায়। (৩) গনতান্ত্রিক চেতনাবোধ ফিরে আসবে, একটা গনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে? আমেরিকার কূটনৈতিক রণকৌশল, সিপিএমের প্ররোচনা, ধর্মীয় উদ্মাদনা নিপাত যাক। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই ২৪ ঘন্টা ধর্মীয় উষ্মা, ভারত বিদ্বেষী চিন্তার গরম নিঃশ্বাস ফেলছে ভারতের ঘাড়ে যা এক কথায় অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্ক্ষিত।

ঈশ্বর কাছে প্রার্থনা করি তাদের গনতান্ত্রিক চেতনাবোধ ফিরে আসুক এবং মানব সভ্যতার অনুসরণকারী হয়ে উঠুক। রূপে রসে ,-গন্ধে -রূপসী বাংলা আবার সোনার বাংলাদেশ হয়ে উঠুক। ও আমার সোনার বাংলা তোমার পরে ঠেকাই মাথা। বাংলা,বাংলা ভাষার গৌরবে দু'বাংলা গৌরবান্বিত হয়ে উঠুক।

ভিজে কাপড় মেলায় বিবাদে মারধর পিস্তল উঁচিয়ে গুলি চালানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বাইকে রাখা ভিজে কাপড় থেকে জল পড়াকে কেন্দ্র করে বচসা ও বিবাদ। তার থেকেই প্রতিবেশী এক পরিবারের তিন সদস্যকে মারধর করার পাশাপাশি পিস্তল উঁচিয়ে গুলি চালানোর অভিযোগ ওপর এক পড়শির বিরুদ্ধে। কালীপুজোর পরের দিন শুক্রবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আসানসোল কুলটি থানার শাঁকতোড়িয়া ফাঁড়ির অন্তর্গত শীতলপুর ৪ নং এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

পিস্তল উঁচিয়ে গুলি চালিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগের ঘটনায় এলাকার বাসিন্দারা যথেষ্ট আতঙ্কিত। আক্রান্ত পরিবারের সদস্যদের দাবি, একাধিক রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে। খবর পেয়ে শাঁকতোড়িয়া ফাঁড়ির পুলিশ এলাকায় আসে। আক্রান্ত পরিবারের সদস্যদের অভিযোগের ভিত্তিতে এই ঘটনার

আটক করা হয় অভিযুক্ত সঞ্জীব শর্মা প্রতিবেশীকে। একটি ভিডিওতে তাকে পিস্তল হাতে দেখা যায়।

জানা গিয়েছে, কুলটির শীতলপুর ৪ নং এলাকায় থাকেন কালিচরণ রাম। তার প্রতিবেশী হলেন পেশায় পণ্ডিত বা পুরোহিত সঞ্জীব শর্মা। এদিন সকালে বাড়ির বাইরে ভিজে কাপড় মেলেন কালিচরণ রামের স্ত্রী রাজকুমারী রাম। সেখানে সঞ্জীব শর্মার ছেলে সিন্টু শর্মার মোটরবাইক দাঁড় করানো ছিল। ভিজে কাপড় থেকে সেই মোটরবাইকে জল পড়ছে বলে সিন্টু শর্মা রাজকুমারী রামকে কাপড় সরিয়ে নিতে বলেন। অভিযোগ, সেই সময় সিন্টু রাজকুমারীদেবীর ওপর লাঠি নিয়ে চড়াও হয়ে, তাঁকে মারধর করেন। তাতে তাঁর হাতে চোট লাগে। এরপর কালিচরণ রাম বাইরে এলে, তাঁর সঙ্গেও বচসা হয়। তাঁকেও লাঠি দিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁর বাঁহাত জখম হয়।

শর্মা দম্পতির সঙ্গে ছিলেন তাঁর ছেলে আয়ুষ রাম। অভিযোগ, এই ঝগড়া ঝামেলার মধ্যে সিন্টু শর্মার বাবা সঞ্জীব শর্মা বাড়ির ভেতর থেকে হাতে পিস্তল বার করে বাইরে আসেন। আয়ুষ রামের দাবি, প্রতিবেশী সঞ্জীব শর্মা তাঁকে লক্ষ্য করে দু' রাউন্ড গুলি চালিয়েছেন। যদিও, তাঁর গায়ে ওই গুলি না লাগায়, তিনি অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে যান। আশপাশের লোকেরা ততক্ষণে সেখানে জড়ো হয়ে যান। অভিযোগ, গুলি চালানোর পরে সঞ্জীব শর্মা রাস্তার পাশে জলা জায়গায় পিস্তল ফেলে দেন।

খবর পেয়ে শাঁকতোড়িয়া ফাঁড়ির পুলিশ এলাকায় আসে। গুলি চালানোর অভিযোগে ওই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। পরে পুলিশ পিস্তল উদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালায় বলে জানা গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। পড়শি পরিবারের সদস্যরা বলেছেন, ওই ব্যক্তি গুলি চালিয়েছে। পিস্তলের খোঁজ করা হচ্ছে।

মেদিনীপুরে বিজেপি ও তৃণমূল অফিসে ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মেদিনীপুর শহর সংলগ্ন ধর্মা এলাকায় বিজেপির মণ্ডল কার্যালয়ে ভাঙচুর চালিয়ে জিনিসপত্র পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, অফিসের টিনের দেওয়াল ভেঙে ভেতরে ঢুকে নির্বাচনী ফ্লেক্সগুলি ছিঁড়ে ও বেশ কিছু জিনিসপত্র ভাঙচুর করে পাশের জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

শহরের ধর্মা এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে টিন দিয়ে তৈরি এই মন্ডল কার্যালয় থেকেই নিজেদের কাজকর্ম পরিচালনা করেন বলে মন্ডল নেতৃত্বের দাবি। জেলা সহ সভাপতি শংকর গুছাইত বলেন, 'কালীপূজার রাতে কেউ বা কারা এই কার্যালয়ে টিনের দেওয়াল ভেঙে ভিতরে ঢুকে সমস্ত জিনিস ভাঙচুর করে তছনছ করেছে। টিভি চুরি গিয়েছে। ভেতরে থাকা ফ্লেক্স, কাগজপত্র ও সমস্ত আসবাব ভাঙচুর করে কিছু জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কিছু পাশের জলাশয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এসব তৃণমূলের লোকেরাই করে থাকবে। আমরা পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করছি।'

তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করে জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা বলেন, 'বিজেপি কর্মীদের নিজেদের গণ্ডগোলের জেরে এই ঘটনা ঘটে থাকবে। ওই এলাকায় অনেক সিসিটিভি রয়েছে। আমাদের দলের কোনও কর্মী এই ঘটনায় জড়িত প্রমাণ করতে পারলে দল থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।' জেলার চন্দ্রকোনা টাউন থানার রাইলা গ্রামে তৃণমূলের বুথ কার্যালয়ে দলীয় পতাকা খুলে দেওয়া এবং ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, বিজেপির লোকজন এই ঘটনায় জড়িত। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বদের দাবি, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলেই নিজেদের কার্যালয় ভাঙচুর হয়েছে। দু'টি ঘটনাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

SBI
এসবিআই রামরাজাতলা শাখা (০১৩৫৯)
রাম চরণ শেঠ রোড, রামরাজাতলা, হাওড়া: ৭১১১০৪
ই-মেল: sbi.01359@sbi.co.in
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রী সুজয় দত্ত, যিনি **এসবিআই রামরাজাতলা শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) **(০৮.১১.২০২৪) বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ **(১১.১১.২০২৪)** বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুজয় দত্ত

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারাট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১১.১১.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ১৮.৭৪০ নিট ওজন ১৬.৮৫০	১টি নেকলেস ২টি ঝুমকা পাসা

তারিখ: ০২.১১.২০২৪, স্থান: রামরাজাতলা — অনুমোদিত অফিসার,স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF ZENFER MARKETING PVT. LTD.

1.	Name of corporate person	ZENFER MARKETING PVT. LTD.
2.	Date of incorporation of corporate person	06th February, 1996
3.	Authority under which corporate person is incorporated /registered	Registrar Of Companies, West Bengal
4.	Corporate identity number / limited liability identity number of corporate person	U24121WB1996PTC077051
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate person	GD-179, Salt Lake Sector-III, Kolkata-700091, West Bengal.
6.	Liquidation commencement date of corporate person	30th October, 2024
7.	Name, Address, Email Address, Telephone number and the registration number of the liquidator	Sudipta Ghosh 8, N. N. Mukherjee 3rd Lane, Uttarpara, Hooghly - 712258, **sudipta_ghosh08@yahoo.com** Ph: +91-9230823033, 7003384289 IBBI/IPA-001/IP-P00484/2017-18/10872
8.	Last date for submission of claims	29th November, 2024

Notice is hereby given that the Zenfer Marketing Pvt. Ltd. has commenced voluntary liquidation on 30th October, 2024.
The stakeholders of Zenfer Marketing Pvt. Ltd. are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 29th November, 2024, to the liquidator at the address mentioned against item 7.
The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sudipta Ghosh,
Liquidator
Zenfer Marketing Pvt. Ltd.
IBBI/IPA-001/IP-P00484/2017-18/10872

Date : 02.11.2024
Place : Kolkata

পান্ডুয়ায় বৃন্দাবনের প্রেম মন্দির, স্বপ্নের উড়ান, একটুকরো রাজস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শক্তি আরাধনায় মেতে উঠেছে গোটা রাজ্য। বাদ যায়নি হুগলির পান্ডুয়া। বারাসত, নৈহাটির পাশাপাশি কালীপুজোর সুনাম রয়েছে পান্ডুয়াতে। বৃন্দাবনের প্রেম মন্দির, স্বপ্নের উড়ান থেকে এক টুকরো রাজস্থান আলোকসজ্জা ও প্রতিমাতেও নজর কেড়েছে। যা দেখতে জেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে দর্শনার্থীদের ভিড় নামে পান্ডুয়ায়। এই ব্লকে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ২০০টি পুজো হয়। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে ৪৬টি পুজো করা হয়।

গত কয়েক বছর ধরে থিমের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে পুজো কমিটিগুলি। প্রতিবছরই আলো, প্রতিমা থেকে মণ্ডপসজ্জায় থাকে অভিনবত্বের ছোঁয়া। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ৬৭ বছরে পান্ডুয়া প্রগতি সংঘ বৃন্দাবনের প্রেম মন্দিরের আদলে মণ্ডপ নির্মাণ করে চমক দিয়েছে দর্শনার্থীদের। মণ্ডপ নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে কাপড়, থার্মোকল, ফোম, বাঁশ বেটম। মণ্ডপে প্রবেশ করলেই দেখা যাবে চারপাশে রয়েছে বিভিন্ন মডেল এবং শিব ও কালীর মূর্তি। তার মাঝে কৃষ্ণকালী রূপে অধিষ্ঠান করছেন মা।

পুজো কমিটির সম্পাদক বলেন, 'প্রতিবছরই আমাদের পুজোতে নতুনত্ব থাকে। কিন্তু এ বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ দানার প্রভাবে মণ্ডপ নির্মাণ করতে বেশ কিছুটা বেগ পেতে হয়েছিল। তবে সময়ের মধ্যে মণ্ডপ নির্মাণ করেছেন শিল্পীরা তার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। পুজোর বাজেট সাড়ে ১০ লক্ষ থেকে ১১ লক্ষ টাকা।'

পিছিয়ে নেই পান্ডুয়ার কালনা রোড ব্যবসায়ী সমিতি ও বেনে পাড়া যুব সম্প্রদায়ের পুজো। ৬৫ তম বর্ষে এ বছরে তাদের থিম 'স্বপ্নের উড়ান'। মণ্ডপ নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে নেট, ফোম ও কাপড়। মণ্ডপের ভিতরে মায়ের দু'পাশে রয়েছে দু'টি শ্বেত বর্ণের হরিণ তারই মাঝে রয়েছেন সোনালি বর্ণের মা কালী। পুজো কমিটির সভাপতি বলেন, 'মানুষ স্বপ্ন দেখলে মনের মধ্যে যে ভাবনাটা আসে সেটাকেই মণ্ডপ সজ্জায় তুলে আনা হয়েছে। শান্তি শৃঙ্খলা মেনে আমরা পুজো করি কোনও রকম ডিজে বক্স আমরা বাজাই না, শোভাযাত্রাতেও তা সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে। পুজোর বাজেট প্রায় ১০ লক্ষ টাকা।'

পান্ডুয়া মধ্যমপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি ও তরুণ সংঘের পুজোয় প্রতিবছরই থাকে চমক। এ বছরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি ৫৭ তম বর্ষে এক টুকরো রাজস্থানের আদলে মণ্ডপ নির্মাণ করেছেন উদ্যোক্তারা। মণ্ডপের প্রবেশের দু'পাশে রয়েছে দুটি গজ। ভেতরে প্রবেশ করলেই দেখা যাবে বিভিন্ন মডেল দিয়ে সাজানো রয়েছে মণ্ডপ তারই মাঝে অধিষ্ঠান করছেন আদ্যা শক্তি মহামায়া মা কালী।

প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগ্রহই নেশা গোঘাটের শিক্ষকের

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করার নেশা যেন আসক্ত করে রেখেছে গোঘাটের প্রাক্তন শিক্ষক প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায়কে। সেই আসক্তি থেকেই প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করে চলেছেন তিনি। সেন ও পাল বংশ অথবা বৈদিক যুগের পুঁথিও তাঁর সংগ্রহে রয়েছে। যা ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কাছে খুবই দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান। মূলত পুঁথি সংগ্রহের নেশায় আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে পুঁথি খুঁজে বেড়ান এই প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক। ঐতিহাসিক দিক থেকে পাঁচটি পুঁথি সংগ্রহ করে এখন ফাঁপড়ে পড়েছেন তিনি। সংরক্ষণ করবে কে? ভাষা না-জানায় তিনি পুঁথি পড়তে পারেন না। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে পুঁথিগুলির অক্ষর ক্রমশ অস্পষ্ট এবং পাতাগুলি মলিন হচ্ছে বলে ক্ষোভ গোঘাটের বেঙ্গাই হাইস্কুলের পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন এই শিক্ষকের। সরকারি উদাসীনতায় গ্রামবাংলার প্রচুর মূল্যবান পুঁথি নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে বলেও তাঁর অভিযোগ। আসলে পুঁথি সংগ্রহের কাজটি মুখে বলা যত সহজ, বাস্তবে তেমন দুরূহ। আমাদের দেশের পুঁথি-মালিকরা (যাঁরা পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া

পুঁথির অধিকারী) অধিকাংশক্ষেত্রেই সাধারণ গৃহস্থ মাত্র। অনেকেরই আর্থিক অবস্থা আগের মতো স্বচ্ছল নয়। খুব কম ক্ষেত্রেই শিক্ষিত-মার্জিত পুঁথি-মালিকের সন্ধান মেলে। সকলেই পূর্বপুরুষের সযত্নে লালিত প্রাচীন পুঁথির রাশিকে আজও অযত্নে রেখে দিয়েছেন গোয়ালঘরের মাচা, জ্বালানী বা ঘুঁটের মাচা, কোঠাবাড়ির তেতলায় ভাঙা তোরঙ্গে কাগজপত্র বা ভাঙা আসবাবপত্রের সঙ্গে। অল্প কিছু ক্ষেত্রে পুঁথিকে ভক্তিভরে পুজো করা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি আবর্জনার সামিল। চরম অবজ্ঞার শিকার।

প্রদীপবাবু জানান, অনেক আবেদনের পর ২০০৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সম্পদ কেন্দ্র থেকে একবার বিশেষজ্ঞরা এলেও আর আসেননি। পুঁথিগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও দিশাও দেখানি। কী আছে সেগুলি গবেষকদের কাজে লাগবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। পুঁথিগুলির গুরুত্ব কতটা তা বোঝা যায়নি। পাঁচটির মধ্যে তিনটি শনাক্ত করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সম্পদ কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞরা। সেগুলি হল; 'ভাগবত মহাপুরাণম্', 'ভাগবত পুরাণম্' এবং 'রামায়ণম্ (সুন্দর কাণ্ডম্)। প্রদীপবাবুর দাবি, তিনটি পুঁথি ৩৫০-৪০০ বছরের পুরনো বলে ওই বিশষজ্ঞেরা জানিয়েছিলেন।

ইউকো ব্যাঙ্ক UCO BANK
ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা
৫ লালা লাজপত রায় সরণি, দ্বিতীয় তল, কলকাতা -৭০০০২০
লকার ভেঙ্গে খোলার নোটিশ

ইউকো ব্যাঙ্ক নীচের টেবিলে উল্লিখিত হিসাবে সংশ্লিষ্ট লকার হোল্ডারদের সেফ ডিপোজিট লকারগুলি প্রদান করেছে। লকারের ভাড়া দীর্ঘদিন ধরে পরিশোধ করা হয়নি এবং দেরী/অ-প্রদানের জন্য জরিমানা সহ ভাড়া বকেয়া আছে। ব্যাংক ভাড়া প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট লকার হোল্ডারদের প্রতি নোটিশ জারি করেছে কিন্তু এটি এখনও পর্যন্ত তা জমা/প্রদান করা হয়নি।

ক্র. নং.	শাখার নাম (এসওএল আইডি)	লকার নং.	লকার ভাড়াকারীগনের নাম	বকেয়া পরিমান (জিএসটি ছাড়া টাকায়)	যখন থেকে বকেয়া
১	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	এএ০২০	মঞ্জু দাস	৭৩৭১	০১-১১-২০২০
২	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	বিএ০৬৮	নন্দিতা গুহ	৬৬৪৮	৩১-১০-২০২০
৩	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	বিএ০৭০	কাঞ্চন গুহ	৬৫৯৩	১৫-১১-২০২০
৪	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	বিএ০৭৯	প্রবীর কুমার মল্লিক	৫৬১৬	০১-০৪-২০২১
৫	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	সিএ০২৭	যমুনা দাশগুপ্ত	৬৩৮৫	০৬-০১-২০২১
৬	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	ডিএ০৯৬	সুজাতা চৌধুরী	৫৮৫২	২৩-০৫-২০২১
৭	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	ডিএ১২০	ভাস্বতী রায় চৌধুরী	১১২৪৩	০৪-০৬-২০২০
৮	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	ডিএ১৩৯	শান্তিলাল পিঞ্চা	৬০৬০	৩১-০৩-২০২১
৯	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	ডিএ১৫৬	শান্তি লালা চক্রবর্তী	৩২০০	০৩-০৭-২০১৪
১০	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	ইএ১৯৭	বসুধা ব্যানার্জী	১২৯০৫	২৪-০২-২০২০
১১	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	ইএ২৩৪	পুলিনা সেনগুপ্ত	৬৩১৫	২১-১১-২০২০
১২	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	ইএ২৪২	দিপালী সেনগুপ্ত	৫৯৭৫	২২-০৪-২০২১
১৩	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	এফএ৩০২	উষা দেবনাথ	১৭৭০	৩১-১২-২০২০
১৪	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	জিসি৩৬৩	অনুপমা চ্যাটার্জি	১২১৯৪	০২-০৫-২০২১
১৫	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	এইচডি৩৮৪	ভাস্বতী ঘোষ	১৭৫৯৭	১৯-০৭-২০২১
১৬	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	এইচডি৪১৪	রামায়ংশু গুপ্তা	১৯৯৭৬	২০-০৬-২০২১
১৭	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	আইএ৪৭৭	অমিত রায়	৬৯৪৫	১৮-০৮-২০২০
১৮	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	আইডি৪৩২	পিয়ালী রায়	১৭৩৪৪	১৪-০৪-২০২১
১৯	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	আইডি৪৭২	রোমা ব্যানার্জি	১৬৪৬০	১৫-০৫-২০২১
২০	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	কেএ৫৯৮	উজ্জল সাহা	৫২৬০	০৫-০৪-২০২১
২১	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	এলএ০২৮	রাই রানী দে	৬০২৫	০৯-০৪-২০২১
২২	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	এলএ০৫৪	সুনীতি ঘোষ	৪৯০৪	০১-০৪-২০২১
২৩	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	এমএ১০২	বীণা নায়ার	১১৪৪৬	১৩-০৪-২০২০
২৪	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	এমএ১১১	অনন্যা মজুমদার	১১৬৭৪	১১-০১-২০২০
২৫	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	এমডি০৮৭	অনন্যা দাশগুপ্ত	৩৪৯৫১	২৩-০৪-২০২০
২৬	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	এনএ০১৭	সুলগ্না রায়	৭১৬৯	২২-০৬-২০২০
২৭	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	এনএ০৩২	বিনা সেন	১১১৫৭	২৬-০৬-২০২০
২৮	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	এনএ০৬০	রানা দত্ত	১১৩৯৬	২৬-০৪-২০১৭
২৯	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	এনই০৩৯	রবীন্দ্রনাথ নন্দী	১১১৮০	০৫-০৬-২০১৪
৩০	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	ওএ০৭৯	মঞ্জু দাশগুপ্ত	১০২৫৯	২১-০৩-২০১৮
৩১	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	ওএ১২৬	টি.এন বসু	১০০৬৭	২৩-০৯-২০২০
৩২	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	ওএ১৩১	সঞ্জয় কুমার	১০৪৯৬	০২-০৭-২০২০
৩৩	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	ওডি০৮৮	নির্মাল্য মোহন ভট্টাচার্য	১৯৪০৭	১৬-০৫-২০২০
৩৪	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	পিএ০১৬	মধুমিতা ভট্টাচার্য	৬৩৪২	০১-০৪-২০২১
৩৫	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	কিউএ০৩৭	তাপস কুমার বিশ্বাস	৫৮৭৩	২৯-০৪-২০২১
৩৬	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	কিউএ০৭০	বিকাশ মুখার্জি	৬১৮০	২৮-০২-২০২১
৩৭	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	টিএ০২৬	অজয় ঘোষ	১৩১২৮	১৩-০৭-২০২০
৩৮	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	টিএ০৬৭	ছবি ভট্টাচার্য	৩২০০	০৩-০৪-২০১৭
৩৯	বালিগঞ্জ (০০৯৫)	টিএ০৮৩	অরুণা সেনগুপ্ত	৯৯০৩	২১-০৬-২০১৮

লকার ভাড়াকারীগনের কাছ থেকে সাড়া না পাওয়ায়, ব্যাঙ্ক **১২.১১.২০২৪** তারিখে বা তার পরে উল্লিখিত লকারগুলি খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা অনুযায়ী বকেয়া সামঞ্জস্য করার জন্য লকারগুলির মধ্যে থাকা বিষয়বস্তু, যদি থাকে, আংশিক/সম্পূর্ণভাবে নিলাম করা হবে। লকারের অবশিষ্ট বিষয়বস্তু, যদি থাকে, তা সংশ্লিষ্ট লকার ভাড়াকারীগনের ঝুঁকি, দায়িত্ব এবং খরচে ব্যাঙ্কের হাতে থাকবে। যদি, লকারের বিষয়বস্তু ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধার করার জন্য অপর্যাপ্ত হয়, লকার ভাড়াকারীগন ঘাটতির জন্য দায়ী থাকবে। লকার ভাড়াকারীগন, তাদের লকার পুনরুদ্ধার করতে আগ্রহী হলে, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করতে পারেন **১১.১১.২০২৪** এর মধ্যে তাদের শাখায়।

তারিখ: ০২.১১.২০২৪, স্থান: কলকাতা — **জোনাল অফিস, কলকাতা**

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
AXIS FINANCE
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

স্পিড পোস্ট/ইমেল মাধ্যমে
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে নোটিশ
তারিখ : ২৪.১০.২০২৪

১. **মেসার্স বিষ্ণুধাম এজেন্সিজ প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা)**
৭১২/১, ডা. এম এন সাহা রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭৪,
মোবাইল : ৮০১৩২৮৩৩০৫ ইমেল : vishnudham13@hotmail.com
২. **শ্রী সত্যপ্রকাশ শর্মা (সহ -ঋণগ্রহীতা ১)**
৮/১/এ/১, আরবিসি রোড, রিষড়া, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ : ৭১২২৪৮,
মোবাইল : : ৮০১৩২৮৩৩০৫ ইমেল : vishnudham13@hotmail.com
৩. **শ্রীমতি কাবেরী শর্মা (সহ-ঋণগ্রহীতা ২)**
৮/১/এ/১, আরবিসি রোড, রিষড়া, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ : ৭১২২৪৮
মোবাইল : : ৮০১৩২৮৩৩০৫ ইমেল : vishnudham13@hotmail.com
৪. **শ্রী জয়ন্ত মন্ডল**
পিতা প্রফুল্ল মন্ডল এবং অনিতা মন্ডল, সেবক সংঘ ক্লাবের নিকট, মুফতিপাড়া, বামনগাছি, উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ : ৭৪৩২৪৮
মোবাইল : : ৮০১৩২৮৩৩০৫ ইমেল : vishnudham13@hotmail.com

রেফা : লোন অ্যাকাউন্ট নং : ০৪৫৬এমএমএ০০০০০৯৮০ এবং ০৪৫৬এমএমএ০০০০৩৩৬৯
বিষয় : ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির নিমিত্ত ৩০ দিনের নোটিশ :
"সম্পত্তির বিবরণ - সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান ঘর নং ১এ, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫১৫.৬ বর্গফুট কমবেশি , ২য়তলে, বহুতল ভবন "ওম প্লাজা" নামে পরিচিত নির্মিত সকল অংশ পরিমাণ ৫ কাঠা ১২ ছটাক ৩২ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : কোন্নগর, এবং সিএস এবং আরএস দাগ নং ১২০৫ এবং ১২০৫/১৪৬৭, সি এস খতিয়ান নং ৮১৭, আরএস খতিয়ান নং ৮২৪/১, এলআর দাগ নং ১৬১৫ এবং ১৬১৬, এলআর খতিয়ান নং ১৩৪২৯, জেএল নং ৭, পুরসভা হোল্ডিং নং ১৫৪, ইন্দিরা গান্ধি রোড, ওয়ার্ড নং ৯, কোন্নগর পুরসভা অধীন, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি। সম্পত্তির চৌহদ্দি : পূর্বে : সম্পত্তি সিএস দাগ নং ১২২২ , পশ্চিমে : সম্পত্তি সিএস দাগ নং ১২০৫, উত্তরে : সম্পত্তি সি এস দাগ নং ১২০৫,দক্ষিণে : মোবাইল স্টোরের সম্পত্তি । সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর উত্তরপাড়া এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ০৬২১-২০১৭, পৃষ্ঠা ১০৪৮৯৮ থেকে ১০৪৯২১, দলিল নং ০৬২১০৩৮৮৬-২০১৭ সালের, হস্তান্তর রেজিস্ট্রিকৃত তারিখ ১৪.১২.২০১৭। (পরবর্তীতে "স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদ" হিসেবে উল্লিখিত)।
মহাশয়,
১. ২০০২ সালের (সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৮) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে এই নোটিশটি আপনাকে নং ১ থেকে ২ (পরবর্তীতে সমষ্টিগতভাবে "**আপনারা**" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), উক্তনাম্নীদের জারি করা হয়েছে।
২. অ্যাক্সিস ফিনান্স লি. (এএফএল/জামিনদত্ত ঋণদাতা) থেকে উপরোক্ত ঋণ নেওয়ার পর, আপনারা ঋণের পরিমাণ পরিশোধে এবং প্রাসঙ্গিক প্রযোজ্য নির্দেশিকা/চুক্তি অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খেলাপি হয়েছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগের জন্য, ০৩.০৬.২০২২ তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) দ্বারা জারি করা সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা অনুসারে ঋণগ্রহীতার উপরোক্ত উল্লেখিত ঋণ অ্যাকাউন্টটি নন-পারফরমিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল।
৩. **১৯.০৯.২০২২** তারিখের একটি দাবি নোটিশ ২০০২ সালের (সারফেসি অ্যাক্ট) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের যথাযথভাবে অবগত করা হয়েছিল কিন্তু আপনি তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। দাবিকৃত পরিমাণ অর্থপ্রদানের অর্থ আইএনআর ৯৪,২২,৮২৪/- (চুরানব্বই লাখ বাইশ হাজার আটশ চব্বিশ টাকা) বকেয়া মূল সহ, বকেয়া (বিলম্বিত চার্জ সহ) এবং ০৫.০৯.২০২২ পর্যন্ত সুদ এবং নোটিশের ৬০ দিনের মধ্যে সুরক্ষিত পাওনাদার ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে ১৪.১২.২০২৩ তারিখে প্রণীত বিধিগুলি মেনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছে।
৪. সুরক্ষিত পাওনাদার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সংবাদপত্রে একটি পাবলিক নোটিশ প্রকাশ করে জামিনদত্ত সম্পদটি বিধি ৮(৫) অনুসারে বিক্রি করা যেতে পারে এটি প্রকাশের ৩০ দিন অতিক্রান্তে।
৫. এই ৩০ দিনের এই নোটিশটি, প্রাক-বিক্রয় পর্যায়ে, নিরাপত্তা স্বার্থ (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৮(৬) মেনে আপনাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে এবং আপনাদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে এবং জানানো হচ্ছে যে পূর্বোক্ত সুরক্ষিত সংবাদপত্রে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন পরে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে পাবলিক নিলামের মাধ্যমে সম্পদ বিক্রি করা হবে।
৬. সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩ (০১.০৯.২০১৬ থেকে সংশোধিত) এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। যদি আপনি সারফেসি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(৮) এর অধীনে আপনার অধিকার প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে আপনাদের এতদ্বারা আইএনআর ১,৫১,৫৫,৫৩১/- (এক কোটি একান্ন লাখ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশ একত্রিশ টাকা) প্রদান করতে বলা হচ্ছে মূল বকেয়া, বকেয়া (বিলম্বিত চার্জ সহ) এবং ০৫.১০.২০২৪ পর্যন্ত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সুদ আইনের অধীনে যা ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যয় করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট আদায়ের জন্য। আপনারা লক্ষ্য করতে পারেন যে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিন অতিক্রান্তে উল্লিখিত বিধিগুলির বিধি ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাথে সাথে আপনার সুরক্ষিত সম্পদের পুনরুদ্ধারের অধিকার শেষ হয়ে যাবে।
অ্যাক্সিস ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
অনুমোদিত অফিসার

SBI
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি : sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের [৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৯.১১.২০২৪ (ক্রম নং ১ এবং ক্রম নং ২)
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৪.১২.২০২৪ (ক্রম নং ৩)
সময় : ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১২.১১.২০২৪ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত (ক্রম নং ১ এবং ক্রম নং ২)
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৭.১১.২০২৪ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত (ক্রম নং ৩)

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক দখলীকৃত এবং তা বিক্রয় করা হবে '**যেখানে যেমন আছে**', '**যেখানে যা আছে**' এবং '**যেখানে যেমন অবস্থায় আছে**' ভিত্তিতে **১৯.১১.২০২৪ (ক্রম নং ১ এবং ক্রম নং ২) এবং ০৪.১২.২০২৪ (ক্রম নং ৩)** সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৬(২)]**
সংশ্লিষ্ট **৬৫,৯৮,০০০.০০ টাকা ২৭.০৯.২০২১** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স বালাজি এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা. শ্রীমতি প্রীতি সাহা**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য :
৪.৫০ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ৪৫,০০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **১০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
বালাজি এন্টারপ্রাইজ-এর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি গ্রাম - হোসেনবাদ, পো-মগরা, কুন্ডু পাম্পের নিকট, হুগলি, পিন - ৭১২১৪৮
সম্পত্তি কার্যকরী দখলীকৃত

ক্রম নং ০২ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]**
সংশ্লিষ্ট **১৫,০০,৩৯০.০০ টাকা ২৪.০৪.২০১৯** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **প্রিয়াংকা পাল চৌধুরী স্বামী অভ্র পাল চৌধুরী**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য :
১৫.৭০ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ১,৫৭,০০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **২০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট টাইলস মেঝে সহ ফ্ল্যাট নং এ-৩, ৪র্থতলে, "কৃষ্ণকুঞ্জ" ভবনে পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৫৯১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭০৯.২ বর্গফুট , দুই বেড রুম, এক ড্রইং/ ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লুসি এবং এক ব্যালকনি, সম্পত্তি অবস্থিত বিদ্যাসাগর রোড, পো : নবগ্রাম, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : উত্তরপাড়া,জেলা : হুগলি,উল্লেখ্য দলিল নং ১-৫৭০/২০১৭ - ২৮/০২/২০২১।
উক্ত ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং বি-১, পূর্বে : খোলা জায়গা,পশ্চিমে : সিঁড়ি, লিফট এবং লবি।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০৩ — **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]**
সংশ্লিষ্ট **৩১,২১,০৪৭.২৮ টাকা ০২.০৪.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স দামোদর কৃষি বিপনি, স্বত্বাধিকারী - মনোজ কুমার দারি,** পিতা কানাইলাল দারি-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য :
১৮.৯৫ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ১,৮৯,৫০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **৫০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম : ১) মনোজ কুমার দারি এবং ২) সুশীল কুমার দারি, দলিল নং ১-৫৪০৩/১৯৮৩।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ০.০৪ একর, জেএল নং ৯৩, খতিয়ান নং ৯৩৬ এবং ৯৩৭, আরএস প্লট নং ২৬৪৪/২৯৪১, এলআর প্লট নং ৭০৬, মৌজা : কুরুকি, পো : উচাগ্রাম, থানা : গলসি, জেলা : পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৪০৬। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : মৃত্যুঞ্জয় রায়ের খালি জমি,দক্ষিণে : স্বপন রুইদাস এর খালি জমি, পূর্বে : পিডব্লুডি রোড, পশ্চিমে : বলাই রুইদাস এর ভবন।
সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https:-//ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

তারিখ : ০২.১১.২০২৪
স্থান : বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা/গণ : **মেসার্স হালদার ফিস সেন্টার, স্বত্বাধিকারী : শ্রী গোপাল হালদার** অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তিসমূহ/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১	**ঋণগ্রহীতা :** **মেসার্স হালদার ফিস সেন্টার, স্বত্বাধিকারী : শ্রী গোপাল হালদার,** পিতা সুনীল হালদার, **ঠিকানা :** ৪৬/৫/এ, হাজরা পাড়া লেন,বালি হাওড়া, পিন : ৭১১২০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, **এবং** গ্রাম : পায়রাটুঙ্গি, পো : মাকড়দহ, থানা : ডোমজুড়, ডোমজুড়, হাওড়া, পিন : ৭১১৪০৯,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। **লোন এ/সি নং :** **এমএসএমই-সিসি-৩৮৯৩০৪৬২০৭০** **এবং** **এমএসএমই-ডব্লুসিটিএল - ৪০৩০৮৩০৩৪১৯।**	**তপশিল "সি"** **অংশ -১** (সংশ্লিষ্ট সকল দায়বদ্ধ সম্পত্তি যেমন চালু সম্পদ, মজুত, বুক ডেটস, গ্রহণযোগ্য, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ার্স এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি নথিতে উল্লিখিত মতে (তপশিল বি) : দায়বদ্ধ প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি তপশিল বি তে উল্লিখিত মতে। **অংশ -২** (অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির যা বন্ধকদত্ত নথি/দলিলে (তপশিল বি) অনুযায়ী সম্পাদিত মতে। **নথিতে উল্লিখিত মতে ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ।** ১) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : পায়রাটুঙ্গি, মাকড়দহ ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : ডোমজুড়, জেলা : হাওড়া, জেএল নং ৩৭, এলআর ৬০০ খতিয়ান নং আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৩২৭স ৬.৮১ শতক জমি। স্বত্ব দলিল নং ১-০৫০৪০৫৬৫৮/২০১৮, বুক নং ১, ভলুম নং ০৫০৪-২০১৮, পৃষ্ঠা ১৪৮৭৪৮ থেকে ১৪৮৭৭২,এডিএসআর জোমজুড়, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সরকারি খাল,দক্ষিণে : ১৮ ফুট সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : জমি দাগ নং ১৩২৬, পশ্চিমে : জমি দাগ নং ১৩২৮/১৫৩১। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : মেসার্স হালদার ফিস সেন্টার, স্বত্বাধিকারী : শ্রী গোপাল হালদার** পিতা সুনীল হালদার, ৪৬/৫/এ, হাজরা পাড়া লেন, বালি, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন : ৭১১২০১। ২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : পায়রাটুঙ্গি, মাকড়দহ ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : ডোমজুড়, জেলা : হাওড়া,জেএল নং ৩৭স এলআর ৬০০ নং খতিয়ান, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৩২৮/১৫৩১, ৫.৫৭ শতক জমি। স্বত্বদলিল নং ১-০৫০৪০৫৬৫৯/২০১৮, বুক নং ১, ভলুম নং ০৫০৪-২০১৮, পৃষ্ঠা ১৪৮৭৭৩ থেকে ১৪৮৭৯৭, এডিএসআর ডোমজুড়, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সরকারি খাল, দক্ষিণে : ১৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : জমি দাগ নং ১৩২৭, পশ্চিমে : জমি দাগ নং ১৩২৮/১৫৩১। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মেসার্স হালদার ফিস সেন্টার, স্বত্বাধিকারী : শ্রী গোপাল হালদার,** পিতা সুনীল হালদার, ৪৬/৫/এ, হাজরা, পাড়া লেন, বালি,হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ,ভারত,পিন : ৭১১২০১। ৩. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : পায়রাটুঙ্গি,মাকড়দহ ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : ডোমজুড়, জেলা হাওড়া, জেএল নং ৩৭, এলআর ৬০০ নং খতিয়ান,আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৩২৮/১৫৩১, ৭.০২ শতক জমি, স্বত্ব দলিল নং ১-০৫০৪-২০১৮, পৃষ্ঠা ১৭৩৬৯৭ থেকে ১৭৩৭২০, এজিএসআর ডোমজুড়, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সরকারি খাল, দক্ষিণে : ১৮ ফুট সাধারণ চলার পথ, পূর্ব : জমি দাগ নং ১৩২৮/১৫৩১,পশ্চিমে: জমি দাগ নং ১৩২৮/১৫৪৮। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মেসার্স হালদার ফিস সেন্টার, স্বত্বাধিকারী : শ্রী গোপাল হালদার** পিতা সুনীল হালদার , ৪৬/৫/এ,হাজরা পাড়া লেন, বালি, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ,ভারত,পিন : ৭১১২০১।	২১.১০.২০২৪	০৪.০৩.২০২৪	**১,০৭,৮৩,৭৭২.৯৭ টাকা (এক কোটি সাত লাখ তিরাশি হাজার সাতশ বাহাত্তর টাকা এবং সাতানব্বই পয়সা) টাকা ২১.১০.২০২৪ অনুযায়ী।** সংশ্লিষ্ট পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ০২.১১.২০২৪
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল

তৃণমূলে গোষ্ঠীকোন্দলের অভিযোগ

মিনাখাঁর বিধায়ক ও স্বামী আক্রান্ত, আহত ৫-৭ কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখাঁ: তৃণমূলে গোষ্ঠীকোন্দলের অভিযোগ। সন্দেশখালির বিধায়ক আক্রান্তের পর এবার মিনাখাঁ বিধায়ক। একই রাতে আক্রান্ত মিনাখাঁর বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডল, তাঁর স্বামী তথা জেলা পরিষদের সদস্য মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল সহ একাধিক তৃণমূল কর্মী। গুরুতর আহত ৬-৭ জন। তাঁদের মধ্যে একজন আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ ও ২ জন মিনাখাঁ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিধায়কের পক্ষথেকে মিনাখাঁ থানায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের তির হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা খালেক মোল্লা, হাড়োয়া ২ নম্বর ব্লক সভাপতি ফরিদ

জমাদ্দার, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী শুভেন্দু মণ্ডল ও তাঁদের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। যদিও তাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

আক্রান্ত বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডলের স্বামী জানান, হাড়োয়া থানায় কালীপুজোর আমন্ত্রণ ছিল। সেই অনুষ্ঠান থেকে রাত ন'টা নাগাদ বাড়ি ফেরার সময় হাড়োয়া অটোস্ট্যান্ডের কাছে খালেক মোল্লা ও তাঁর অনুগামী প্রায় দেড় দুশো তৃণমূল কর্মীদের একটি দল তাঁদের পথ আটকায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিধায়কের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট, পাথর ছুড়তে থাকেন। ভাঙচুর করা হত তাঁদের বাড়ি। বিধায়ক ও তাঁর স্বামীকে গাড়ি থেকে নামিয়ে লাঠি, রড দিয়ে মারধর করা হয়। সব থেকে বেশি মারধোর করে খালেক। বিধায়কের বাঁ পা গুরুতর জখম হয়েছে। বিধায়ককে মারধর করা হচ্ছে দেখে তাঁর অনুগামীরা তাঁকে বাঁচাতে গেলে তাঁদের ওপরেও চড়াও হন খালেক অনুগামীরা। ফলত ৫-৭ জন গুরুতর আহত হন। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনে আগে মিনাখাঁর বিধায়কের সঙ্গে তৃণমূল নেতা খালেক মোল্লা ও তাঁর অনুগামীদের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে চলে আসে। দলীয় কোন্দল মেটাতে প্রথমে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। তখনই খালেক মোল্লার ওপর রুষ্ঠ হয়েছিলেন দলনেত্রী ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। কিছুদিন ঠিক থাকলেও মিনাখাঁর বিধায়ক বনাম পঞ্চায়ের সমিতির সহ সভাপতির কাজিয়া আবার প্রকাশ্যে এলো। বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল নেতারা প্রকাশ্যে মুখ না খুললেও দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কড়া হুঁশিয়ারির পরেও খালেক মোল্লা কার শক্তিতে বলিয়ান হয়ে এমন ঘটানা ঘটাল তাঁর খোঁজ শুরু হয়েছে শাসক দলের অন্দরে।

তৃণমূল নেতা আব্দুল খালেকের পালটা অভিযোগ করে বলেন, বিধায়কের স্বামী তোলাবাজ, বিধায়কের স্বামী সহ দুষ্কৃতীরা তৃণমূলের পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধানের বাড়িতে হামলা ও গুলি চালানোর অভিযোগ করলেন আব্দুল খালেক মোল্লা।

নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ পুরোহিতের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: এক গৃহস্থের বাড়িতে পুজো করতে গিয়ে ওই গৃহস্থের ১২ বছরের নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল পুরোহিতের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার গুসকরা শহরের। শুক্রবার এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ওই পুরোহিতকে স্থানীয়রা আটক করে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম বিমল কুমার রায়। বয়স ৬৮ বছর। বাড়ি ভাতার থানার রায় রামচন্দ্রপুর গ্রামে।

জানা গিয়েছে, গুসকরা শহরের একটি বাড়িতে পারিবারিক কালীপুজো করতেন বিমল কুমার রায়। বৃহস্পতিবার রাতে পুজো করে চলে যান। শুক্রবার সকালে ফের পুজো করতে আসেন। অভিযোগ, পোশাক ছাড়ার নাম করে ওই বাড়ির দোতলায় উঠে গিয়ে গৃহস্থের ১২ বছরের মেয়ের শ্লীলতাহানি করেন তিনি। মেয়েটি কান্নাকাটি করতে করতে তার মাকে জানায়। এরপর মেয়েটির মা প্রতিবেশীদের ডাকেন। লোকজন এসে আটক করে পুরোহিতকে। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। এদিন দুপুরে পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করার পর বিমল কুমার রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার ধৃতকে আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

আবাসের সার্ভেতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে বিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের চুপি এলাকায় আবাস যোজনার ঘরের সার্ভেতে গিয়ে এলাকাবাসীর বিক্ষোভের মুখে পড়লেন পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের বিডিও পৌশালী চক্রবর্তী সহ বিডিও অফিসের অন্যান্য কর্মীরা।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার চুপি এলাকায় আবাস যোজনার ঘরের এলাকায় এনকোয়ারি করতে যান বিডিও। সেই সময় স্থানীয় গ্রামবাসীরা ঘর না পেয়ে বর্তমানে কী অবস্থায় তাঁরা বসবাস করছেন সেই বিষয়টি দেখার জন্য বিডিওকে তারা অনুরোধ করেন। বিডিও গাড়ি থেকে না নেমে সেই ঘর না দেখে চলে যেতে গেলে, গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি, ঘটনাস্থলে হাজির হয় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ।

এরপর বিডিওকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে

আসেন তাঁরা। গ্রামবাসীরা জানান, যাঁদের ঘর রয়েছে তাঁদের বাড়ির লোকেরাই ঘর পাচ্ছেন। যাঁরা মাটির ঘরে, টিনের ঘরে বসবাস করছেন, তাঁদেরকে ঘর দেওয়া হচ্ছে না। তাঁদের নাম লিস্টে না এসেও তা কেটে যাচ্ছে। তাঁরা কি ঘরে বসবাস করছেন বিডিওকে দেখার অনুরোধ করলেও তিনি গাড়ি থেকে নেমে তা দেখতে চাননি। যার কারণেই গ্রামের মানুষ বিডিওকে আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।

বাবার স্মৃতিতে অ্যাম্বুল্যান্স দান বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাগরদিঘি: প্রয়াত শিল্পপতি বাবর বিশ্বাসের স্মৃতিতে তাঁর পুত্র ও সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস আর জিত চ্যারিটেবল সোসাইটি উদ্যোগে বুধবার এলাকার মানুষের সুবিধার্থে অ্যাম্বুল্যান্স প্রদান, স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়। সাগরদিঘিতে এক অনুষ্ঠানে এই সব পরিষেবার উদ্বোধন করেন বহরমপুরের সাংসদ তথা ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান।

উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মদন মিত্র, মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের খান, রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী মহম্মদ আখরুজ্জামান, সুতির বিধায়ক ইমানী বিশ্বাস, শামসেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির, বিধায়িকা সাবিত্রী মিত্র, বিধায়িকা চন্দনা সরকার, ফরাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম, বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা, বিধায়ক নিয়ামত, বিধায়ক সাহিনা মমতাজ, বিধায়ক রবিউল আলম, বিধায়ক আশিস মার্জিত, মুর্শিদাবাদ ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী মহারাজ কার্তিক মহারাজ, আদ্যাপীঠের মুরাল ভাই, ইসলাম ধর্মগুরু জনাব জয়নুদ্দিন মাওলানা সহ খানকা সরিফের বড় হুঁজুর সাহেব ও ইমাম মোয়াজ্জেমরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন ডন বস্কো স্কুলের ফাদার, বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসের দুই ভাই মিল্টন বিশ্বাস। নিপনজিত বিশ্বাস সহ বিশ্বাস পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দ।

এদিনের মেগা রক্তদান শিবিরে প্রায় ১৫০০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়। দুঃস্থ ব্যক্তিদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া এলাকার মানুষের সুবিধার্থে বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস একটি এম্বুলেন্স তুলে দেন স্থানীয় একটি সংস্থার হাতে। বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস বারংবার মানুষের সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং পাশে থেকেছেন। তবে এদিনের মেগা রক্তদান শিবিরে বিধায়ক বায়রন বিশ্বাসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ধন্যবাদ জানান সংসদ ইউসুফ পাঠান।

বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, 'আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই মহৎ কাজ খুবই প্রশংসনীয়।' বাইরন বিশ্বাস বলেন, 'ছোট থেকেই বাবাকে দেখেছি সবসময় মানুষের পাশে থাকতে এবং মানুষের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে। বাবার সেই আদর্শকেই পাথেয় করে সারা জীবন এগিয়ে যেতে চাই।' সাধারণ মানুষকেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

চোরা শিকারের অভিযোগে আট বানজারা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: চোরা শিকার ও বেআইনি ভাবে বন্যপ্রাণী ধরার অভিযোগে আটজন বানজারা গ্রেপ্তার। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ মহকুমার খানাকুল থানা এলাকায়। আরামবাগ বন দপ্তরের অভিযোগের ভিত্তিতে খানাকুল থানার পুলিশ এই আটজন বানজারাকে গ্রেপ্তার করে। আরামবাগের সংশ্লিষ্ট বন দপ্তর সূত্রে এমনটাই জানা যাচ্ছে।

খানাকুলের পলাশপাই দু' নম্বর অঞ্চলের বরবাঁও গ্রামে বানজারারা লুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীদের শিকার করছিল বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, বানজারারা নদীবাঁধ এলাকার বন থেকে বিরল প্রজাতির গন্ধ গন্ধগোকুল, বেজি, কাঠবেড়ালি, চামচিকে, সহ বেশ কিছু বন্যপ্রাণীকে শিকার করছিল। স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে স্থানীয় পুলিশ ও বন্য দপ্তর অভিযান করে এবং আটজন মহিলা বানজারাকে প্রথমে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পরে বনদপ্তরের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, গন্ধগোকুল বর্তমানে অরক্ষিত প্রাণী হিসেবে বিবেচিত। পুরোনো গাছ, বন-জঙ্গল কমে যাওয়ায় দিন দিন এদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘের (আইইউসিএন) বিবেচনায় পৃথিবীর বিপন্ন প্রাণীর তালিকায় উঠে এসেছে এই প্রাণীটি। আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রজাতির গন্ধগোকুলের বাস। গন্ধগোকুলে বৈজ্ঞানিক নাম এশীয় তাল খাটাশ, ভোন্দর, লেনজা, সাইরেল বা গাছ খাটাশ নামে পরিচিত।

তালের রস বা তাড়ি পান করে বলে তাড়ি বা টডি বিড়াল নামেও পরিচিত। এছাড়া লংগর বা পোলাওপ্রাণী নামেও অনেক অঞ্চলে পরিচিত এই প্রাণীটি। পাশাপাশি বেজি বা নেউল হারপেস্টিডে গোত্রের শ্বাপদ স্তন্যপায়ী প্রাণী। লোমশ শরীর দ্রুত চলাচল করে। দিনের বেলায় খাবার সংগ্রহ করে রাতে মাটিতে নিজেদের তৈরীকৃত গর্তে বাস করে। মাছ, হাঁস-মুরগি, অন্য ছোট প্রাণী এদের খাদ্য। শহরে ঝোপঝাড় বিশিষ্ট এলাকায় এবং গ্রামে দেখা যায়।

এই বিষয়ে আরামবাগের রেঞ্জার্স অফিসার আশরাফুল ইসলাম বলেন, এই রকম বিরল প্রজাতির প্রাণীদের শিকার করার অভিযোগে বানজারাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযোগ করা হয়েছে এবং কোর্টেও পাঠানো হয়েছে। বন্যার পর থেকেই খানাকুলের বেশ কয়েকটি এলাকায় এই সব বানজারাদের দেখা যাচ্ছিল এবং তারা অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ছিল বলে অভিযোগ ওঠে।

হিন্দমোটরে একশোর বেশি কালীপুজো, সবই 'থিম'ভিত্তিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মাঝে মাত্র দিন কুড়ির তফাৎ। তার মধ্যেই আলোয় ভাসল হিন্দমোটর। কালীপুজো ঘিরে গোটা হিন্দমোটর মেতেছে উৎসবে। এই অক্টোবর মাসেই কয়েক দিন আগে বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো ঘিরে প্রায় তেমন কোনও উৎসাহই ছিল না এই শহরে।

হাতে গোনা কিছু পুজো হয়েছিল মাত্র। কিন্তু, কালীপুজোয় বদলে গিয়েছে সব কিছু। শুধু হিন্দমোটরেই একশোর বেশি কালীপুজো হচ্ছে। যা আগের কয়েকবারের সংখ্যাকে ছাপিয়ে গিয়েছে। শুধু আলোর রোশনাই বা রাত জেগে পুজো নয়, রীতিমতো 'থিম' পুজোয় মেতেছে ক্লাবগুলো। যেমন হিন্দমোটরের নবারুণ সমিতির ৩০ বছরের পুজো এবার সেজে উঠেছে সবুজের কলতানে। মণ্ডপে ঢুকলে মনে হবে, যেন গাছ-গাছালিতে ভরা এক সবুজ উপত্যকায় এসে হাজির হয়েছেন!

পাখি ডাকছে, ফুল ফুটেছে।

এই ক্লাবের সচিব ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌমিক দে। বালির শিল্পী কৃষ্ণেন্দু মণ্ডলের ভাবনায় তৈরি এই মণ্ডপ দেখতে উপচে পড়ছে ভিড়। ক্লাবের কালীপুজোর সচিব চিরঞ্জিত পালিত বলছিলেন, 'কংক্রিটের জঙ্গলে হারিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির সবুজ। তাই, মানুষকে সচেতন করতেই এই থিম। যাঁরা ঠাকুর দেখতে আসছেন, তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি, অন্তত একটা করে গাছ লাগানোর জন্য।'

নবারুণের এই পুজোর উদ্বোধনেও ছিল মানবিকতার ছোঁয়া। উত্তরপাড়ার 'আশ্রয়' সংস্থার মানসিক ভাবে পিছিয়ে পড়া ছোটদের দিয়ে উদ্বোধন করানো হয় পুজোর। একটু পাশের মালির বাগানে মেঘদূত স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোয় বসেছে বিশাল মেলা। নাগরদোলা, টয় ট্রেন থেকে হরেক পসরা সাজিয়ে বসেছেন দোকানিরা। প্রবল ভিড়ে পা ফেলা দায়।

হিন্দমোটর ফ্রেন্ডস ইউনিট ক্লাবের পুজোর মণ্ডপ ও প্রতিমাও চোখে পড়ার মতো। লাল টালি দিয়ে সাজানো মণ্ডপে গ্রামের ছোঁয়া। কলকাতার দুর্গাপুজোর মতো এখানকার কালীপুজোয় রাত জেগে ঠাকুর দেখার ধুম। সব মিলিয়ে রবিবার পর্যন্ত আলোর উৎসবে ভাসবে একদা অ্যাম্বাসাডর গাড়ির শহর।

বড় বউমাকে চিন্ময়ী কালী রূপে পুজো সাঁতরা পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রাচীন আর্য সমাজ ব্যবস্থায় নারীর উচ্চ আসন স্বীকৃত ছিল। ভারতীয় ইতিহাসে গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা, খনার মতো বিদূষী নারীরা শিক্ষার জোরে সমাজে পুরুষের সমকক্ষ সম্ভ্রম আদায় করে নিতে পেরেছিলেন। যদিও পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে মধ্যযুগে পুরুষতন্ত্রের দাপটে মহিলারা তৎকালীন সমাজে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। মূলত গৃহকোণে ঠাঁই হয় তাঁদের। তবে আধুনিক ভারতে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব। ১২৮০ বঙ্গাব্দের ১৩ জৈষ্ঠ ফলহারিণী কালীপূজার দিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা সারদাদেবীকে ষোড়শী জ্ঞানে পূজা করেছিলেন। এই ঘটনার মাধ্যমে পরিবারে মহিলাদের স্থান কোথায় এবং তাদের প্রকৃত স্বরূপ কী তা চিনিয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ।

সম্ভবত এরাজ্যে একমাত্র বাঁকুড়ার ইন্দাসের মির্জাপুর গ্রামে সাঁতরা পরিবারের পুজোতে কোন মৃন্ময়ী মূর্তি নয়, কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথিতে কালীর আসনে পূজিতা হন ওই বাড়ির বড় বউ। গলায় রক্ত জবার মালা, কপালে রক্ত চন্দনের তিলক। দেবী সাজে সজ্জিতা ওই মহিলাকেই ওই দিন কালী হিসেবে নিষ্ঠাভরে পূজা করা হয়। ঘটনাচক্রে মির্জাপুরের ওই পরিবারের জামাই রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা। তাঁর শাশুড়ি হীরালালা সাঁতরাই এই বাড়িতে কালী হিসেবে দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর ধরে পূজিতা হয়ে আসছেন।

সাঁতরা পরিবার সূত্রে খবর, ১২৫ বছরেরও বেশি সময় আগে থেকে এই বাড়িতে বাড়ির বড় বউকে মা কালী হিসেবে পূজা করা হচ্ছে। এই বংশের কোনও এক পূর্ব পুরুষ সোনা বা অষ্ট ধাতুর কালী মূর্তি পূজা করার স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে তা সম্ভব হয়নি। সেই থেকে বাড়ির বড় বউকে দেবীর আসনে বসিয়ে পূজা করা হচ্ছে। এবাড়িতে বউ হিসেবে আসার পর ৩৯ বছর থেকেই কালী হিসেবে পূজিতা হয়ে আসছেন হীরালালা সাঁতরা। তিনি বলেন, 'মায়ের ইচ্ছাতেই পূজার আসনে বসি।' তবে পুজোর সময় তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকে না, ফলে সেই মুহূর্তের অনুভূতি বলা সম্ভব নয় বলে তিনি

ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত ইসিএল কর্মীর বাড়িতে ভয়াবহ ডাকাতির অভিযোগে চার ডাকাতকে গ্রেপ্তার করল বাঁকুড়ার মেজিয়া থানার পুলিশ। গত ২৬ অক্টোবর বাঁকুড়ার মেজিয়া থানার শ্যামাপুর গ্রামে অবসরপ্রাপ্ত এক ইসিএল কর্মীর বাড়িতে হানা দিয়ে পরিবারের লোকজনকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে অলঙ্কার ও নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতী দল। ওই ঘটনায় বৃহস্পতিবার মেজিয়া থানা এলাকা থেকে চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে মেজিয়া থানার পুলিশ। শুক্রবার ধৃতদের বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ।

গত ২৬ অক্টোবর বাঁকুড়ার মেজিয়া থানার শ্যামাপুর গ্রামে গভীর রাতে ১০ থেকে ১২ জনের একটি ডাকাত দল হানা দেয়। বাড়িতে ঢুকে বেশ কিছু নগদা টাকা ও অলঙ্কার নিয়ে চম্পট দেয় ডাকাতদলটি। গৃহস্থের দাবি, ওই ডাকাত দলটি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হানা দিয়েছিল বাড়িতে। পরের দিন পরিবারের তরফে মেজিয়া থানায় ঘটনার লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপরই তদন্তে নামে পুলিশ।

বিভিন্ন সূত্র কাজে লাগিয়ে বৃহস্পতিবার পুলিশ মেজিয়া থানা এলাকা থেকে বিশ্বাস রুইদাস, মনভোলা বাউরি, শুকু মুদিকড়া ও জুলফিকার শেখ নামের চার ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার হওয়া ডাকাতদের কাছ থেকে বেশ কিছু অলঙ্কার, একাধিক মোবাইল ফোন সহ বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের কাছ থেকে অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করার পাশাপাশি এই ডাকাত দলের অন্যান্য সদস্যদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে।

তৃণমূলের ওপর হামলার অভিযোগ দুষ্কৃতীদের আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: পুজো উদ্বোধন করে ফিরে আসার পথে হামলার শিকার সন্দেশখালির বিধায়ক ও তাঁর অনুগামী তৃণমূল কর্মীরা। ঘটনায় আহত দুই তৃণমূল কর্মী। বিধায়কের গাড়ির ওপর হামলা চালানো হয়। ঘটনার পর এলাকায় ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সন্দেশখালির হাটগাছি এলাকায় থেকে একটি ক্লাবের শ্যামাপূজার উদ্বোধন করে ফিরছিলেন সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, ব্লক সভাপতি মিজানুর রহমান সহ একাধিক নেতৃত্ব। ফেরার সময় শিমুলআটি বাজারের কাছে আসতেই বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী বিধায়কের গাড়িতে লাঠি দিয়ে মারে এবং ঘুষি চড় মারতে থাকে। গাড়ির দরজা বন্ধ থাকায় বিধায়ক দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রক্ষা পায়। তার পেছনে বাইকে আসার তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে কয়েকজনকে মারধর করে ওই দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হন। দু'জনের আঘাত গুরুতর।

রাতেই ঘটনাটি পুলিশকে মৌখিক ভাবে জানিয়েছেন সন্দেশখালি বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। তিনি লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন। ঘটনায় আহত দু'জনকে মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। তৃণমূল বিধায়ক ও কর্মীদের উপর আক্রমণের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এর পেছনে কাদের হাত আছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার মশা খেদা উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: গ্রামবাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা ধরনের লৌকিক প্রথা বা উৎসব। সেগুলির মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার লুপ্তপ্রায় একটি লৌকিক প্রথা হল 'মশা খেদা'। যার সাধারণ অর্থ হলো মশা তাড়ানো। কালীপূজার অমাবস্যা রাতের পর প্রতিপদের ভোরে এই 'মশা খেদা' পর্ব পালন করতে দেখা যায়। ভোর রাতে ছেলে ছোকরারা ঘুম থেকে উঠে দল বেঁধে 'মশা খেদা' পর্বে যোগ দেয়। কোনও কোনও এলাকায় কিশোরী মেয়েরাও যোগ দেয়। মশা খেদার সময় খালি তেলের টিন, টিন ভাঙা, লোহাভাঙা, কুলাভাঙার সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে কান ঝালাপালা করা শব্দ সৃষ্টি করা হয়। এই সময় মশা খেদা বিষয়ক নানা ছড়া কাটেন অনেকেই। যেমন, 'মশা গেলা হু হু.....,' মশা গেলা আড়ে বাড়ে.....। রান্না স্তা দেখার জন্য মাটির হাঁড়ির ভিতর মোমবাতি জ্বালিয়ে হাঁড়ির মুখ টর্চের আলোর মতো ব্যবহার করা হয়। কেউ কেউ মশাল জ্বেলে নেয়। পুরনো টায়ারও জ্বালানো হয়। যুবকরা মুখে কোরোসিন নিয়ে অদ্ভুত কায়দায় তা মশালের পের ছুড়ে আগুনের গোলা তৈরি করেন।

লৌকিক বিশ্বাস, এভাবে মশা তাড়ালেও মশার প্রকোপ কিছুটা কমে। বর্ষার পর শীত আসার আগে মশার প্রকোপ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতেও এই উদ্যোগ নেওয়া হয় বলে অনেকে মনে করেন। কারও কারও মতে, মশা খেদা আসলে অলক্ষীকে বিদায় করার উৎসব। আগেকার দিনে গোবর দিয়ে অলক্ষীর কাল্পনিক মূর্তিও তৈরি করা হত। অলক্ষীর সঙ্গী হল মশা ও নানা ক্ষতিকারক পোকামাকড়। যেগুলি মানুষ, গবাদিপশু ও ফসলের ক্ষতি করে। মশা খেদার মধ্য দিয়ে অলক্ষী ও তার সঙ্গীদের গ্রাম থেকে বিদায় করার চেষ্টা করা হয়।

লোকসংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহী সুদীপ কুমার খাড়ার আক্ষেপ, বর্তমান সময়ে মশা খেদা পর্ব প্রায় অবলুপ্তির পথে।

তবুও এবার গোপীবল্লভপুর-১ ও ২ ব্লকের ছাতিনাশোলের টিকাৎপুর, জুনশোলা, সাঁকরাইল ব্লকের মৌভান্ডার সহ বেশ কিছু এলাকায় 'মশা খেদাক্ষ্মপর্ব দেখা গেছে। জানা যায়, উত্তর পূর্ব ভারতের অসম রাজ্যের কিছু এলাকায় এখনো মশা খেদা পর্ব চালু রয়েছে ।তবে তারা অগ্রাহায়ণ মাসের পূর্ণিমা রাতে পালন করে। এখানকার মতো অসমেও বালকেরা লাঠি হাতে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে মশা খেদা গান গেয়ে গৃহস্থকে আশীর্বাদ করে।

আজও কাঁকসার জঙ্গলে মন্দির-মূর্তি ছাড়াই বনকালীর পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার রাজকুসুম গ্রামে শাল পিয়ালের ঘন জঙ্গলে আজও একই ভাবে জনপ্রিয় বনকালী। প্রতি বছরের মতো এবছরও মহা ধুমধামে পুজোর আয়োজন করা হয়। পুজো শুরু হয় সকাল ১১টায় শেষ হয় দুপুর ২টোয়। প্রতিবছর কালীপুজোর পরের দিন জঙ্গলের মধ্যেই বনকালীর মহা ধুমধামে পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে। পুজোর সূচনা হয়েছিল আনুমানিক ৫০০ বছর আগে।

রাজকুসুম গ্রামের রায় পরিবারের সদস্য সনৎ কুমার রায় জানিয়েছেন, তাঁদেরই পূর্বপুরুষ এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। পূর্বে জঙ্গলের মধ্যেই মূর্তি এনে পুজোর আয়োজন হত। পুজোর পুরোহিত ছিলেন কাঁকসার

গোপালপুরের ভট্টাচার্য বাড়ি থেকে। সেই সময় পুরোহিতকে রীতিমতো লাঠিয়াল সঙ্গে করে নিয়ে জঙ্গলে আনা হত। গোটা এলাকায় চাষ হত। ছিলো না তেমন রাস্তা ঘাট। তার সঙ্গে ছিল হিংস্র পশুর বাস। তাই ধান খেতের মাঠের আল দিয়ে লাঠিয়াল দিয়েই আনা হত পুরোহিতকে। একবছর প্রবল বৃষ্টির সময় মাঠের আল দিয়ে জঙ্গলে যেতে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল সকলকে।

সেই বছর পুরোহিত স্বপ্নাদেশ পান। দেবী কালী তাঁকে তাঁর বাড়িতেই পুজো করতে বলেন। প্রায় ১০০ বছর আগে দেবীর নির্দেশ মেনে কাঁকসার গোপালপুর গ্রামে ভট্টাচার্য পরিবারে শুরু হয় দেবী কালীর পুজো। যেহেতু জঙ্গলে বহু বছর ধরে পুজো হত তাই পুরোহিত দেবীর কাছে জানতে চেয়েছিল জঙ্গলে মূর্তি না থাকলে সেখানে সে কোথায় পুজো দেবে। উত্তরে দেবী তাঁকে জানিয়েছিলেন জঙ্গলের মধ্যে একটি গাছের গায়ে দুটো চোখের আকৃতি দেখা যাবে সেই গাছেই তিনি বিরাজমান থাকবেন। সেই গাছের গোঁড়ায় মূর্তি ছাড়াই হবে পুজো। ভক্তরা নিজেই আসবে পুজো দিতে। তাই রীতি মেনে কালীপুজোর পরের দিন রাজকুসুম গ্রামে জঙ্গলের মধ্যে আজও একই ভাবে চলে বনকালীর পুজো।

স্থানীয় বাসিন্দারা ছাড়াও বনকালীর স্থানে পুজো দিতে জেলা ছাড়িয়ে ভিন জেলা থেকেও হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমান প্রতি বছর। জঙ্গলের মধ্যে পুজোর আয়োজন হলেও আজও থাকে না কোনও মূর্তি। রাজকুসুম গ্রামের বাসিন্দারা জানান, দেবীর উপস্থিতি পুজো স্থানের চারিদিকে লক্ষ করা যায়। প্রতিটি গাছের গায়ে চোখের আকৃতি দেখা যায়।মানুষ আসেন তাদের মনস্কামনা নিয়ে। অনেকেই আসে পরিবারের সকলের সুখ শান্তি কামনা করতে। আবার অনেকেই আসেন তাঁদের মনস্কামনা পূরণ হলে পুজো দিতে। পুজোর জন্য কাউকে নিমন্ত্রণ করা হয় না। তবে মানুষ প্রতি বছর নিজেই দেবীর মাহাত্যর কথা শুনে ভিড় করেন।

এ বার হরিয়ানার ভোট নিয়ে মামলার বার্তা কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর: হরিয়ানার সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের তোলা কারচুপির অভিযোগ গত মঙ্গলবার খারিজ করেছিল নির্বাচন কমিশন। পাশাপাশি, কমিশনের তরফে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা অভিযোগ' তোলার জন্য রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়্গের দলকে সতর্কও করা হয়েছে। শুক্রবার বিষয়টি নিয়ে কমিশনকে পাল্টা আক্রমণ করল কংগ্রেস। সেই সঙ্গে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হল।

কমিশনের তরফে কংগ্রেসের অভিযোগ খারিজ করে বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, 'এ ধরনের অমূলক, চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আমজনতার মধ্যে অস্থিরতা এবং অবাঞ্ছিত অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। যার পরিণামে সামাজিক শৃঙ্খলা ব্যাহত হতে পারে।' নির্বাচন কমিশনের জবাব দেওয়ার ভাষা নিয়েই শুক্রবার সরাসরি প্রশ্ন তোলা হয়েছে এআইসিসির তরফে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারকে পাঠানো চিঠিতে লেখা হয়েছে, 'নিরপেক্ষতার পথ থেকে সরে আসাই যদি কমিশনের লক্ষ্য হয়, তবে বলতেই হবে তারা উল্লেখযোগ্য কাজ করছে!' সেই সঙ্গে লেখা হয়েছে, 'নির্বাচন কমিশনের জবাবি ভাষার যদি এই নমুনা হয়, তা হলে আইনের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া বিকল্প পথ খোলা থাকবে না।'

গত ৮ অক্টোবর হরিয়ানায় বিধানসভা ভোটে গণনায় হারের পরেই সাতটি আসনে জালিয়াতির অভিযোগ তুলেছিল কংগ্রেস। পরে আরও ছ'টি আসনে কারচুপি হয়েছে বলে কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়। গণনার সময় অনেক ইভিএমের কন্ট্রোল ইউনিটের ব্যাটারি লেভেল ৯৯ শতাংশ দেখাচ্ছিল বলে কংগ্রেস নেতা বীরেন্দ্র সিংহ দাবি করেছিলেন। বেশ কয়েক জন নির্বাচনী এজেন্টকে ফর্ম ১৭সি-র অনুলিপি আনতে দেওয়া হয়নি, এমনকি, গণনা এজেন্টদের প্রাপ্ত ভোট মিলিয়ে দেখার সুযোগ দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করেছিলেন তিনি।

ঘটনাচক্রে, যে ১৩টি আসন নিয়ে কংগ্রেসের অভিযোগ, তার মধ্যে ১২টিতেই এ বার জিতেছে বিজেপি। যদিও অভিযোগে কর্ণপাত করতে রাজি হয়নি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের দপ্তর। মঙ্গলবার প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, 'নির্বাচন কমিশন সরাসরি হরিয়ানা রাজ্য বিধানসভার সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে ভোট প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কংগ্রেসের তোলা সমস্ত ভিত্তিহীন অভিযোগ এবং আশঙ্কা খারিজ করেছে।' এমনকি, অতীতেও কংগ্রেস বিভিন্ন নির্বাচনে এমন ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেছে বলে কমিশনের অভিযোগ। কমিশনের বক্তব্য, 'নির্বাচনী ব্যবস্থার উপর আস্থাহীনতার এমন অভ্যাস ঠিক নয়।'

উৎসবের মরশুমে অনেকটা বাড়ল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর: উৎসবের মরশুমে ফের আমজনতার পকেটে টান। আবারও বাড়ল বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম। সিলিন্ডার পিছু ৬২ টাকা দাম বাড়ল ১৯ কেজির এলপিজি-র। এই নিয়ে টানা চারমাস বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বাড়ল। তবে ১৪ কেজির সিলিন্ডারের দাম অপরিবর্তিত থাকছে।

শুক্রবার সকালে একধাক্কায় ৬২ টাকা পর্যন্ত দাম বাড়ানো হল বাণিজ্যিক গ্যাসের। দিল্লিতে ১৯ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের নতুন দাম হল ১৮০২ টাকা। একইভাবে মুম্বইয়েও সিলিন্ডারপিছু মূল্য ১৯ কেজি সিলিন্ডার পিছু দাম বেড়েছে। বাণিজ্যনগরীতে সিলিন্ডার প্রতি বাণিজিক এলপিজির দাম পড়বে ১৭৫৪.৫০ টাকা দাম পড়বে। কলকাতায় ৬২ টাকা দাম বৃদ্ধির পরে একটি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম হচ্ছে ১৯১১.৫০ টাকা। চেন্নাইয়ে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের নতুন দাম হচ্ছে ১৯৬৪.৫০ টাকা।

উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের মাঝে ক্ষুদ্র খাবার ব্যবসায়ী এবং ছোট গাড়ির মালিকদের স্বস্তি দিয়ে কমানো হয়েছিল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম। ভোট মিটতেই সেই স্বস্তি উধাও। পর পর চারমাস বাড়ানো হল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম। অগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবরের পর নভেম্বরেও উর্ধ্বমুখী গ্যাসের দাম। জানা গিয়েছে, গত চারমাসে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাসের প্রতিটি সিলিন্ডারের দাম সবমিলিয়ে ১৫৫ টাকা বেড়েছে।

হোটেল-রেস্তরাঁ ও ক্যাটারিং সার্ভিসে বাণিজ্যিক গ্যাস ব্যবহার হয়। মূল্যবৃদ্ধির বাজারে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ফের বাড়ায় নিঃসন্দেহে তা চাপ বাড়াবে ব্যবসায়ীদের। উৎসবের মরশুমে বাইরে বেরিয়ে খাওয়াদাওয়ার প্রবণতা বাড়ে আমজনতার। ফলে সাধারণ মানুষের উপরও পরোক্ষে মূল্যবৃদ্ধির চাপ এতে খানিকটা বাড়ল। উৎসবের মধ্যে খানিকটা বিষাদ বয়ে আনল গ্যাসের দাম বৃদ্ধির খবর।

Tender Notice
NIT No.29/24-25,dt.30/10/2024
Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 2 nos) Total Amount Rs. 699,675.00/- Last date of documents Downloading & bid sub. 08/11/2024 upto 05-00p.m. (Other details collect from the office and website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.
Chapra Pan. Samity, Nadia

শিশুকে ধর্ষণের পর মাথা থেঁতলে খুন!
ফাঁসির সাজা পকসো আদালতের

আগ্রা, ১ নভেম্বর: সাত বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর মাথা থেঁতলে খুনের অভিযোগ গ্রামের পাহারাদারের বিরুদ্ধে। আগ্রার এতমাদপুরের সেই ঘটনায় ১১ মাসের মধ্যে দোষীর ফাঁসির সাজা শোনাল পকসো আদালত। সঙ্গে এক লক্ষ ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। যা মৃত শিশুর পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া হবে।

পুলিশ ও আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর, বাড়ির সামনে খেলছিল শিশুকন্যাটি। সেই সময় গ্রামের পাহারাদার রাজবীর সিং তাকে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। শুধু তাই নয়, প্রমাণ লোপাট করতে নির্যাতিতাকে জলে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করে সাজাপ্রাপ্ত। অভিযোগ, তাতে ব্যর্থ হয়ে পাথরে মাথা থেঁতলে শিশুটিকে খুন করে রাজবীর। পরে দেহ পাশের মাঠে ফেলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

মেয়ে দীর্ঘক্ষণ বাড়ি না আসায় স্থানীয় থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে পরিবার। পরে মাঠ থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় আগ্রার এসিপি সুকন্যা শর্মার নেতৃত্বে বিশেষ দল গঠন করে তদন্ত শুরু হয়। গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তকে। বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক সনিকা চৌধুরীর এসলাজে মামলার শুনানি হয়। পুলিশ ডিএনএ, এলাকার সিসিটিভি-সহ একাধিক তথ্যপ্রমাণ আদালতে জমা দেয়। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া চুলের সঙ্গে অভিযুক্তের ডিএনএ মিলে যায়। ঘটনায় প্রায় ১২জন সাক্ষী দেন। সবদিক খতিয়ে দেখে অভিযুক্তের প্রাণদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক।

রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন মৃত শিশুটির বাবা। আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। এদিকে রায় ঘোষণার দিন এমনকী মামলা চলাকালীন একবারও দোষীর পরিবারের কেউ তার দেখা করতে যায়নি বলে জানা গিয়েছে।

পাহাড়চূড়ায় মন্দিরে দেবীদর্শনে উঠতে গিয়ে পদপিষ্ট ১২ পুণ্যার্থী

বেঙ্গালুরু, ১ নভেম্বর: দুর্গম পাহাড়ি পথে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মন্দিরে যাওয়ার পথে পদপিষ্ট হলেন পুণ্যার্থীরা। জানা গিয়েছে, কর্নাটকের চিকমাগালুরে দেবীরাম্মা হিল টেম্পলে যাওয়ার পথে অন্তত ১২ জন পুণ্যার্থী। উল্লেখ্য, সারা বছরে কেবলমাত্র দীপাবলির সময়েই খোলা থাকে পাহাড়চূড়োর এই মন্দির। ফলে উৎসবের মরশুমে ভক্তদের ঢল নামে সেখানে।

জানা গিয়েছে, গত দুদিন ধরে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে চিকমাগালুরে। তবে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই মন্দিরে ভিড় জমান পুণ্যার্থীরা। তিন হাজার ফুট উচ্চতায় উঠে দেবী দর্শনের জন্য যাত্রা শুরু করেন সকলে। মাণিক্যধারা এবং আরিসিনাগুপে থেকে শুরু হয় যাত্রা। তাদের মধ্যে ছিল বহু শিশুও। কিন্তু মন্দিরে যাওয়ার পথেই প্রবল ভিড়ের মধ্যে পুণ্যার্থীদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি লেগে যায়। তার জেরে পদপিষ্ট হন অন্তত ১২ জন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, আহতদের উদ্ধার করে নিরাপদে নিয়ে আসা হয়েছে মালনাড টাউনে।

উল্লেখ্য, প্রতি বছরই দীপাবলির সময়ে নরক চতুর্দশী উপলক্ষে এই দেবীরাম্মা মন্দিরে আসেন হাজার হাজার ভক্ত। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অন্তর্গত এই পাহাড়ে পায়ে হেঁটেই উঠতে হয়। গত দুদিন ধরে ওই এলাকায় প্রবল বৃষ্টির ফলে গোটা এলাকা আরও বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। তার মধ্যেই বুধবার থেকে খুলে যায় মন্দিরের দরজা। বৃহস্পতিবার থেকে মন্দিরে আসতে শুরু করেন ভক্তরা। পরের দিনই ঘটে গেল দুর্ঘটনা। তবে আহতরা সকলেই সুস্থ রয়েছেন বলে স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর। আগামী ৩ নভেম্বর পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকবে।

Khardah Municipality
Khardah, North 24 Parganas
Re-Tender
Tender No. : KDHM/27/CON/2nd Call/24-25, E-Tender ID: 2024_MAD_760792_2. Categories of Work : Supply of Proclain on hire basis. Last date of submission of Tender **18.11.2024.** Details of notice can be seen at **www.khardahmunicipality.in** & **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Khardah Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
জিইএম বিড নং ঃ জিইএম/২০২৪/বি/৫৫৬০৩১১, তারিখ ২৯.১০.২০২৪। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, ২৪-পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বাইরের এজেন্সি দ্বারা উপরের জিইএম বিড নম্বরের মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** "০৩ (তিন) বছর মেয়াদের জন্য পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়ার লোকো মেকানিক্যাল শপে মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট ও গেজের ক্রমাঙ্কন, মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ"। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৫,১৬,৩১১ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩০,৩৩০ টাকা। **টেন্ডার নথি ঃ** ০.০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.১১.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩টা। টেন্ডার নথিপত্র ও সম্পূর্ণ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.gem.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **বিজ্ঞাপিত জিইএম বিড নং ঃ জিইএম/২০২৪/বি/৫৫৬০৩১১, তারিখ ২৯.১০.২০২৪।**
(MISC-223/2024-25)
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইএল-৫১-২৪, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্সধারী এবং আর্থিকভাবে নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম প্রখ্যাত টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** এক বছরের জন্য এসএসই/ইলেক্ট(জি)/ আসানসোল-এর অধীনে বিবিধ বৈদ্যুতিক কাজের টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬০,১১,৫২৯.০৭ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থঃ** ১,২০,২০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **বন্ধের ও খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২২.১১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে।
ASN-211/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বান্ধবগড়ে চার দিনে ১০ হাতির মৃত্যু, কারণ খুঁজতে আসছে বিশেষজ্ঞ দল

ভোপাল, ১ নভেম্বর: মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড়ে একের পর এক হাতির মৃত্যুতে রহস্য আরও ঘনীভূত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই হাতির মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১০। রাজ্যের মুখ্য বনসংরক্ষক আধিকারিক ভিকেএন অম্বাডে জানিয়েছেন, বুধবার এক হাতির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার আরও দু'টি হাতির মৃত্যু হয়। চার দিনের মধ্যে এত সংখ্যক হাতির মৃত্যুতে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

মুখ্য বনসংরক্ষকের দাবি, এখনও পর্যন্ত যত হাতির মৃত্যু হয়েছে, সেই ঘটনায় কোনও রকম সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই জানা যাবে কেন হাতিগুলির মৃত্যু হয়েছে। একসঙ্গে এত সংখ্যক হাতির মৃত্যুতে শোরগোল পড়তেই কারণ খতিয়ে দেখতে দিল্লি থেকে বিশেষজ্ঞ দল বান্ধবগড়ে হাজির হয়েছে।

মুখ্য বনসংরক্ষক আরও জানিয়েছেন, আশাপাশের ক্ষেত, কৃষিজমি এবং জলাভূমিগুলি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সেখান থেকে নমুনাও সংগ্রহ করা হয়েছে। অতিরিক্ত মুখ্য বনসংরক্ষক আধিকারিক এল কৃষ্ণমূর্তি আবার জানিয়েছেন, হাতিদের দেহগুলি পরীক্ষা করে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে বিষক্রিয়ার কারণে মৃত্যু হয়েছে। তবে কী থেকে বিষক্রিয়া, না কি এর নেপথ্যে বড় কোনও চক্রান্ত কাজ করছে, তা নিয়েই সন্দেহ দানা বাঁধছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, দলে মোট ১৩টি হাতি ছিল। তার মধ্যে দলের একমাত্র পুরুষ হাতি-সহ ১০টির মৃত্যু হয়েছে। বাকি তিনটি হাতির উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। এই তিনটি হাতি সুস্থ রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ সরকার হাতির মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখতে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে। এ ছাড়াও দিল্লি থেকে আসা বিশেষজ্ঞ দল আলাদাভাবে তদন্ত করছে।

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-এলএইচএস-আরপিএইচ-কেডব্লুএই-২৪-২৫, তারিখ ২৯.১০.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক **টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-এলএইচএস-আরপিএইচ-কেডব্লুএই-২৪-২৫**-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতাগণ তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত প্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** শিডিউল এ - হাওড়া ডিভিসনে আহমদপুর-কাটোয়া শাখায় মধ্যবর্তী কিমি ৩৭/১-২-তে এল.সি. গেট নং ১৪/সি/ই-র অনুষঙ্গে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে (এলএইচএস) নির্মাণ। শিডিউল বি - হাওড়া ডিভিসনে খানা-বোলপুর শাখায় গুসকরা-পিচকুরিরঢাল স্টেশনের মধ্যে কিমি ২৪/২৩-২৫-এ এল.সি. গেট নং ৫-এর অনুষঙ্গে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে (এলএইচএস) নির্মাণ। শিডিউল সি - হাওড়া ডিভিসনে রামপুরহাট-আদলপাহাড়ীর মধ্যে এলসি গেট নং ২৯ই-তে এবং রামপুরহাট-দুমকা শাখায় কিমি নং ১০৯/৭-৮-এ সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। শিডিউল ডি - হাওড়া ডিভিসনে রামপুরহাট-আদলপাহাড়ীর মধ্যে এল.সি. গেট নং ৩০ই এবং রামপুরহাট-দুমকা শাখায় কিমি ১০৫/৭-৮-এ সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১,১৭,০১,১৫১.২১ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,০৮,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.১০.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ৪২ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ১২.১১.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in**
HWH-382/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১৪৪-১৪৭-২৪, তারিখ ঃ ৩০.১০.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিআরএম (ইঞ্জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত জোনাল ও নানাবিধ স্পেশাল কাজের জন্য ০৪ (চার)টি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্র.নং.-১। টেন্ডার নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১৪৪-২৪। কাজের বিবরণ ঃ** জোনাল ওয়ার্কস্ অর্থাৎ আদ্রা ডিভিসনে এসএসই (ওয়ার্কস)/দামোদর-এর অধিক্ষেত্রের আওতায় (ক) প্রত্যেকটি কাজ হবে অনধিক ৫ লক্ষ টাকা এই মর্মে বিদ্যমান কাঠামোর সম্প্রসারণ, পরিমার্জন সংক্রান্ত নতু ন কাজ, বিশেষ মেরামতির কাজ এবং বিল্ডিং নির্মাণসামগ্রী সরবরাহ এবং (খ) সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার ও কলোনির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সহ সমস্ত কাজ সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৩৯,৯৯,৯৯৯.৬১ টাকা। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১৪৫-২৪। কাজের বিবরণ ঃ** জোনাল ওয়ার্কস্ অর্থাৎ আদ্রা ডিভিসনে এসএসই (ওয়ার্কস্)/পুরুলিয়া-র অধিক্ষেত্রের আওতায় (ক) প্রত্যেকটি কাজ হবে অনধিক ৫ লক্ষ টাকা এই মর্মে বিদ্যমান কাঠামোর সম্প্রসারণ, পরিমার্জন সংক্রান্ত নতুন কাজ, বিশেষ মেরামতির কাজ এবং বিল্ডিং নির্মাণসামগ্রী সরবরাহ এবং (খ) সার্ভিস বিল্ডিং স্টাফ কোয়ার্টার ও কলোনির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সহ সমস্ত কাজ সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৮০,০০,০০০ টাকা। **ক্র.নং.-৩। টেন্ডার নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১৪৬-২৪। কাজের বিবরণ ঃ** জোনাল ওয়ার্কস্ অর্থাৎ আদ্রা ডিভিসনে এসএসই (ওয়ার্কস)/আনারা-র অধিক্ষেত্রের আওতায় (ক) প্রত্যেকটি কাজ হবে অনধিক ৫ লক্ষ টাকা এই মর্মে বিদ্যমান কাঠামোর সম্প্রসারণ, পরিমার্জন সংক্রান্ত নতুন কাজ, বিশেষ মেরামতির কাজ এবং বিল্ডিং নির্মাণসামগ্রী সরবরাহ এবং (খ) সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার ও কলোনির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সহ সমস্ত কাজ সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৮০,০০,০০০ টাকা। **ক্র.নং.-৪। টেন্ডার নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি- এডিআরএ-১৪৭-২৪। কাজের বিবরণ ঃ** বাঁকুড়া-মসাগ্রাম সেকশনে বোকরা (বিওকেএ), গুইসারঙ্গা (জিইউআইআর), বেরংগ্রাম (বিইউজিএম), হাবাসপুর (এইচপিইউআর), গ্রামদাদপুর (জিএমডিপি) এবং মোস্তফাচক (এমএফসিকে) স্টেশনে লাগোয়া টয়লেট সহ নতুন বুকিং অফিস। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৯১,৪৯,৭৩৪.৫২ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **২৫.১১.২০২৪ দুপুর ৩টা** (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **(PR-758)**

ইজরায়েলি হামলার জবাব দেবে ইরান! সেনাকে 'কঠোর' পদক্ষেপের নির্দেশ দিলেন খামেনেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইজরায়েলি হামলার পাল্টা জবাব দেওয়ার পরিকল্পনা শুরু করল ইরান। কী ভাবে এবং কোথায় কোথায় হামালা চালানো যেতে পারে, তার ছক কষা শুরু করেছে ইরানি সেনাবাহিনী। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের নির্দেশেই সেনা আধিকারিকেরা ইজরায়েলে হামলা চালানোর বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। খুব শীঘ্রই বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দেশে হামলা চালানো হতে পারে বলে খবর ইরানি সেনা সূত্রে।

গত শনিবার ভোরে দু'দফায় ইরানের রাজধানী তেহরান এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েল। বিমান থেকে ছুটে এসেছিল একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র। হামলায় চার জন ইরানি সেনার মৃত্যু হয়। সেই হামলার পরই নতুন করে উত্তেজনা শুরু হয় পশ্চিম এশিয়ায়। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানি সেনা ইজরায়েলে 'কঠোর' হামলার পরিকল্পনা করছে। এক সেনা আধিকারিক জানিয়েছেন, এমন হামলা চালানো হবে, তা ইজরায়েল কখনও কল্পনাও করতে পারবে না।

ইজরায়েলি হামলার পর প্রথম প্রতিক্রিয়া দিয়ে খামেনেই জানিয়েছিলেন, ইজরায়েলি হামলাকে 'ছোট' করে দেখতে নারাজ তিনি। তবে সেই হামলার জবাব দেওয়া হবে কী ভাবে, তা স্পষ্ট করেননি খামেনেই। সরাসরি 'প্রতিশোধ' নেওয়ার হুমকি থেকে বিরত ছিলেন তিনি। ইজরায়েলি হামলায় ইরানে কী কী ক্ষতি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখার পরই খামেনেই সেনাকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। 'টাইমস অফ ইজরায়েল'-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ইজরায়েলের কোথায় কোথায় হামলা চালানো যেতে পারে, বর্তমানে তার তালিকা তৈরি করছে ইরানি সেনাবাহিনী। ইজরায়েলি গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ইরাকের ভূখণ্ড থেকে হামলা চালাতে পারে তেহরান।

উল্লেখ্য, ইরানের পরিকল্পনার মধ্যেই ইজরায়েলে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল হিজবুল্লার বিরুদ্ধে। শুক্রবারই লেবানন থেকে উত্তর ইজরায়েল লক্ষ্য করে একের পর এক রকেট হামলা চালানো হয়। সেই হামলায় সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। যদিও হামলা প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেনি ইরান মদতপুষ্ট সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লা। গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা ইজরায়েল এবং হামাসের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পশ্চিম এশিয়া। শান্তি ফেরাতে আমেরিকার কূটনীতিকেরা ওই অঞ্চলে গিয়েছেন। লেবানন এবং গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে বৈঠকের প্রস্তুতিও চলছে। তার মধ্যেই নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল। যদিও আমেরিকা আগেই ইরানকে পাল্টা হামলার পথে না হাঁটার জন্য সতর্ক করেছে। ইরান যদি হামলা চালায়, তবে তার জবাব দেওয়ার জন্য ইজরায়েলকে সব রকম সাহায্য করবে বলেও জানিয়েছিল আমেরিকা।

মোটরসাইকেলে রাখা বোমায় বিস্ফোরণ পাকিস্তানে, পাঁচ স্কুলপড়ুয়া-সহ হত সাত

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোটরসাইকেলে রাখা বোমায় বিস্ফোরণে মৃত্যু হল পাঁচ স্কুলপড়ুয়া-সহ সাত জনের। আহতের সংখ্যা ২২। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে পাকিস্তানের বালুচিস্তানের মাসতাং এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, রাস্তার পাশে একটি মোটারসাইকেলে রাখা ছিল ওই বিস্ফোরক। সেটিকে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। বালুচিস্তানে পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচি চলছে। সেই কাজে যুক্ত থাকা কর্মীদের আনার জন্য পুলিশের একটি ভ্যান যাচ্ছিল। তাতে পুলিশকর্মীরাও ছিলেন। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ মনে করছে, পুলিশের উপর হামলা চালানোই মূল লক্ষ্য ছিল। পুলিশের গাড়িটি ওই রাস্তায় আসতেই বিস্ফোরণ হয়। তবে বরাতজোরে সেটি বেঁচে গেলেও একটি স্কুলভ্যান সেই বিস্ফোরণে উড়ে যায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, পুলিশের গাড়িটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এক পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়াও স্কুলভ্যানে থাকা পাঁচ পড়ুয়া এবং ভ্যানের চালকের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক নঈম বাজাই জানিয়েছেন, প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে মোটরসাইকেলে আইইডি রাখা ছিল। সেটি দূর থেকেই নিয়ন্ত্রণ করে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। তবে এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি কোনও জঙ্গি সংগঠন।

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/234/24-25/2nd Call Dated 29.10.2024	Construction of (A) Concrete Road from H/O Dipesh Das to H/O Bhola Mondal via H/O Anup Kr. Mondal & (B) Concrete Road from H/O Samaresh Biswas to Saha House at Natun Pally in Ward No.-12 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 4,69,716.00

Bid Submission end date: **11.11.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/305/24-25/2nd Call Dated 29.10.2024	Construction of black top road at Sardar Para to Dasani Studio Via Azar Lasker,in Ward No-34 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 20,41,278 .00
WBMAD/ULB/RSM/354/24-25/2nd Call Dated 29.10.2024	Estimate For Repairing Of Pot- Holes From Bhuter Bari To Jagriti Sangha, Lebutala To Bidhan Chandra School Via Bhuter Bari & Lebutala To Kamalgazi More In Ward No.- 31 Under Rajpur-sonarpur Municipality.	Rs. 11,56,999.00

Bid Submission end date: **18.11.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** ***Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality***

জাডেজা, সুন্দরের করে দেওয়া সুবিধা কাজে লাগাতে ব্যর্থ ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওয়াংখেড়ের ২২ গজে প্রথম দিন থেকে বল ঘুরুক চায়নি ভারতীয় শিবির। গৌতম গম্ভীর, রোহিত শর্মারা নাকি পিচ প্রস্তুতকারীকে অনুরোধও করেছিলেন। ভারতীয় শিবির ফরমায়েশ করে থাকলেও তা মানেননি পিচ প্রস্তুতকারক। মুম্বই টেস্টের প্রথম দিন থেকেই বল ঘুরছে। প্রত্যাশার থেকে অনেকটা বেশিই ঘুরছে। প্রথম দিনের ২২ গজেই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছেন রবীন্দ্র জাডেজা, ওয়াশিংটন সুন্দরেরা। এই পিচেই চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করতে হতে পারে রোহিতদের। সেই আশঙ্কা তৈরি হল প্রথম দিনই। দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিংয়ে চাপে ভারতীয়েরা। দিনের শেষ দিকে ৭ বলে ৩ উইকেট হারিয়েছেন রোহিতেরা।

এ বারের ভারত সফরে প্রথম বার নিউ জিল্যান্ডকে সাধারণ মনে হল মুম্বইয়ে। ২৩৫ রান শেষ হয়ে গেল তাদের ইনিংস। টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন টম লাথাম। কিন্তু উইল ইয়ং এবং ড্যারিল মিচেল ব্যাট হাতে দলের হাল না ধরলে বড় সমস্যায় পড়তে পারত সফরকারীরা। পাঁচ নম্বরে নামা মিচেলের ৮২ এবং তিন নম্বরে নামা ইয়ংয়ের ৭১ রানের ইনিংস বাদ দিলে নিউ জল্যান্ডের পক্ষে সর্বোচ্চ রান লাথামের ২৮। জাডেজা, ওয়াশিংটনের বল সামলাতে পারলেন না কিউয়ি ব্যাটারেরা। বল ঘুরল তো বটেই। ভারতীয় স্পিনারেরা প্রতিপক্ষের ব্যাটারদের বিভ্রান্ত করলেন লাইন-লেংথের পরিবর্তন করে। বলের 'ফ্লাইট' পরিবর্তন করে। উইকেট না পেলেও চাপ রেখেছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাঁকে সাবধানে খেলতে গিয়ে আরও চাপে পড়ে যায় নিউ জল্যান্ডের ব্যাটারেরা। তাতে অবশ্য জাডেজা এবং ওয়াশিংটনের কৃতিত্ব কমার সুযোগ নেই। ৬৫ রানে ৫ উইকেট নিলেন জাডেজা। ৮১ রানে ৪ উইকেট ওয়াশিংটনের। তবে দু'জনে মিলে আটটি 'নো' বল করেছেন। ওপেনার ডেভন কনওয়েকে (৪) আউট করেন আকাশ দীপ।

ধারাবাহিক ভাবে উইকেট হারিয়েছে নিউ জিল্যান্ড। প্রয়োজনীয় বড় জুটি তৈরি করতে পারেননি সফরকারীরা। রোহিতেরাও রাশ আলগা হতে দেননি। সব মিলিয়ে নিউ জল্যান্ডকে আটকে রাখা গিয়েছে কম রানের মধ্যে। কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ ভারত। দিনের শেষে রোহিতদের রান ৪ উইকেটে ৮৬। সাজঘরে ফিরে গিয়েছেন রোহিত (১৮), যশস্বী জয়সওয়াল (৩০)। নৈশপ্রহরী হিসাবে নামা মহম্মদ সিরা জ (শূন্য) উইকেট উপহার দিলেন প্রতিপক্ষকে। এলবিডব্লিউ হলেন অজাজ পটেলের বলে। নষ্ট করলেন একটি রিভিউও। অবিবেচকের মতো রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে উইকেট দিলেন যশস্বীও। দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো খুচরো রান নিতে গিয়ে দলকে আরও সমস্যায় ফেললেন বিরাট কোহলি (৪)। ৩ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর ম্যাট হেনরির হাতে বল দিয়ে দৌড়ে দ্রুত এক রান নেওয়ার চেষ্টা করেন কোহলি।

হেনরি শর্ট লং অন থেকে সরাসরি উইকেট ভেঙে দেন। টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম দিন এ ভাবে ঝুঁকিপূর্ণ খুচরো রান নেওয়া অপরাধের সমান। অথচ কোহলি ঠিক সেটাই করলেন! দিনের শেষে ২২ গজে আছেন শুভমন গিল (৩১) এবং ঋষভ পন্থ (১)।

ভারতের বেহাল দশার জন্য কিউয়ি বোলারদের কৃতিত্বের থেকেও বড় কারণ ভারতীয় ব্যাটারদের খারাপ সিদ্ধান্ত। অজাজ ৩৩ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। ভারতীয় দলের কোচের মুখ দিনের শেষে আরও গম্ভীর হতে পারে। কারণ শনিবার সকালে আরও একটা টেস্ট বাঁচানোর লড়াই শুরু করতে হবে রোহিতদের। প্রথম দিনের শেষে ১৪৯ রানে পিছিয়ে ভারতীয় দল।

৭ বলে ৩ উইকেট পড়ল ভারতের! 'অপ্রত্যাশিত' বলছেন জাডেজা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুম্বই টেস্টের প্রথম দিনের শেষ ১৫ মিনিট ভুলে যেতে চাইবে ভারতীয় দল। নিউ জল্যান্ডের বোলারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটারেরা যে আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছেন, তা আরব সাগরের সন্ধের আলোয় পরিষ্কার। দিনের খেলার শেষে রবীন্দ্র জাডেজাও মেনে নিলেন অপ্রত্যাশিত ধস নেমেছে ভারতীয় ইনিংসে।

যশস্বী জয়সওয়াল, বিরাট কোহলি যে ভাবে আউট হয়েছেন, তা টেস্ট ক্রিকেটে এক নম্বর দলের জন্য বেমানান। খেলার শেষে সাংবাদিক বৈঠকে স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে সেই প্রসঙ্গ। কোনও রাখঢাক না করেই জাডেজা বলেছেন, ''এটা অপ্রত্যাশিত। তবে খেলায় অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝি বা শট নির্বাচনে ভুল হয়। কাল আমরা ব্যাট করার সুযোগ পাব। কয়েকটা ছোট জুটি দরকার আমাদের। নিউ জল্যান্ডের ২৩৫ রান টপকে যাওয়া প্রথম লক্ষ্য থাকবে আমাদের।'' জাডেজার ছোট উত্তর থেকেই পরিষ্কার দিনের শেষ দিকে ৭ বলে ৩ উইকেট হারানো উদ্বেগ তৈরি করেছে ভারতীয় শিবিরে। যদিও অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার কোহলিদের আড়াল করারও চেষ্টা করেছেন।

বাঁহাতি অলরাউন্ডার অবশ্য নিজের পারফরম্যান্সে খুশি। টেস্ট ক্রিকেটে এই নিয়ে ১৪ বার ইনিংসে ৫ উইকেট নিলেন জাডেজা। এ নিয়ে বলেছেন, ''ভারতের খেলতে নেমে ৫ উইকেট পাওয়া সব সময়ই আলাদা। দলের প্রয়োজনের সময় উইকেট নিতে পারলে ভাল লাগে। এখানকার গরমে সব মিলিয়ে আমাদের পারফরম্যান্স খুব খারাপ নয়। ওয়াশিংটন সুন্দরও বেশ ভাল বল করেছে।''

মুম্বই টেস্টের ৫ উইকেটের সাহায্যে জাডেজা এ দিন টপকে গিয়েছেন জাহির খান এবং ইশান্ত শর্মাকে। ৩১৪টি উইকেট নিয়ে টেস্ট উইকেটের সংখ্যায় ভারতীয়দের মধ্যে পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছেন জাডেজা। তিনি বলেছেন, ''বল হাতে সকলে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে। ব্যাট হাতেও এ বার আমাদের সকলকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। ব্যক্তিগত মাইলফলক নিয়ে ম্যাচ বা সিরিজ চলার সময় মাথা ঘামাই না। আমার কতগুলি উইকেট আছে তা-ও ঠিক মতো জানি না। যখন বাড়িতে থাকি, খেলা থাকে না সে রকম সময় কখনও কখনও পরিসংখ্যান দেখি। ভাল লাগছে, এখনও উন্নতি করতে পারছি। দলের জন্য উইকেট নিতে পারছি।''

আইপিএলে কোহলির চেয়ে ক্লাসেনের দাম বেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের মেগা নিলামের আগে ধরে রাখা খেলোয়াড়ের তালিকা জমা দিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। গতকাল শেষ দিনেই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো তা নিশ্চিত করেছে। ১০ দল মিলে ধরে রেখেছে ৪৬ জন খেলোয়াড়।

ধরে রাখা খেলোয়াড়দের মধ্যে সবার ওপরে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হাইনরিখ ক্লাসেন। দক্ষিণ আফ্রিকার এই উইকেটকিপার, ব্যাটসম্যানকে রেখে দিতে ২৩ কোটি টাকা খরচ করেছে হায়দরাবাদ। আইপিএলে ধরে রাখা (রিটেইনড) খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্লাসেনই এখন সবচেয়ে দামি। যৌথভাবে দুইয়ে বিরাট কোহলি ও নিকোলাস পুরান। তাঁদের ধরে রাখতে ২১ কোটি টাকা দিতে হচ্ছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসকে।

প্রবল চাপের মধ্যেও দায়িত্ব নিয়ে খেলতে পারা, যেকোনো পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া এবং শুরু থেকেই ব্যাট হাতে ঝড় তুলতে পারা ক্লাসেনকে ধরে রাখতে হায়দরাবাদকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর উইকেটকিপিং দক্ষতাও দুর্দান্ত। হায়দরাবাদের হয়ে সর্বশেষ দুই মৌসুম ১৭৭ ও ১৭১ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন ক্লাসেন। ৪১টি চারের সঙ্গে মেরেছেন ৬৩টি ছক্কা। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতি অন্য দলগুলোর আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিল। এ কারণেই ক্লাসেনকে রেখে দিতে ২৩ কোটি রুপি ঢেলেছে হায়দরাবাদ। অথচ ২০১৯ সালে তাঁকে মাত্র ৫০ লাখ টাকায় কিনেছিল বেঙ্গালুরু। সেই মৌসুমে ৩ ম্যাচ খেলে মাত্র ৯ রান করেন। পরের তিন মৌসুম তাঁর প্রতি কোনো দলই আগ্রহ দেখায়নি। তবে বিশ্বজুড়ে অন্যান্য টি, টোয়েন্টি লিগে ভালো করে আবারও আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর নজর কাড়েন। গত বছর তাঁকে ৫ কোটি ২৫ লাখ টাকাতে দলে ভেড়ায় হায়দরাবাদ। এক বছরের ব্যবধানে সেই দাম বেড়ে হয়েছে ২৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ ক্লাসেনের পারিশ্রমিক বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৪ গুণ!

আইপিএলের নতুন নিয়ম অনুযায়ী, একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সর্বোচ্চ ছয়জন খেলোয়াড় ধরে রাখতে পারে। এর মধ্যে কমপক্ষে পাঁচজন জাতীয় দলে খেলা (ক্যাপড প্লেয়ার) ক্রিকেটার হতে হয়। প্রথম তিনজনকে ধরে রাখতে যথাক্রমে ১৮ কোটি, ১৪ কোটি ও ১১ কোটি খরচ করতে হয়। শেষ দুজনের জন্য বরাদ্দ ১৮ ও ১৪ কোটি টাকা। সব মিলে ৭৫ কোটি টাকা।

ক্লাসেন ছাড়াও হায়দরাবাদ ধরে রেখে প্যাট কামিন্স, অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড ও নিতীশ রেড্ডিকে। দলটির ধরে রাখা পাঁচ খেলোয়াড়ের শুরুতেই ক্লাসেনের নাম। সেই হিসেবে ক্লাসেনের ১৮ কোটি টাকা পাওয়ার কথা। কিন্তু একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি চাইলেই ৭৫ কোটি টাকা পাঁচজন ক্যাপড ক্রিকেটারদের মধ্যে নিজেদের মতো করে বণ্টন করতে পারে। হায়দরাবাদ সেটাই করেছে। মানে ক্লাসেনকে আরও ৫ কোটি টাকা বেশি দিয়েছে।

কোহলি ও পুরানের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম। অর্থ বণ্টনের সময় এই দুজনকে ৩ কোটি টাকা করে বেশি দিয়েছে বেঙ্গালুরু ও লক্ষ্ণৌ। পুরো আইপিএল ক্যারিয়ারে বেঙ্গালুরুর হয়েই খেলেছেন কোহলি। শোনা যাচ্ছে, আগামী মৌসুমে তিনি আবারও দলটির নেতৃত্বে ফিরবেন। ৩৭ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান একটি রেকর্ডও গড়ে ফেলেছেন। তাঁর আগে ভারতের আর কোনো ক্রিকেটার আইপিএলে ২০ কোটি টাকা দাম পাননি।

আইপিএলের মেগা নিলাম হওয়ার কথা নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে। নিলামের ভেন্যু হিসেবে সৌদি আরবের জেদ্দা অথবা রিয়াদ, সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই, ইংল্যান্ডের লন্ডন এমনকি সিঙ্গাপুরের নাম শোনা গেলেও এখনো চূড়ান্ত করা হয়নি।

নিলামে ১৯ জন ক্রিকেটারকে কিনতে পারবে কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের দলগুলি জানিয়ে দিয়েছে কোন কোন ক্রিকেটারকে ধরে রাখছে তারা। সবচেয়ে বেশি ছ'জন ক্রিকেটারকে ধরে রেখেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং রাজস্থান রয়্যালস। ভারতীয় এবং বিদেশি মিলিয়ে মোট ২৫ ক্রিকেটারকে দলে নিতে পারে দলগুলি। ১০টি দল মিলিয়ে মোট ৪৬ জন ক্রিকেটারকে রেখে দিয়েছে। নিলামে দল পেতে পারেন সর্বোচ্চ ২০৪ জন ক্রিকেটার। সর্বোচ্চ ৭০ জন বিদেশি ক্রিকেটার দল পেতে পারেন আইপিএলের নিলামে। সর্বোচ্চ ছ'জন ক্রিকেটারকে ধরে রেখেছে কেকেআর। ছ'জনের মধ্যে রয়েছেন দুই বিদেশি ক্রিকেটার আন্দ্রে রাসেল এবং সুনীল নারাইন। নিলামে আরও ১৯ জন ক্রিকেটারকে নেওয়ার সুযোগ থাকছে শাহরুখ খানের দলের সামনে। সেই ১৯ জনের মধ্যে বিদেশি ক্রিকেটার নেওয়া যাবে ছ'জন।

লুইস-ঝড়ে উড়ে গেল ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: তিন বছরের বেশি সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওয়ানডে দলে ছিলেন না। গত সপ্তাহে পাল্লেকেলেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে ফিরেই খেলেন ৬১ বলে ১০২ রানের ঝোড়ো ইনিংস। এভিন লুইস সেই ধারা ধরে রাখলেন গতকাল রাতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষেও।

অ্যান্টিগার ভিভ রিচার্ডস স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটিতে সফরকারী ইংলিশদের একাই উড়িয়ে দিয়েছেন লুইস। খেলেছেন ৬৯ বলে ৯৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস। যে ইনিংসে ছক্কা মেরেছেন ৮টি, অথচ ইংল্যান্ডের পুরো ইনিংসেই ছক্কা মাত্র দুটি।

লুইসের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের দিনে ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথমে ব্যাট করে ইংলিশরা তোলে ২০৯ রান। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ক্যারিবীয়রা পরিবর্তিত লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ৫৫ বল হাতে রেখে।

রান তাড়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের শুরুটা ছিল দেখেশুনে। প্রথম তিন ওভারে লুইস ও ব্রান্ডন কিং তোলেন মাত্র ৯ রান। চতুর্থ ওভারের শেষ বলে জন টার্নারকে ছয় মেরে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের শুরু করেন লুইস। এরপর তুলে মারতে শুরু করেন জফরা আর্চার, স্যাম কারেন আর আদিল রশিদদেরও। ইনিংসের ১৪তম ওভারে ব্যক্তিগত ৪৬ বলে পূর্ণ হয় লুইসের ফিফটি।

তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান ১৫ ওভারে বিনা উইকেটে ৮১ থাকার সময় বৃষ্টি নামলে খেলা বন্ধ থাকে এক ঘণ্টা। ক্যারিবীয়দের জন্য নতুন লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৫ ওভারে ১৫৭ রানের। লক্ষ্যটা হাতের নাগালে নিয়ে আসেন দুই ওপেনারই। ব্যক্তিগত ৩০ রানে কিং যখন লিভিংস্টোনের বলে ক্যাচ দেন, ততক্ষণে ১১৮ রান উঠে গেছে স্কোরবোর্ডে। লুইস ছুটছিলেন অবশ্য সেঞ্চুরির দিকেই। তবে সেঞ্চুরি থেকে ৬ রান দূরে থাকতে রশিদকে উড়িয়ে মারতে গিয়ে লং,অফে বেথেলের ক্যাচে পরিণত হন লুইস, থামে ৯৪ রানের ইনিংস।

এর আগে টসে হেরে ব্যাট করতে নামা ইংল্যান্ডের হয়ে বড় ইনিংস খেলতে পারেননি কেউই। প্রথম ছয় ব্যাটসম্যানের সবাই ন্যূনতম ২৭ বল খেলেছেন, কিন্তু কারও ইনিংসই পঞ্চাশ পার হয়নি। সর্বোচ্চ ৪৮ রান আসে অধিনায়ক লিভিংস্টোনের ব্যাট থেকে। জেকব বেথেল করেন ২৭ রান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে ৪৬ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন গুড়াকেশ মোতি। ম্যাথিউ ফোর্ড, জেডেন সিলস ও আলজারি জোসেফরা নেন দুটি করে উইকেট। ম্যাচসেরার স্বীকৃতি ওঠে বাঁহাতি মোতির হাতেই।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড ৪৫.১ ওভারে ২০৯ (লিভিংস্টোন ৪৮, কারেন ৩৭, বেথেল ২৭; মোতি ৪/৪১, সিলস ২/২২)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ (লক্ষ্য ৩৫ ওভারে ১৫৭) ২৫.৫ ওভারে ১৫৭/২ (লুইস ৯৪, কিং ৩০; লিভিংস্টোন ১/৩২)।

ফল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮ উইকেটে জয়ী (ডিএল মেথডে)।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ গুড়াকেশ মোতি।

পর পর দু'ম্যাচে জয়, ফের চেনা ছন্দে লাল-হলুদ, লেবাননের ক্লাবকে হারিয়ে কোয়ার্টারে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভুটানের থিম্পুতে স্বপ্নপূরণ ইস্টবেঙ্গলের। আইএসএলের টানা ছ'টি ম্যাচে হারা লাল-হলুদ বিদেশের মাটিতে মুখ উজ্জ্বল করল দেশের। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে গ্রুপের শেষ ম্যাচে নেজমেহ এফসি-কে ৩-২ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেল তারা। জোড়া গোল করলেন দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোস। অপর গোলটি আত্মঘাতী। তিন ম্যাচে সাত পয়েন্ট পেয়ে গ্রুপের শীর্ষে শেষ করল ইস্টবেঙ্গল।

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে পশ্চিমাঞ্চল থেকে তিনটি গ্রুপের শীর্ষ স্থানাধিকারীরা কোয়ার্টার ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করবে। গ্রুপ 'এ' থেকে ইস্টবেঙ্গল শেষ আটে গিয়েছে। এর পর তারা হোম ও অ্যাওয়ে ফরম্যাটে খেলার সুযোগ পাবে। সেখানে অপেক্ষা করতে পারে আরও কঠিন দল।

জয় এবং কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া ছাড়াও ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল মাদিহ তালাল এবং দিয়ামানতাকোস জুটির ফর্মে ফেরা। এ দিন তিনটি গোলের পিছনেই রয়েছে তালালের অবদান। অন্য দিকে, দিয়ামানতাকোস এএফসি-তে তিনটি ম্যাচেই গোল করলেন। এই ফর্ম তিনি আইএসএলে দেখাতে পারলে ইস্টবেঙ্গল প্রথম পয়েন্ট এবং জয়ের স্বপ্ন দ্রুত দেখতে পারে।

চোটের কারণে হেক্টর ইয়ুস্তের খেলা নিয়ে জল্পনা ছিল। এ দিন ইয়ুস্তেকে প্রথম একাদশেই রেখে ছিলেন ব্রুজো। তবে গোটা ম্যাচেই তাঁর মন্থরতা দেখে মনে হয়েছে চোট পুরোপুরি সারেনি। ইস্টবেঙ্গল দু'টি গোলই খেয়েছে তাঁর ভুলে। আরও একটি খেতে পারত নেজমেহর ফুটবলার ভুল না করলে।

মরণবাঁচন ম্যাচে শুরুটা খুবই ভাল করেছিল ইস্টবেঙ্গল। প্রথম থেকেই ফুটবলারদের দেখে মনে হয়েছিল তাঁরা একটা পণ নিয়ে নেমেছেন। আট মিনিটেই এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। মাদিহ তালালের নিখুঁত কর্নার থেকে নেজমেহর বাবা মুসার হেড নিজেদেরই জালে জড়িয়ে যায়।

সেই গোলের পর ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণ আরও বাড়ে। ১৫ মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয় গোল করে তারা। ডান দিক থেকে পাস দিয়েছিলেন তালাল। কাছ থেকে নিখুঁত ফিনিশে গোল করেন দিয়ামানতাকোস। তিন মিনিট পরেই গোল হজম করে ইস্টবেঙ্গল। মাঝমাঠ থেকে ওপারেকে পাস দিয়েছিলেন আতায়া। ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণের ফুটবলারেরা জায়গাতেই ছিলেন না। ওপারেকে আটকানোর চেষ্টা করলেও গতিতে পরাস্ত হন ইয়ুস্তে। প্রভসুখন গিলের পাশ দিয়ে

গোল করেন ওপারে।

গোল খেতেই ইস্টবেঙ্গলের আগ্রাসী খেলা হারিয়ে যায়। আচমকাই তারা রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে। সেই সুযোগ নেয় নেজমেহ। তার মাঝেই একটি ভাল সুযোগ নষ্ট করেন তালাল। বাঁ দিক থেকে আসা ক্রস প্রথমে দিয়ামানতাকোস পায়ে লাগাতে পারেননি। বক্সে থাকা তালালের কাছে বল এলেও তিনি বারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দেন।

তার পর আরও খোলসে ঢুকে পড়তে থাকে ইস্টবেঙ্গল। বলের নিয়ন্ত্রণই রাখতে পারছিল না তারা। বার বার বল হারাতে থাকে নেজমেহর কাছে। ৪০ মিনিটের মাথায় আতায়ার শট বাঁচান প্রভসুখন। তাতেও কাজ হয়নি। বিরতির আগেই আবার গোল খায় ইস্টবেঙ্গল। বক্সের ঠিক বাইরে অকারণে ওপারেকে ফেলে দেন ইয়ুস্তে। হলুদ কার্ডও দেখতে হয়। সরাসরি ফ্রিকিকে গোল করেন হুসেন মোনজরে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আবার গোল খেতে পারত ইস্টবেঙ্গল। দ্রুত নেওয়া একটি ফ্রিকিক থেকে ইসমাইলি পাস দিয়েছিলেন কৌরানিকে। অল্পের জন্য কৌরানির হেড বাইরে যায়। দু'মিনিট পরেই সুযোগ নষ্ট করেন নন্দকুমার। ডান দিক থেকে নাওরেম মহেশের পাস ধরতে পারেননি তিনি।

এর পর একতরফা খেলা হতে থাকে। নেজমেহর একের পর এক আক্রমণ রুখে দিচ্ছিল ইস্টবেঙ্গল। তবে যে কোনও মুহূর্তে ভুলভ্রান্তির আশঙ্কাও ছিল। ইস্টবেঙ্গল কিছুটা অক্সিজেন পায় ৭১ মিনিটে। ঠান্ডা এবং উচ্চতার কারণে মাঠে একই সঙ্গে নেজমেহর তিন ফুটবলার অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই ঘটনার দু'মিনিট পরেই পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। বাঁ দিক থেকে বল নিয়ে ঢোকার সময় বক্সে তালালকে ফেলে দেন ইসমাইল। রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দেন। বিপক্ষের গোলকিপারকে উল্টো দিকে ফেলে গোল করেন দিয়ামানতাকোস।

তখনও বিপদ কাটেনি। নেজমেহর ফুটবলারেরা টানা আক্রমণ করতে থাকেন। কিন্তু মাথা ঠান্ডা রেখে বাকি সময়টা গোল হজম করতে দেননি ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারেরা।

আমোরিমই ইউনাইটেডের প্রধান কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাতাসে কয়েক দিন ধরে ভাসছিল গুঞ্জনটা। শেষ পর্যন্ত সেই গুঞ্জনই সত্যি হলো। পর্তুগিজ রুবেন আমোরিমকেই প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ১১ নভেম্বর প্রধান কোচের দায়িত্ব নিতে লিসবন থেকে ওল্ড ট্রাফোর্ডে যাবেন আমোরিম। ইউনাইটেডের সঙ্গে এই পর্তুগিজ কোচের চুক্তি ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত।

গত সোমবার ব্যর্থতার দায়ে ইউনাইটেডের চাকরি হারান ডাচ কোচ এরিক টেন হাগ। ডাচ এই কোচের অধীন চলতি মৌসুমের শুরু থেকেই সংগ্রাম করছিল 'রেড ডেভিল'রা। বর্তমানে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকার ১৪ নম্বরে আছে ইউনাইটেড।

টেন হাগের বিদায়ের পর থেকেই আলোচনায় আসেন আমোরিম। এর আগে ইয়ুর্গেন ক্লপের বিদায় ঘোষণার পর আমোরিমের লিভারপুলে যাওয়ার গুঞ্জন শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত খবরটি সত্যি হয়নি। যে কারণে শেষ পর্যন্ত এবার তাঁর ইউনাইটেডে আসার গুঞ্জনটি কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকে দৃষ্টি ছিল সবার।

এক বিবৃতিতে আমোরিমকে প্রধান কোচের দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইউনাইটেড। বিবৃতিতে ক্লাবটি বলেছে, 'রুবেন এ মুহূর্তে ইউরোপে রোমাঞ্চ ছড়ানো এবং দারুণভাবে মূল্যায়িত একজন কোচ।'

আমোরিমকে প্রধান কোচ ঘোষণা করলেও আগামী তিন ম্যাচ ইউনাইটেডের ডাগআউটে সামলাবেন অন্তর্বর্তীকালীন কোচ রুড ফন নিস্টলরয়। টেন হাগের বিদায়ের পর আপৎকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেন সাবেক ডাচ স্ট্রাইকার। এর আগে তিনি টেন হাগের সহকারীর ভূমিকায় ছিলেন। তাঁর অধীন লেস্টার সিটিকে ৫,২ গোলে হারিয়ে কারাবাও কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে ইউনাইটেড।

২০১৩ সালে কিংবদন্তি কোচ স্যার আলেক্স ফার্গুসন বিদায় নেওয়ার পর থেকে অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ইউনাইটেড। একের পর এক কোচ বদলেও সাফল্যের দেখা পায়নি ক্লাবটি। ফার্গুসনের বিদায়ের পর আমোরিম হতে যাচ্ছেন পূর্ণ মেয়াদে ক্লাবটির দায়িত্ব নেওয়া ষষ্ঠ কোচ।

এর আগে এই সপ্তাহে স্পোর্টিং লিসবন জানায় ইউনাইটেড আমোরিমের জন্য ১ কোটি ১০ লাখ ইউরো রিলিজ ক্লজ দিতে রাজি হয়েছে। এ ঘোষণার পর আমোরিমের ইউনাইটেডে যাওয়া ছিল সময়ের ব্যাপার। ২০২০ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর লিসবনকে আমূল বদলে দেন আমোরিম। তাঁর অধীন দুটি লিগ শিরোপাসহ গত ৪ বছরে পাঁচটি ট্রফি জিতেছে পর্তুগিজ ক্লাবটি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Puhlished at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata-700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663, Email: dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।

RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**